

মিশকাত শরীফ

॥ দশম খণ্ড ॥

প্রথম অধ্যায়

ফিতনার রূপ সম্পর্কে বর্ণনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

মানুষের অন্তরে ফিতনা প্রবেশ করে

হাদীস : ৫০২৪ ॥ হযরত হোযাইফা (রা) বলেন, রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, মানুষের অন্তরে ফিতনাসমূহ এমনভাবে প্রবেশ করে, যেমন-আঁশ একটির পর আরেকটি বিছান থাকে। যে অন্তরের রক্তে রক্তে তা প্রবেশ করে তাতে একটি কাল দাগ পড়ে। আর যে অন্তর তাকে স্থান দেয় না তাতে একটি সাদা দাগ পড়ে। ফলে মানুষের অন্তরসমূহ পৃথক পৃথক দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। এক রকম অন্তর হয় মর্মর পাথরের মত সাদা, যাকে আসমান ও যমিন বহাল থাকা পর্যন্ত কোন ফিতনাই ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারবে না। অন্য দিকে দ্বিতীয় রকমের অন্তর হয় কয়লার মত কৃষ্ণ। যেমন-উপুড় হওয়া পাথরের মত, যাতে কিছুই ধারণ করার ক্ষমতা থাকে না। তা ভালকে ভাল জানার এবং মন্দকে মন্দ জানার ক্ষমতা রাখে না, ফলে কেবলমাত্র তাই গ্রহণ করে যা তার প্রবৃত্তির ইচ্ছে হয়। -(মুসলিম)

আমানত মানুষের অন্তরে প্রসিষ্ট থাকে

হাদীস : ৫০২৫ ॥ হযরত হোযাইফা (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাদের দুটি হাদীস বর্ণনা করেন। যার একটি আমি বাস্তবায়িত হতে দেখেছি। আর অপরটির অপেক্ষায় আছি। (১) তিনি আমাদের বলেছেন, যে আমানত মানুষের অন্তর সমূহের অর্ন্তস্থলে অবতীর্ণ হয়। অতপর তারা কুরআন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে, তারপর সুন্নাহ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। (২) আমানত ক্রিভাবে উঠে যাবে। এ কথাটিও তিনি আমাদের বলেছেন। এক সময় মানুষ নিদ্রা যাবে, এমতাবস্থায় তার অন্তর হতে আমানত উঠিয়ে নেয়া হবে। তখন শুধুমাত্র কাল দাগের মত একটি সাধারণ চিহ্ন অবশিষ্ট থাকবে। অতপর মানুষ আবার নিদ্রা যাবে, তখন আমানত উঠিয়ে নেয়া হবে। এতে এমন ফোসকা সদৃশ চিহ্ন অবশিষ্ট থাকবে, যেমন জ্বলন্ত অঙ্গার, তাকে তুমি নিজের পায়ের ওপর রেখে রোমছুন করলে তথায় ক্ষীত হয়। তুমি অবশ্য ক্ষীত দেখতে পাবে, কিন্তু তার ভিতরে কিছুই নেই। আর লোকজন সকালে উঠে স্বভাবত ক্রয়-বিক্রয়ে ব্যস্ত হবে, কিন্তু তার ভিতরে কিছুই নেই। কাউকেও আমানত রক্ষাকারী পাবে না। তখন বলা হবে, অমুক গোত্রে একজন বিস্মৃত ও আমানতদার লোক রয়েছে। আবার কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হবে যে, সে কত জ্ঞানী! সে কত চালাক ও চতুর! সে কত সচেতন ও দৃঢ় প্রত্যয়ের অধিকারী! অথচ তার অন্তরে সরষে পরিমাণও ঈমান নেই। -(বোখারী ও মুসলিম)

দীর্ঘদিন পরে দেখলেও চেনা যায়

হাদীস : ৫০২৬ ॥ হযরত হোযাইফা (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিলেন এবং তখন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে তার সব কিছুই বর্ণনা করেন। তার সে ভাষণটি যারা স্মরণে রাখতে পারে তারা স্মরণে রেখেছে, আর যারা ভুলে যাওয়ার তারা ভুলে গেছে। নিশ্চয়ই আমার বন্ধুরাও সে বিষয়ে অবগত আছেন। অবশ্য যখন কোন ঘটনা সামনে আসে, যার কথা আমি ভুলে গেছি, তখন রাসূল (স)-এর সে দিনের ভাষণটি আমার স্মরণে পড়ে। যেমন-কোনো ব্যক্তি কিছুদিন অনুপস্থিত থাকার পর সামনে উপস্থিত হলে তাকে দেখাযাত্রই চেনা যায়। এ তো সেই অমুক ব্যক্তি। -(বোখারী ও মুসলিম)

কল্যাণের পর পুনরায় অকল্যাণ আসবে

হাদীস : ৫০২৭ ॥ হযরত হোযাইফা (রা) বলেন, লোকেরা রাসূল (স)-এর কাছে কল্যাণ সম্পর্কে প্রশ্ন করত। আর আমি ক্ষতিকর বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতাম এ ভয়ে, যেন আমি তাতে লিপ্ত না হই, হোযাইফা বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলান্নাহ! আমরা এক সময় মূর্থতা ও মন্দের মধ্যে নিমজ্জিত ছিলাম, অতপর আল্লাহ তায়াল আমাদের এ কল্যাণ দান করেন। তবে কি এ কল্যাণের পর পুনরায় অকল্যাণ আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আসবে। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, সে অকল্যাণের পরে কি আবার কল্যাণ আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আসবে, তবে তা হবে ধোঁয়ামুক্ত। আমি জিজ্ঞেস করলাম, সে ধোঁয়া কি প্রকৃতির? তিনি বললেন, লোকেরা আমার সুন্নত বর্জন করে অন্য তরীকা গ্রহণ করবে এবং আমার পথ ছেড়ে লোকদেরকে অন্য পথে পরিচালিত করবে, তখন তুমি তাদের মধ্যে ভাল কাজও দেখতে পাবে এবং মন্দ কাজও। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, যে কল্যাণের পরও কি অকল্যাণ আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, দোষখের দরজায় দাঁড়িয়ে কিছুসংখ্যক আহ্বানকারী লোকদেরকে সে দিকে আহ্বান করবে। যারা তাদের আহ্বানে সাড়া দিবে তাদেরকে তারা জাহান্নামে নিক্ষেপ করে ছাড়বে। আমি বললাম, ইয়া রাসূলান্নাহ! আমাদের তাদের পরিচয় জানিয়ে দিন। তিনি বললেন, তারা আমাদের মতই মানুষ হবে এবং আমাদের ভাষায় কথা বলবে। আমি বললাম, আমি সে অবস্থায় উপনীত হলে তখন আমাকে কি নির্দেশ দেন? তিনি বললেন, তখন তুমি মুসলমানদের জামাত ও মুসলমানদের ইমামকে আঁকড়িয়ে ধরবে। আমি বললাম, সে সময় যদি কোনো মুসলিম জামাত ও মুসলিম ইমাম না থাকে? তিনি বললেন, তখন তুমি সে সব বিচ্ছিন্ন দলকে পরিত্যাগ করবে, যদিও তোমাকে গাছের শিকড়ের আশ্রয় নিতে হয় এবং তুমি নির্জন অবস্থায় থাকবে যতক্ষণ না তোমার মৃত্যু হয়। -(বোখারী ও মুসলিম)

আর মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে। রাসূল (স) বলেছেন, আমার ওফাতের পরে এমন কতিপয় ইমাম ও বাদশাহর আবির্ভাব ঘটবে, যারা আমার নির্দেশিত পথে চলবে না এবং আমার সুন্নত ও তরীকানুযায়ী আমল করবে না। আবার তাদের মধ্যেও এমন কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটবে যারা গায়ে-গঠনে এবং চেহারা-অবয়বে মানুষই হবে, কিন্তু তাদের অন্তরসমূহ হবে শয়তানের মত। হোযাইফা বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলান্নাহ! যদি আমি সে অবস্থায় পতিত হই তখন আমার করণীয় কি হবে? তিনি বললেন, তোমার আমীর যা বলে তা মানবে এবং তার আনুগত্য করবে, যদিও তোমার পৃষ্ঠে আঘাত করা হয় এবং তোমার মালসম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয়, তবুও তার নির্দেশ মেনে চলবে এবং তার আনুগত্য করবে।

নেক আমলের দিকে দ্রুত অগ্রসর হবে

হাদীস : ৫০২৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা নেক আমলের দিকে তাড়াতাড়ি অগ্রসর হও ঘুটঘুটে অন্ধকার রাতের অংশ সদৃশ ফিতনায় পতিত হওয়ার আগেই, যখন কোনো ব্যক্তি ভোরে উঠবে ঈমানদার হয়ে আর সন্ধ্যা করবে কুফরী অবস্থায় এবং সন্ধ্যা করবে মু'মিন অবস্থায় আর ভোরে উঠবে কাকের হয়ে। সে পার্থিব সামান্য সম্পদের বিনিময়ে নিজের দীন ও ঈমানকে বিক্রয় করে দিবে। -(মুসলিম)

যে দিন গত হয়েছে তা ভাল গেছে

হাদীস : ৫০২৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, তাড়াতাড়ি এমন ফিতনা দেখা দিবে, যখন বসা ব্যক্তি দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তির চেয়ে হবে উত্তম। আর দাঁড়ান ব্যক্তি চলমান ব্যক্তির চেয়ে হবে উত্তম। আর চলমান ব্যক্তি দ্রুতগামী অপেক্ষা হবে উত্তম। এমনকি যে ব্যক্তি উক্ত ফিতনার দিকে চোখ তুলে তাকাবে, ফিতনা তাকে নিজের দিকে টেনে নিবে। সুতরাং যে ব্যক্তি তা থেকে মুক্ত স্থান অথবা আশ্রয়স্থল পাবে, তার তা দিয়ে নিজেকে রক্ষা করা উচিত। -(বোখারী ও মুসলিম)

আর মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, রাসূল (স) বলেছেন, এমন এক ফিতনা আসবে, তখন নিদ্রিত ব্যক্তি জাগ্রত ব্যক্তি থেকে উত্তম হবে। আর জাগ্রত ব্যক্তি দাঁড়ান ব্যক্তি থেকে উত্তম হবে এবং দাঁড়ান ব্যক্তি দ্রুতগামীর চেয়ে উত্তম হবে। সুতরাং যে ব্যক্তি তা থেকে নিরাপদ স্থান অথবা আশ্রয়স্থল পায় সে যেন অবশ্যই উক্ত আশ্রয়স্থলে অবস্থান করে।

বড় ফিতনা আগমনের সময় হয়ে গেছে

হাদীস : ৫০৩০ ॥ হযরত আবু বকর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, অচিরেই বিভিন্ন রকমের ফিতনা দেখা দিবে। জেনে রেখ, এখানে বিভিন্ন রকমের ফিতনা দেখা দিবে। জেনে রেখ, অতপর এমন এক বিরাট ফিতনা এসে পড়বে, সে সময় বসা অবস্থায় থাকা ব্যক্তি চলমান ব্যক্তির চেয়ে হবে উত্তম এবং চলমান ব্যক্তি উক্ত ফিতনার দিকে দ্রুতগামী ব্যক্তির চেয়ে হবে উত্তম। সাবধান! যখন সে ফিতনা সংঘটিত হবে তখন যার কাছে উট আছে সে যেন তার উট

নিয়ে থাকে। আর যার বকরী আছে সে যেন তার বকরী নিয়ে থাকে। আর যার ভূ-সম্পত্তি আছে, সে যেন উক্ত ভূমি নিয়েই থাকে। এ সময় জনৈক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যদি কারো উট, বকরী ও সম্পত্তি না থাকে, তিনি বললেন, তখন সে যেন নিজে তলোয়ারের প্রতি লক্ষ্য করে এবং তার ধার-পাশ দিয়ে পাথরে আঘাত করে তা ভেঙ্গে ফেলে, অতপর সম্ভব হলে উক্ত ফিতনার স্থান থেকে পালিয়ে আত্মরক্ষা করবে। হে আল্লাহ! আমি কি তোমার আহকামসমূহ পৌঁছে দিয়েছি? এ কথাটি তিনি তিনবার বললেন। এ সময় এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যদি কোনো ব্যক্তি জোরপূর্বক আমাকে নিয়ে দু দলের কোনো এক কাতারে দাঁড় করিয়ে দেয়, অতপর কোনো ব্যক্তি তলোয়ারের আঘাতে আমাকে হত্যা করে অথবা একটি তীর এসে আমাকে বিদ্ধ করে এবং তাতে আমার মৃত্যু ঘটে, তখন আপনার কি অভিমত? উত্তরে তিনি বললেন, সে তার নিজের এবং তোমার পাপ বহন করবে এবং জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

-(মুসলিম)

মুসলমানদের সর্বোত্তম সম্পদ হবে বকরী

হাদীস : ৫০৩১ ॥ হযরত আবু সাঈদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, এমন একটি যুগ অতি কাছাকাছি, যখন মুসলমানদের সর্বোত্তম সম্পদ হবে বকরী, যা নিয়ে সে পর্বতশৃঙ্গে ও বারিপাতের স্থানসমূহে আশ্রয় গ্রহণ করবে। অর্থাৎ, ফিতনা থেকে বাঁচার জন্য সে স্বীয় দ্বীন নিয়ে পলায়ন করবে। -(বোখারী)

ফিতনা বৃষ্টির মত পতিত হয়

হাদীস : ৫০৩২ ॥ হযরত উসামা ইবনে যায়িদ (রা) বলেন, রাসূল (স) মদীনার একটি গৃহের উপর আরোহণ করে বললেন, আমি যা কিছু দেখছি তোমরাও কি তা দেখেছ? তারা বললেন, জী না। তিনি বললেন, আমি দেখছি যে, তোমাদের ঘরের ফাঁকে ফাঁকে বৃষ্টির মত ফিতনা পতিত হচ্ছে। -(বোখারী ও মুসলিম)

কুরাইশদের হাতে উম্মতের ধ্বংস

হাদীস : ৫০৩৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কুরাইশের কিছুসংখ্যক যুবকের হাতেই আমার উম্মতের ধ্বংস নিহিত। -(বোখারী)

হত্যাকাণ্ড আরো বৃদ্ধি পাবে

হাদীস : ৫০৩৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সময় সংকীর্ণ হয়ে যাবে। ইল্ম তুলে নেয়া হবে। ফিতনা-ফাসাদ বৃদ্ধি পাবে, কৃপণতা দেখা দিবে এবং 'হারজের' আধিক্য হবে। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, 'হারজ' কি? তিনি বললেন, হত্যা। -(বোখারী ও মুসলিম)

বিনা কারণে মানুষকে হত্যা করা হবে

হাদীস : ৫০৩৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সে মহান সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ! সে পর্যন্ত দুনিয়া নিঃশেষ হবে না, যে পর্যন্ত না মানুষের ওপর এমন এদিন আসবে। হত্যাকারী বলতে পারবে না কেন সে হত্যা করেছে এবং নিহত ব্যক্তিও জানতে পারবে না, কেন সে নিহত হয়েছে। জিজ্ঞেস করা হল, এটা কিরূপে হবে? তিনি বললেন, ফিতনার দরুণ, যাতে হত্যাকারী ও নিহত উভয়ই জাহান্নামে প্রবেশ করবে। -(মুসলিম)

ফিতনায় লিপ্ত না হয়ে হিজরত করা ভাল

হাদীস : ৫০৩৬ ॥ হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন ফিতনার সময় ইবাদতে মশগুল থাকার সওয়াব আমার দিকে হিজরত করে আসার সমতুল্য। -(মুসলিম)

সামনের যমানা আগের চেয়ে ভয়াবহ

হাদীস : ৫০৩৭ ॥ যোবাইর ইবনে আদী বলেন, একবার আমরা হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা)-এর কাছে গিয়ে হাজ্জা ইবনে ইউসুফের অত্যাচারের অভিযোগ করলাম। তখন তিনি বললেন, ধৈর্যধারণ কর যে পর্যন্ত না তোমরা তোমাদের প্রভুর সাথে দেখা কর। কেননা, আগামীতে তোমাদের ওপরে যেই যামানা আসবে, তা অতীতের চেয়ে আরো মন্দ হবে। এ কথাগুলো আমি তোমাদের রাসূল (স) থেকে শুনেছি। -(বোখারী)

টীকা

হাদীস নং : ৫০৩৫ ॥ কিয়ামতের নিদর্শনসমূহ পর্যায়ক্রমে একটির পর একটি প্রকাশ হবে এবং মুহূর্তের মধ্যে কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে, যা মানুষ কল্পনাও করতে পারবে না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) সব রকমের ফিতনার বিবরণ দিয়েছেন

হাদীস : ৫০৩৮ ॥ হযরত হোয়াইফা (রা) বলেন, আল্লাহর কসম! আমি বলতে পারি না যে, আমার বন্ধুরা কি প্রকৃতই ভুলে গিয়েছেন? নাকি, না ভুললেও ভুলার ভান করে আছেন? আল্লাহর কসম করে বলছি, রাসূল (স) এমন কোন ফিতনাকারীর আলোচনা বাদ রাখেন নি, যে কিয়ামত পর্যন্ত আবির্ভূত হবে এবং তার সাথে উক্ত ফিতনা সৃষ্টিকারীদের সংখ্যা তিনশত বা তারও অধিক পর্যন্ত পৌঁছবে। বরং তিনি ঐ ব্যক্তির নাম, তার পিতার নাম এবং তার বংশ পরিচয়ও আমাদের বর্ণনা করেছেন। -(আবু দাউদ) **৫০৩৮-১১৬**

পথভ্রষ্ট নেতারা মুসলমানদের ক্ষতি করে

হাদীস : ৫০৩৯ ॥ হযরত সওবান (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমি আমার উম্মতের বিষয়ে পথভ্রষ্টকারী নেতাদের খুব বেশি ভয় করছি। আর আমার উম্মতের উপরে যখন একবার তলোয়ার চলতে থাকবে, তখন আর কিয়ামত পর্যন্ত তাদের থেকে তা উঠবে না। -(আবু দাউদ ও তিরমিযী)

খেলাফত ত্রিশ বছর স্থায়ী থাকার ভবিষ্যদ্বাণী

হাদীস : ৫০৪০ ॥ হযরত সাফানী (রা) বলেন, রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, খেলাফত ত্রিশ বছর বহাল থাকবে। অতপর তা মুলুকিয়াতে (রাজতন্ত্রে) পরিবর্তিত হয়ে যাবে। বর্ণনাকারী সাফীনা (রা) বলেন, তা এভাবে গণনা করে নাও, হযরত আবু বকর (রা)-এর খেলাফতকাল দু বছর। হযরত ওমর (রা)-এর খেলাফত দশ বছর, হযরত ওসমান (রা)-এর বার বছর এবং হযরত আলী (রা)-এর ছয় বছর। -(আহমদ, তিরমিযী ও আবু দাউদ)

সব ফিতনার পর দাজ্জালের আবির্ভাব হবে

হাদীস : ৫০৪১ ॥ হযরত হোয়াইফা (রা) বলেন, একবার আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলান্নাহ! এখন আমরা যে ভাল যমানায় (ইসলামে) অবস্থান করছি, এর পরে কি কোনো মন্দ যুগ আসবে, যেমন-এর (ইসলামের) আগে (জাহেলিয়াত) ছিল? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আসবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তা থেকে বেঁচে থাকার উপায় কি? তিনি বললেন, তলোয়ার। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা, সে তলোয়ারী যুগের পরে কি মুসলমানের অস্তিত্ব থাকবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, থাকবে। তবে তখন প্রতিষ্ঠিত হবে রাজতন্ত্র। এর ভিত্তি হবে মানুষের ঘৃণার উপর এবং সন্ধি-চুক্তি থেকে প্রত্যাণার উপর। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কি হবে? তিনি বললেন, অতপর গোমরাহীর দিকে আহ্বানকারী লোকের আবির্ভাব ঘটবে। তখন যদি আল্লাহর ও যমীনে কোন শাসক থাকে এবং সে তোমার পৃষ্ঠে অন্যায়ভাবে চাবুক মারে এবং তোমার মাল-সম্পদ হিনিয়ে নেয়, তবুও তুমি তার আনুগত্য কর। যদি কোন শাসক না থাকে তবে তোমার মৃত্যু যেন এ অবস্থায় হয় যে, তুমি কোনো গাছের গোড়ায় আশ্রয় গ্রহণকারী হবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কি হবে? তিনি বললেন, দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে। তার সাথে থাকবে নহর ও আগুন। যে ব্যক্তি উক্ত অগ্নিকুণ্ডে পড়বে, তার প্রতিদান সাবাস্ত হয়ে যাবে এবং তার আগের গোনাহসমূহ ক্ষমা হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি তার নহরে প্রবেশ করবে তার পাপ অবধারিত হয়ে যাবে এবং তার সওয়াব বাতিল হয়ে যাবে। হোয়াইফা বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, তারপর কি হবে? তিনি বললেন, ঘোড়ার বাচ্চা লাভ করা হবে, কিন্তু তা আরোহণের যোগ্য হওয়ার আগেই কিয়ামত কায়েম হয়ে যাবে।

অপর এক বর্ণনায় আছে, সে ফিতনার সন্ধি-চুক্তি হবে প্রতারণার উপর এবং জামাতবন্দী হবে ঘৃণার উপর। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলান্নাহ! প্রতারণার চুক্তির অর্থ কি? তিনি বললেন; লোকজনের অন্তর পূর্বাবস্থায় ফিরে আসবে না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, সে ভাল এর পরেও কি কোনো মন্দ আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, এর পরে এসে পড়বে অন্ধ ও বধির ফিতনা। সে সময় একদল লোক জাহান্নামের দরজায় দাঁড়িয়ে ফিতনার দিকে আহ্বানকারী হবে। হে হোয়াইফা! সে সময় এসব আহ্বানকারীর কারো অনুসরণ করার চেয়ে যদি তুমি গাছের শিকড় আঁকড়িয়ে মৃত্যুবরণ কর, তা হবে তোমার পক্ষে উত্তম। -(আবু দাউদ)

হারাম মাল ভক্ষণ করবে না

হাদীস : ৫০৪২ ॥ হযরত আবু যর গিফারী (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-এর পিছনে একটি গাধার উপরে আরোহী ছিলাম। যখন আমরা মদীনার জনপদ পার হয়ে বাইরে গেলাম, তখন তিনি আমাকে বললেন, হে আবু যর! তখন তোমার কি অবস্থা হবে যখন মদীনায় এমন দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে যে, ক্ষুধার তাড়নায় তুমি নিজের বিছানা থেকে উঠে মসজিদ পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না, এমনকি ক্ষুধা তোমাকে অস্থির করে ফেলবে। আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই বেশি জানেন। তিনি বললেন, হে আবু যর! তখন তুমি আত্মসংযম করবে। তিনি আবার বললেন, হে আবু যর! তখন তোমার অবস্থা কেমন হবে যখন মদীনায় এমন মড়ক দেখা দিবে যে, একটি ঘর একটি গোলামের বিনিময়ে বিক্রয় হবে। আমি বললাম,

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল বেশি জানেন। তিনি বললেন, হে আবু যর! ধৈর্যধারণ করবে। তিনি পুনরায় বললেন, হে আবু যর! তখন তোমার অবস্থা কি হবে যখন মদীনায় এমন এক হত্যাজ্ঞা শুরু হবে, যার রক্ত 'আহ্‌জারুয্‌ যায়ত' নামক স্থানকে ডুবিয়ে ফেলবে। আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অধিক ভাল জানেন। তিনি বললেন, তখন তুমি তার কাছেই চলে যাবে যার সাথে তুমি সম্পর্কিত। আমি বললাম, তবে কি আমি অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হব? তিনি বললেন, যদি তুমি এরূপ কর তাহলে তুমিও সে দলের সাথে शामिल হয়ে যাবে। আমি বললাম, তাহলে আমি কি করব? ইয়া রাসূলুল্লাহ! তখন তিনি বললেন, যদি তুমি তলোয়ারের চাকচিক্যকে ভয় কর, তাহলে পরিহিত কাপড়ের একাংশ নিজের মুখের উপর ঢেলে দিবে, যাতে সে তোমার ও নিজের পাপ বহন করে। -(আবু দাউদ)

ষেটা সত্য সেটাই মানতে হবে

হাদীস : ৫০৪৩ ॥ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমার ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আব্দুল্লাহ! তখন তোমার কি অবস্থা হবে? যখন তুমি নিকৃষ্ট ও ইতর লোকদের মধ্যে থেকে যাবে, তাদের অঙ্গীকার ও আমানতের মধ্যে ভেজাল এসে যাবে এবং পরস্পর বিরোধে লিপ্ত হয়ে পড়বে। তাদের অবস্থা হবে এরূপ এবং উভয় হাতের অঙ্গুলীসমূহকে পরস্পরের মধ্যে ঢুকালেন। আব্দুল্লাহ বললেন, তখন আমার করণীয় কাজ কি হবে, আপনিই আমাকে নির্দেশ করুন। তখন রাসূল (স) বললেন, যে কাজটি তুমি সত্য ও ভাল বলে জান, কেবলমাত্র তাই করবে এবং যা অসত্য ও মন্দ বলে জান তা বর্জন করবে; আর শুধু নিজের আত্মরক্ষার চেষ্টা করবে এবং সাধারণ মানুষ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখবে। অপর এক বর্ণনায় আছে। নিজ ঘরে বসে, নিজের মুখ ও রসনাকে আয়ত্তে রাখবে। আর যা ভাল মনে কর, শুধু তাই করবে এবং মন্দকে বর্জন করবে। কেবলমাত্র নিজের বিষয়ে সচেতন থাকবে এবং সর্বসাধারণ মানুষ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা পরিহার করবে। -(তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, হাদিসটি সহীহ)

ফিতনার সময় সকালে মুমিন থাকবে বিকালে কাফের হবে

হাদীস : ৫০৪৪ ॥ হযরত আবু মুসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামত আসার আগে ঘোর অন্ধকার রাতের একাংশের মত ফিতনা সংঘটিত হতে থাকবে, তাতে কোন ব্যক্তি সকালে মুমিন এবং বিকালে কাফের এবং বিকালে মুমিন আর সকালে কাফেরে পরিণত হতে থাকবে। তাতে উপবিষ্ট ব্যক্তি দণ্ডায়মান ব্যক্তি থেকে উত্তম হবে। আর চলমান ব্যক্তি দ্রুতগামী ব্যক্তির চেয়ে উত্তম হবে। তখন তোমরা তোমাদের ধনুকগুলো ভেঙ্গে ফেলবে এবং তার রশিগুলো কেটে ফেলবে। আর তোমাদের তলোয়ার পাথরে ঘষে তার ধার নষ্ট করে দিবে। এ সময় যদি কেউ আত্মসী হয়ে তোমাদের কাউকেও আক্রমণ করে, তখন সে যেন আদম (আ)-এ দু ছেলের মধ্যে উত্তম ছেলের নীতি অবলম্বন করে। (আবু দাউদ)

আবু দাউদের অপর এক বর্ণনায় (দ্রুতগামী অপেক্ষা উত্তম) পর্যন্ত বর্ণনা করা হয়েছে। অতপর সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের তখন কি করতে নির্দেশ দেন? তিনি বললেন, সে সময় তোমরা ঘরের চই হয়ে যাও। আর তিরমিযীর বর্ণনায় আছে। রাসূল (স) বলেছেন, ফিতনার সময় তোমরা নিজেদের ধনুক ভেঙ্গে ফেল এবং তার রশি কেটে ফেল। ঘরের ভিতরে আবদ্ধ থাক এবং আদমের পুত্র (হাবিল)-এর নীতি অবলম্বন কর। তিরমিযী বলেন হাদিসটি সহীহ ও গরীব।

ফিতনার সময় আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকতে হবে

হাদীস : ৫০৪৫ ॥ হযরত উম্মে মালিক বাহুযিয়াহ (রা) বলেন, একবার রাসূল (স) ফিতনার আলোচনা করলেন এবং তা খুবই কাছে বলেও বর্ণনা করলেন। তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সে সময় উত্তম ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি নিজের গবাদিপশুর মধ্যে থেকে তার হুকু আদায় করবে এবং পরওয়ারদেগারের ইবাদতে মশগুল থাকবে। আর যে ব্যক্তি নিজের ঘোড়ার উপর চড়ে শত্রুদের মধ্যে ভয়ের সৃষ্টি করবে এবং শত্রুরা তাকে ভয় দেখাবে।

-(তিরমিযী)

ফিতনার যুগে মুখের ভাষা খুব কঠিন হয়

হাদীস : ৫০৪৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত রাসূল (স) বলেছেন, নিকট ভবিষ্যতে এমন ভয়াবহ ফিতনা দেখা দিবে, যা গোটা আরব ভূমিকে গ্রাস করে ফেলবে। তাতে যারা নিহত হবে তারা জাহান্নামী। উক্ত গোলযোগের সময় মুখের ভাষা হবে তলোয়ারের আঘাত অপেক্ষা ক্ষতিকর। -(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

ফিতনার দিকে তাকাতে নেই

হাদীস : ৫০৪৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত রাসূল (স) বলেছেন, অদূর ভবিষ্যতে বোবা, বধির ও অন্ধ ফিতনা দেখা দিবে। যে ব্যক্তি তার দিকে তাকাবে, উক্ত ফিতনাও তার দিকে তাকাবে, তাতে কথা বার্তায় অংশগ্রহণ করা তলোয়ারের আঘাতের মত ক্ষতিকর হবে। -(আবু দাউদ)

ফিতনায়ে আহ্লাস হল পলায়ন ও ছিনতাই

হাদীস : ৫০৪৮ ॥ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, আমরা রাসূল (স)-এর কাছে বসা ছিলাম। তখন তিনি ফিতনা সম্পর্কে আলোচনা করলেন বেং বহুবিধ ফিতনার আলোচনা করলেন, এমনকি 'ফিতনায়ে আহ্লাস'-এরও উল্লেখ করলেন। জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, 'ফিতনায়ে আহ্লাস' কি? তিনি বললেন, তাতে পলায়ন হবে। এবং ছিনতাই হবে। অতপর দেখা দিবে ফিতনাতুস সাররা', উক্ত ফিতনার ধোঁয়া আমার পরিবারস্থ এক ব্যক্তির পায়ের নিচ থেকে নির্গত হবে। সে আমার খানদানের লোক বলে দাবি করবে, অথচ প্রকৃতপক্ষে সে আমার আপনজনদের মধ্যে হবে না। প্রকৃতপক্ষে পরহেজগার লোকই হলেন আমার বন্ধু। অতপর লোকেরা এমন এক ব্যক্তির উপর ক্ষমতা অর্পণে একমত হবে, যে পাঁজরের হাড় নিতম্বের মত হবে। তারপর শুরু হবে অন্ধকারাচ্ছন্ন ফিতনা তা কাউকেও রেহাই দিবে না; বরং প্রত্যেক ব্যক্তির গালে এক একটি চপেটাঘাত লাগবেই। আর যখন বলা হবে, ফিতনা শেষ হয়ে গিয়েছে, তখন তা এতো প্রসারিত হবে যে, মানুষ ভোরে ঈমানদার হয়ে উঠবে, কিন্তু সন্ধ্যায় সে কাকের হয়ে যাবে। অবশেষে সব মানুষ দুটি তাঁবুতে (দলে) বিভক্ত হয়ে যাবে। একদল হবে ঈমানের, এখানে মুনাফেকী থাকবে না। আর অপর দল হবে মুনাফেকীর, যার মধ্যে ঈমান থাকবে না। যখন অবস্থা এ পর্যায়ে পৌঁছবে, তখন তোমরা দাজ্জালের আগমনের অপেক্ষা করবে, সে ঐদিনই অথবা পরের দিন আবির্ভূত হবে। -(আবু দাউদ)

ফিতনার সময় নিজের হাত গুটিয়ে রাখতে হবে

হাদীস : ৫০৪৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, হযরত রাসূল (স) বলেছেন, দুর্ভাগ্য আরবদের জন্য যে, এক বিরাট ফিতনা তাদের কাছাকাছি। সে ব্যক্তিই সাফল্যমণ্ডিত হবে, যে (তা হতে) নিজের হাতকে গুটিয়ে রাখবে।

-(আবু দাউদ)

ফিতনায় পতিত হলে ধৈর্যধারণ করবে

হাদীস : ৫০৫০ ॥ হযরত মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ (রা) বলেন, রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, সৌভাগ্যবান ঐ ব্যক্তি, যাকে ফিতনা থেকে দূরে রাখা হয়েছে, সৌভাগ্যবান ঐ ব্যক্তি যাকে ফিতনা থেকে দূরে রাখা হয়েছে, সৌভাগ্যবান ঐ ব্যক্তি যাকে ফিতনা থেকে দূরে রাখা হয়েছে এবং সে ব্যক্তিও সৌভাগ্যবান যে তাতে পতিত হয়ে ধৈর্যধারণ করেছে। তার জন্য মোবারকবাদ। -(আবু দাউদ)

ত্রিশজন মিথ্যা নবীর আবির্ভাব হবে

হাদীস : ৫০৫১ ॥ হযরত সাওবান (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে যখন একবার তলোয়ার চালিত হবে, তখন আর তা কিয়ামত পর্যন্ত উঠবে না। আর কিয়ামত সে পর্যন্ত কায়ম হবে না যে পর্যন্ত না আমার উম্মতের কোনো কোনো গোত্র মুশরিকদের সাথে মিলিত হবে এবং যে পর্যন্ত না আমার উম্মতের মাঝে ত্রিশ জন মিথ্যাবাদীর আবির্ভাব ঘটবে এবং তারা প্রত্যেকেই আল্লাহর নবী হওয়ার দাবি করবে। অথচ প্রকৃত কথা হল, 'আমিই শেষ নবী', আমার পরে আর কোনো নবী নেই। তিনি আরো বলেছেন, আমার উম্মতের একটি দল সত্যের উপর অবিচল থাকবে, যারা তাদের বিরোধিতা করবে, তারা তাদের কোনোই ক্ষতিসাধন করতে পারবে না কিয়ামত আসা পর্যন্ত।

-(আবু দাউদ ও তিরমিযী)

ইসলামের চাকা সাইত্রিশ বছর থাকবে

হাদীস : ৫০৫২ ॥ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, ইসলামের চাকা পঁয়ত্রিশ অথবা ছত্রিশ অথবা সাঁইত্রিশ বছর সঠিকভাবে ঘুরতে থাকবে। এরপরে যদি লোকজন ধ্বংসের মুখামুখি হয়, তবে তারা আগের লোকদের পথে চলার কারণেই ধ্বংস হবে। অতপর দ্বীনের নেয়াম যদি আবার প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে তা তাদের মধ্যে সত্তর বছর পর্যন্ত বহাল থাকবে। ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে সত্তর বছর কি উল্লিখিত (পঁয়ত্রিশ) বছরের পরে আসবে, নাকি অতীতের সেই বছরগুলোসহ? তিনি বললেন, অতীতের বছরগুলোসহ। -(আবু দাউদ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মুশরিকরা তরবারী গাছে বুলিয়ে রাখত

হাদীস : ৫০৫৩ ॥ হযরত আবু ওয়াকিদ লাইসী (রা) বলেন, যখন রাসূল (স) হোনাইনের যুদ্ধে বের হলেন, তখন তিনি মুশরিকদের এমন একটি গাছের কাছ দিয়ে গমন করলেন, যাতে তারা নিজেদের অস্ত্রসমূহ বুলিয়ে রাখত। উক্ত গাছটিকে 'যাতা-আনওয়াত' বলা হত। এটা দেখে কোনো কোনো নব্য মুসলমানরা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঐ সকল মুশরিকদের মত আমাদের জন্যও একটি 'যাতা-আনওয়াত' নির্ধারণ করে দিন। তখন বললেন, 'সোবহানাল্লাহ' হযরত

মূসা (আ)-এর জাতি তাঁকে বলেছিল, আমাদের জন্য একরূপ মাবুদ নির্ধারণ করে দিন যেকরূপ ঐ কাফের সম্প্রদায়ের মাবুদ রয়েছে। তোমরাও ঐ সকল লোকদের পথ অনুসরণ করে চলবে, যারা তোমাদের আগে অতীত হয়ে গিয়েছে।

—(তিরমিযী)

ইসলামে হযরত ওসমান (রা)-কে হত্যার মাধ্যমে ফিতনা শুরু

হাদীস : ৫০৫৪ ॥ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র.) বলেন, ইসলামের প্রথম ফিতনা হল ‘হযরত ওসমান (রা)-এর হত্যা।’ এরপর বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী একজন সাহাবীও বিদ্যমান ছিলেন না। দ্বিতীয় ফিতনা হল ‘হাররা’র রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ, অতপর হোদাইবিয়ায় অংশগ্রহণকারী একজন সাহাবীও অবশিষ্ট রইলেন না। আর তৃতীয় ফিতনা যখন শুরু হল, তখন মানুষের মধ্যে জ্ঞান ও কল্যাণ থাকা অবস্থায় আর তা উঠল না। —(বোখারী)

দ্বিতীয় অধ্যায়

খুন ও যুদ্ধের প্রতি শুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

তুর্কীদের সাথে যুদ্ধে কিয়ামতের আলামত

হাদীস : ৫০৫৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ততদিন পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না, যত দিন না তোমরা পশমের জুতা পরিধানকারী এক জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে এবং যতক্ষণ না তোমরা তুর্কীদের সাথে যুদ্ধ করবে, যারা ক্ষুদ্র চোখের, লাল চেহারা, চেপ্টা নাকবিশিষ্ট, তাদের মুখমণ্ডল হবে পরতে ভাঁজ, চামড়ার ঢালের মত। —(বোখারী ও মুসলিম)

খুন্স ও কিরমান জাতির সাথে যুদ্ধের পর কিয়ামত হবে

হাদীস : ৫০৫৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে পর্যন্ত তোমরা আজমী ‘খুন্স ও কিরমান’ জাতির সাথে যুদ্ধ করবে না, সে পর্যন্ত কিয়ামত কয়েম হবে না। তাদের চেহারা হবে লাল বর্ণের, চেপ্টা নাক, ক্ষুদ্র চোখ বিশিষ্ট এবং মুখমণ্ডল হবে পরতে পরতে ভাঁজ, চামড়ার ঢালের মত। আর তাদের জুতা হবে পশমের। —(বোখারী, বোখারীর অপর এক বর্ণনায় আমার ইবনে তাগলিব (রা) থেকে বর্ণিত, তাদের চেহারা হবে চওড়া)

খুন খারাবী বৃদ্ধি পাবে ভূমিকম্প হবে

হাদীস : ৫০৫৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামত কয়েম হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত দুটি বৃহৎ দল পরস্পরে তুমুল যুদ্ধে লিপ্ত হবে। এ উভয় দলের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হবে; অথচ তাদের মূল দাবি হবে এক ও অভিন্ন। আর যতক্ষণ পর্যন্ত প্রায় ত্রিশ জন মিথ্যাবাদী দাজ্জালের আবির্ভাব না ঘটবে, যাদের প্রত্যেকেই নিজেকে আল্লাহর নবী বলে দাবি করবে। আর যতক্ষণ পর্যন্ত না ইলম উঠিয়ে নেয়া হবে। ভূমিকম্পের সংখ্যা বা পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে। সময়ের কাছাকাছি হয়ে আসবে। ফিতনা সৃষ্টি হবে। খুন-খারাবী বেড়ে যাবে। আর এমনকি তোমাদের মধ্যে ধন-সম্পদের এমন প্রাচুর্য দেখা দিবে যে, সম্পদশালী ব্যক্তি ও ধন-সম্পদের মালিক চিন্তি ও পেরেশান হয়ে পড়বে এ জন্য যে, কে তার সদকা গ্রহণ করবে? এমনকি যার কাছেই তা পেশ করা হবে সেই বলে উঠবে, আমার এ মালের কোনো প্রয়োজন নেই। আর যতক্ষণ না লোকজন সুউচ্চ ইমারত নির্মাণ-কাজে পরস্পরে প্রতিযোগিতা করবে, যতক্ষণ না এক ব্যক্তি কোনো ব্যক্তির কবরের কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় বলবে, হায়! আমি যদি এ স্থানে হতাম! এবং যতক্ষণ না পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হবে। অতপর সূর্য যখন উদিত হবে তখন লোকেরা তা প্রত্যক্ষ করার পর সবাই ঈমান আনবে। কিন্তু সে সময় এমন হবে যে, “তখনকার ঈমান কোন লোকেরই উপকারে আসবে না—সে ব্যক্তি এর আগে ঈমান গ্রহণ করেনি কিংবা ঈমানদার অবস্থায় কোনো নেক কাজ করে নি।” আর কিয়ামত এমন অবস্থায় কয়েম হবে যে, দুই ব্যক্তি একে অন্যের সামনে কাপড় খুলবে, কিন্তু সে কাপড় ক্রয়-বিক্রয় কিংবা গুটিয়ে নেয়ার অবসর পাবে না এবং কিয়ামত অবশ্য কয়েম হবে এমতাবস্থায় যে, এক ব্যক্তি তার উষ্ট্রী দোহন করে দুধ নিয়ে আসবে, কিন্তু তা পান করারও সময় পাবে না। আর কিয়ামত অবশ্য এমন অবস্থায় কয়েম হবে যে, এক ব্যক্তি তা পান করারও সময় পাবে না। আর কিয়ামত অবশ্য এমন এমন ও পরিবেশে অবশ্যই কয়েম হবে যে, এক ব্যক্তি খাদ্যের লোকমা বা গ্রাস তার মুখ পর্যন্ত উত্তোলন করবে, কিন্তু সে তা খাওয়ার অবকাশ পাবে না। —(বোখারী ও মুসলিম)

মুসলমানগণ ইহুদীদের সাথে যুদ্ধ না করা পর্যন্ত কিয়ামত হবে না

হাদীস : ৫০৫৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মুসলমানরা ইহুদীদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না। তখন মুসলমানরা তাদেরকে হত্যা করবে। এমনকি ইহুদী পাথর এবং গাছের আড়ালে লুকিয়ে আত্মগোপন করবে, তখন সে পাথর ও গাছ বলবে, হে মুসলিম! ওহে আল্লাহর বান্দা! এ যে ইহুদী আমার পিছনে রয়েছে। সুতরাং এদিকে আস এবং তাকে হত্যা কর। তবে শুধু 'গারকদ' নামক গাছ ডেকে বলবে 'না', কেননা, তা ইহুদীদের গাছ। -(মুসলিম)

কাহতান গোত্রের এক ব্যক্তির আবির্ভাবের পর কিয়ামত হবে

হাদীস : ৫০৫৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামত কায়ম হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না 'কাহতান' গোত্র থেকে এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটবে, সে লোকদেরকে লাঠি দিয়ে পরিচালিত করবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

জাহজাহ নামক শাসকের সময় কিয়ামত হবে

হাদীস : ৫০৬০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, জাহজাহ নামক এক ব্যক্তি মানুষের শাসক না হওয়া পর্যন্ত রাত-দিনের আবর্তন শেষ হবে না। অপর এক বর্ণনায় আছে, যে পর্যন্ত গোলাম বংশ থেকে 'জাহজাহ' নামক এক ব্যক্তি শাসক না হবে। -(মুসলিম)

মুসলমানরা কিসরার গোপন সম্পদ হস্তগত করবে

হাদীস : ৫০৬১ ॥ হযরত জাবির ইবনে সামুরা (রা) বলেন, রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, মুসলমানদের এক দল নিশ্চয় 'কিসরার' (পারস্যের) সম্রাট বংশের গুপ্ত সম্পদ জয় করবে, যা একটি শ্বেত প্রাসাদে রক্ষিত রয়েছে। -(মুসলিম)

কিসরা ধ্বংস হওয়ার ভবিষ্যৎবাণী

হাদীস : ৫০৬২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কিসরা নিশ্চিতভাবে ধ্বংস হবে, অতপর আর কেউ কিসরা হবে না। আর অচিরেই কায়সার ধ্বংস হবে, অতপর আর কেউ কায়সার হবে না। এটাও নিশ্চিত যে, তাদের রক্ষিত ধন-সম্পদ বিজিত হয়ে আল্লাহর রাস্তায় বণ্টিত হবে এবং নবী (স) যুদ্ধকে ধোঁকা বলে অভিহিত করেছেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

মুসলমানরা সর্বশেষ দাজ্জালের সাথে লড়াইবে

হাদীস : ৫০৬৩ ॥ হযরত নাফে ইবনে উতবা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা আরব উপদ্বীপে যুদ্ধ অভিযান চালাবে এবং আল্লাহ তায়ালা তোমাদের তাতে বিজয়ী করবেন। অতপর পারস্যের সাথে যুদ্ধ করবে, তাতেও আল্লাহ তোমাদের জয়যুক্ত করবেন তারপর রোমকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, তাতেও আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জয়যুক্ত করবেন। সর্বশেষে তোমরা দাজ্জালের সাথে লড়াই করবে, তাতেও আল্লাহ তায়ালা তোমাদের বিজয়ী করবেন।

-(মুসলিম)

কিয়ামতের আগে ছয়টি নিদর্শন দেখা যাবে

হাদীস : ৫০৬৪ ॥ হযরত আওফ ইবনে মালিক (রা) বলেন, তবুকের যুদ্ধের সময় রাসূল (স)-এর খেদমতে আসলাম। এসময় তিনি একটি চামড়ার তাঁবুতে অবস্থান করছিলেন। তখন তিনি বলেন, কিয়ামতের আগে ছয়টি নিদর্শনকে তুমি মনে রাখ। (১) আমার ওফাত। (২) অতপর বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয়। (৩) ব্যাপক মহামারী, যা তোমাদের বকরীর মড়কের মত আক্রমণ করবে। (৪) ধন-সম্পদের এত প্রাচুর্য হবে যে, কোনো ব্যক্তিকে একশত দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) প্রদান করলেও সে অসন্তুষ্ট প্রকাশ করবে। (৫) এমন এক ফিতনা দেখা দিবে, যা আরবের প্রত্যেকটি ঘরেই প্রবেশ করবে। (৬) অতপর রোমকদের সাথে তোমাদের একটি সন্ধি-চুক্তি হবে, পরে তারা উক্ত চুক্তিভঙ্গ করে তোমাদের বিরুদ্ধে আশিটি পতাকা নিয়ে মুকাবিলায় আসবে এবং প্রত্যেক পতাকার অধীনে বার হাজার সৈন্য থাকবে।

-(বোখারী)

কিয়ামত কায়মের আগের ঘটনাবলি

হাদীস : ৫০৬৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত কায়ম হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না রোমকরা 'আমাক' অথবা 'দাবাক' নামক স্থানে অবতরণ করবে এবং মদীনার তৎকালীন উত্তম লোকদের একটি সেনাদল তাদের মুকাবিলায় বের হবে। লড়াইয়ের জন্য যখন মুসলমানরা কাতারবন্দী হবে, তখন রোমকরা বলবে, তোমরা আমাদের জন্যে এসব রোমকদের রাস্তা ছেড়ে দাও, যারা আমাদের সাথে যুদ্ধ করে আমাদের কিছুসংখ্যক লোকজনকে কয়েদ করে নিয়ে আসছে। তাদের সাথেই আমরা যুদ্ধ করব। মুসলমানরা বলবেন, আল্লাহর

কসম! এটা কখনো হতে পারে না। আমরা আমাদের সে সকল মুসলমান ভাইদেরকে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য ছেড়ে দিতে পারি না। এরপর মুসলমানরা রোমক কাফেরদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে, কিন্তু মুসলমানদের এক-তৃতীয়াংশ রোমকদের মুকাবিলা করা থেকে পলায়ন করবে। আল্লাহ এ পলায়নকারীদের তওবা কখনো কবুল করবে না। আর এক-তৃতীয়াংশ নিহত হবে, তারা আল্লাহ তায়ালার কাছে উত্তম শহীদ হিসেবে গণ্য হবে। আর এক-তৃতীয়াংশ রোমকদের ওপর বিজয়ী হবে, আল্লাহ তায়ালার তাদেরকে কখনো ফিতনায় নিপতিত করবেন না। অবশেষে তারাই কনষ্টান্টিনোপল জয় করবে। অতপর যখন তারা গণীমতের মাল-সম্পদ বন্টনে ব্যস্ত হবে এবং তাদের তরবারিসমূহ যয়তুন গাছের সাথে ঝুলিয়ে রাখবে, ঠিক এমতাবস্থায় হঠাৎ শয়তান এ ঘোষণা দিবে যে, তোমাদের অনুপস্থিতিতে মাসীহে দাজ্জাল তোমাদের বাড়ি-ঘরে ঢুকে পড়েছে। এ কথা শুনে মদীনার সে সেনাদল সেদিকে বের হয়ে পড়বে। অথচ সে ঘোষণাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। যখন মুসলমানরা কনষ্টান্টিনোপল ত্যাগ করে সিরিয়ায় প্রবেশ করবে, তখনই দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে। এ সময় মুসলমানরা দাজ্জালের সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুতি নিতে থাকবে এবং সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে যাবে, সাথে সাথে নামাযের উদ্দেশ্যে একামত দেয়া হবে এবং সে মুহূর্তে হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ) আকাশ থেকে অবতরণ করবেন এবং মুসলমানদেরকে ইমামতি করে নামায পড়াবেন। অতপর যখন আল্লাহর দূশমন (দাজ্জাল) তাঁকে দেখতে পাবে, তখন সে এমনিভাবে গলে যেতে থাকবে যেমনিভাবে লবণ পানিতে গলে যায়। আর যদি হযরত ঈসা (আ) তাকে এমনিতেই ছেড়ে দিতেন, তবুও সে এমনিতেই গলে ধ্বংস হয়ে যেত, কিন্তু আল্লাহ তায়ালার তাকে হযরত ঈসা (আ)-এর হাতেই হত্যা করাবেন। অতপর হযরত ঈসা (আ) যে বর্শা দিয়ে তাকে হত্যা করবেন, রক্তমাখা সে বর্শাটি তিনি লোকদের সবাইকে দেখাবেন। -(মুসলিম)

যখন গণিমতের মালে মানুষ আনন্দিত হবে না তখন কিয়ামত

হাদীস : ৫০৬৬ ॥ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, কিয়ামত ততক্ষণ পর্যন্ত কায়ম হবে না; যে পর্যন্ত না এমন সময় আসবে যে, মীরাস বন্টিত হবে না এবং গণীমতের মালেও লোকেরা আনন্দিত হবে না। অতপর হযরত ইবনে মাসউদ (রা) এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, দূশমন অর্থাৎ, রোমক নাসারাগণ সিরিয়ার মুসলমানদের বিরুদ্ধে এক বিরাট সেনাদল সমাবেশ করবে। আর মুসলমানরাও রোমকদের মুকাবিলায় এক বিরাট কাহিনী একত্রিত করবে। অতপর মুসলমানরা নিজেদের একটি দলকে নির্বাচন করে শত্রুর মুকাবেলায় মৃত্যু পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য পাঠিয়ে দিবে, পূর্ণ বিজয় লাভ না করে যারা ফিরে আসবে না। তারপর উভয়পক্ষ যুদ্ধ করতে থাকবে রাতের অন্ধকার নেমে বাধা সৃষ্টি না করা পর্যন্ত। অতপর উভয় পক্ষে প্রত্যেকেই নিজ নিজ শিবিরে ফিরে আসবে। কেউই কারো ওপর বিজয়ী হবে না। অবশ্য এ সেনাদলের অগ্রগামী সৈন্যরা সবাই নিহত হয়ে যাবে। অতপর মুসলমানরা নিজেদের একটি দলকে নির্বাচন করে মৃত্যু পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাবার জন্য প্রেরণ করবে, যারা বিজয়ী হওয়া ছাড়া ফিরে আসবে না বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবে, তারপর উভয় পক্ষ যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়বে। অবশেষে রাত তাদের মধ্যে আড়াল হয়ে যাবে এবং উভয় দলই বিজয় ছাড়া ফিরে আসবে। এদের অগ্রগামী দলও নিহত হয়ে যাবে। এরপর তৃতীয় দিনও মুসলমানরা একদল সৈন্য প্রেরণ করবে এবং বিজয়ী হওয়া ছাড়া ফিরে আসবে না বলে প্রতিজ্ঞা করবে। অতপর সন্ধ্যা পর্যন্ত উভয় পক্ষ যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। পরিশেষে উভয় পক্ষই বিজয়ী হওয়া ছাড়া ফিরে আসবে। এদের অগ্রগামী দলটিও নিঃশেষ হয়ে যাবে। অতপর চতুর্থ দিন মুসলমানদের অবশিষ্ট সবাই একত্রে মুকাবেলার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করবে, তখন আল্লাহ তায়ালার কাফেরদের পরাজিত করে মুসলমানদেরকে তাদের উপর বিজয় দান করবেন। এ যুদ্ধে মুসলমানরা এমন লড়াই করবে যে, এর আগে এ রকমের ঘোরতর যুদ্ধ আর কখনো দেখা যায়নি। এমন কি যদি কোনো উড়ন্ত পাখি উক্ত লড়াইয়ের ময়দানের কাছ দিয়ে পার হব, তবে তা সেনাদলকে পিছনে ফেলে যেতে সক্ষম হবে না। বরং তা মরে পড়ে যাবে। কোনো পিতা বা পরিবারে একশত সন্তান থাকলে যুদ্ধ শেষে শুণে দেখবে, তাদের মধ্যে মাত্র একটি লোক বেঁচে আছে, এমতাবস্থায় কিভাবে গণীমতের মাল দিয়ে কোন ব্যক্তি আনন্দিত হতে পারে? আর কারই বা মীরাস বন্টিত হবে? মুসলমানরা এ অবস্থায় থাকতেই হঠাৎ এটা অপেক্ষা আরো একটি বিরাট যুদ্ধের সংবাদ শুনতে পাবে। তারা এ ঘোষণা শুনতে পাবে যে, তাদের অনুপস্থিতিতে দাজ্জাল (সদল বলে) তাদের পরিবার-পরিজনদের মধ্যে পৌঁছে গেছে। এ সংবাদ শুনামাত্রই তাদের হাতে যা কিছু তা সেখানে ফেলে দিয়েই দাজ্জালের উদ্দেশ্যে ছুটে চলেবে এবং শত্রুর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্য দশজন অশ্বারোহীকে অগ্রগামী হিসেবে প্রেরণ করবে। রাসূল (স) বলেছেন, যে দশ জন অশ্বারোহীকে অগ্রগামী হিসেবে পাঠানো হবে, আমি নিশ্চিতভাবে তাদের ও তাদের বাপ-দাদাদের নাম-ধাম এবং তাদের অশ্বগুলোর বর্ণ কিরূপ হবে তা অবগত আছি। তারা হবে সর্বাপেক্ষা উত্তম অশ্বারোহী। অথবা বলেছেন, তৎকালীন ভূপৃষ্ঠের উত্তম সওয়ারীদের অন্যতম। -(মুসলিম)

কালেমার ধ্বনিতে প্রাসাদ ভেঙ্গে যাবে

হাদীস : ৫০৬৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা কি এমন একটি শহরের নাম শুনেছ, যার একদিকে মুক্ত ময়দান এবং অপর দিকে সাগর রয়েছে? তারা বলেছেন, জি, হ্যাঁ, শুনেছি, ইয়া রাসূল্লাহ! তিনি বললেন, কিয়ামত কয়েম হবে না যতক্ষণ না হযরত ইসহাক (আ)-এর বংশদরের সত্তর হাজার লোক উক্ত শহরে যুদ্ধ করবে। তারা যখন সেখানে আসবে তখন তারা তার আশেপাশে অবস্থান করবে, কিন্তু অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ করবে না এবং কোনো বর্শা তীরও নিক্ষেপ করবে না। বরং তারা শুধুমাত্র 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার' ধ্বনি উচ্চারণ করবে। এতেই শহরের এক পাশের প্রাচীর ভেঙ্গে পড়বে। বর্ণনাকারী সাওর ইবনে ইয়াযীদ বলেন, আমার ধারণা, রাবী আবু হুরায়রা বলেছেন, (প্রথম ধ্বনিতে) সাগর পাশের প্রাচীরটি ভেঙ্গে পড়বে। অতপর তারা দ্বিতীয়বার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার' ধ্বনি উচ্চারণ করবে। এবার অন্য দিকের প্রাচীরটি ভেঙ্গে পড়বে। তারপর যখন তৃতীয়বার তারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার' বলে বলে তকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করবে, তখন শহরের প্রবেশ পথটি প্রশস্ত হয়ে যাবে এবং তারা তাতে প্রবেশ করবে, আর গণীমত সংগ্রহ করতে থাকবে। তারা যখন এ গণীমতের মাল বন্টনে ব্যস্ত হবে, তখন হঠাৎ ঘোষণা শুনতে পাবে যে, দাজ্জালের আবির্ভাব হয়েছে। তখন তারা সে সব মাল-সম্পদ ফেলে ফিরে আসবে। -(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মদীনা শরীফ ধ্বংস হয়ে বায়তুল মুকাদ্দাস উন্নত হবে

হাদীস : ৫০৬৮ ॥ হযরত মু'আয ইবনে জবল (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বায়তুল মুকাদ্দাসের পার্শ্ব উন্নতি মদীনা শরীফ ধ্বংস হওয়ার কারণ হবে। আর মদীনার ধ্বংস নানা ফিতনা ও মহাযুদ্ধের সূচনা করবে এবং মহাযুদ্ধ কনষ্টান্টিনোপল বিজয়ের পূর্বাভাস হবে, আর কনষ্টান্টিনোপলের বিজয় হবে দাজ্জালের আবির্ভাবের পূর্বাভাস।

-(আবু দাউদ)

মহাযুদ্ধ ও দাজ্জালের আবির্ভাব সাত মাসের মধ্যে হবে

হাদীস : ৫০৬৯ ॥ হযরত মু'আয ইবনে জবল (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মহাযুদ্ধ, কনষ্টান্টিনোপল বিজয় এবং দাজ্জালের আবির্ভাব সাত মাসের মধ্যে সংঘটিত হবে। -(তিরমিযী ও আবু দাউদ) ১১২৫-১১৪০

বিশ্বযুদ্ধের সাত বছর পর দাজ্জালের আবির্ভাব হবে

হাদীস : ৫০৭০ ॥ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে বুরস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বিশ্বযুদ্ধ ও মদীনার (শহরটির) বিজয়ের মধ্যে ছয় বছরের ব্যবধান হবে এবং সপ্তম বছরে দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে। -(আবু দাউদ এবং তিনি বলেছেন, এ হাদিসটি অধিক সহীহ) ১১২৫-১১৪০

মুসলমানরা মদীনায় আবদ্ধ হবে

হাদীস : ৫০৭১ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেছেন, অদূর ভবিষ্যতে মুসলমানরা মদীনায় অবরুদ্ধ হবে এবং তাদের দূর প্রান্ত-সীমা হবে সালাহ পর্যন্ত। আর 'সালাহ' হল খয়বরের নিকটবর্তী একটি জায়গার নাম। -(আবু দাউদ)

একদল মুসলমান শহীদ হবে

হাদীস : ৫০৭২ ॥ হযরত যুম্বাখবার (রা) বলেন, রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, অদূর ভবিষ্যতে তোমরা রোমকদের সাথে একটি শান্তি-চুক্তি সম্পাদন করবে। অতপর তোমরা ও তারা যৌথভাবে অপর একটি শত্রুদলের মুকাবেলা করবে। তাতে তোমাদের সাহায্য করা হবে, তোমরা গণীমতও লাভ করবে এবং নিরাপদে থাকবে। তারপর তোমরা ফিরে আসবে, অবশেষে তোমরা টিলাযুক্ত একটি প্রশস্ত ও সুজলা-সুফলা স্থানে অবতরণ করবে। সেখানে খ্রিস্টানদের এক ব্রজ্ঞি একটি ক্রুশ উত্তোলন করে বলবে, ক্রুশের বরকতে আমরা বিজয় লাভ করেছি। এটা শুনে মুসলমানদের এক ব্যক্তি রাগ হয়ে ক্রুশটি ভেঙ্গে ফেরবে। ফলে রোমক নাসারাগণ চুক্তি ভঙ্গ করে ফেলবে এবং ভীষণ যুদ্ধের জন্য বিরাট সেনাবাহিনী একত্রিত করবে। কোনো কোনো বর্ণনাকারী অতিরিক্ত বলেছেন, তখন মুসলমানরা সাথে সাথে আপন অস্ত্রসমূহ ধারণ করবে এবং যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়বে। অবশেষে আল্লাহ তায়ালা এ দলকে শাহাদতের মাধ্যমে সম্মানিত করবেন। -(আবু দাউদ)

এক হাবশী কা'বার গুপ্ত সম্পদ বের করবে

হাদীস : ৫০৭৩ ॥ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা হাবশীদের এড়িয়ে চল, যে পর্যন্ত তারা তোমাদের উপর আক্রমণ না করে। কেননা, ছোট পা-বিশিষ্ট এক হাবশী ব্যক্তিই কা'বা শরীফের নিচে গুপ্ত সম্পদ বের করবে। -(আবু দাউদ)

আক্রমণ না করা পর্যন্ত হাবসীদের ছেড়ে রাখ

হাদীস : ৫০৭৪ ॥ হযরত রাসূল (স)-এর জনৈক সাহাবী থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন, হাবসীদেরকে ততক্ষণ পর্যন্ত ছেড়ে রাখ, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাদের উপর আক্রমণ না করে। আর তুর্কীদেরকেও ছেড়ে রাখ, যে পর্যন্ত না তারা তোমাদের প্রতি আক্রমণ করে। -(আবু দাউদ ও নাসায়ী)

তৃতীয় বারে তুর্কীদের হত্যা করা হবে

হাদীস : ৫০৭৫ ॥ হযরত বোরাইদা (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন, এক হাদীসে বলেছেন, ছোট চোখ বিশিষ্ট একদল তুর্কী তোমাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। তোমরা তিনবারই তাদেরকে ধাওয়া করবে। অবশেষে তোমরা তাদেরকে আরব উপদ্বীপে নিয়ে পৌঁছিয়ে দিবে। অতএব, প্রথম ধাওয়ায় যারা পলায়ন করবে, কেবলমাত্র তারাই রক্ষা পাবে আর দ্বিতীয় বারে কিছুসংখ্যক লোক রক্ষা পাবে এবং কিছুসংখ্যক লোক ধ্বংস হবে। আর তৃতীয়বারে তারা সমূলে ধ্বংস হয়ে যাবে। অথবা বলেছেন। -(আবু দাউদ) **২১৫০-১১৪২**

বসরা মুসলমানদের অন্যতম শহর হবে

হাদীস : ৫০৭৬ ॥ হযরত আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত হযরত রাসূল (স) বলেছেন, একসময় আমার উম্মতের কিছুসংখ্যক লোক একটি নিচু ভূমিতে অবতরণ করবে, উক্ত স্থানটিকে তারা 'বসরা' নামে অভিহিত করবে এবং স্থানটি হবে 'দাজলা' নামক একটি নদীর কাছে। নদীর উপরে একটি সেতু হবে। উক্ত স্থানটিতে অধিবাসীদের সংখ্যা হবে অত্যধিক। অবশেষে তা মুসলমানদের শহরসমূহের মধ্যে অন্যতম একটি শহরে পরিগণিত হবে। অতপর শেষ যমানায় চণ্ডা মুখমন্ডল ও ছোট ছোট চোখ বিশিষ্ট 'কানতুরার' বংশধরগণ উক্ত শহরবাসীদের বিরুদ্ধে আসবে এবং তারা উক্ত নদীর পাশে এসে আত্মনা গাড়বে। শহরবাসী তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়বে। একভাগ গবাদিপশুর পিছনে মাঠে-ময়দানে আশ্রয় নিবে। ফলে তারা সবাই ধ্বংস হবে। আর একভাগ 'কানতুরার আওলাদের' কাছে নিরাপত্তা চাবে, তারাও ধ্বংস হবে। আর অবশিষ্ট একভাগ নিজেদের সন্তান-সন্ততি ও পরিবার-পরিজনকে পিছনে রেখে তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। এরা সবাই শহীদ গণ্য হবে। -(আবু দাউদ)

বসরা এক সময় ধ্বংস হবে

হাদীস : ৫০৭৭ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আনাস! লোকেরা উত্তরোত্তর শহর-নগর গড়ে তুলবে। তার মধ্যে 'বসরা' নামেও একটি শহর গড়ে উঠবে। যদি তুমি কখনো উক্ত শহরে কাছে দিয়ে অতিক্রম কর কিংবা শহরে প্রবেশ কর, তবে তার লবণাক্ত ভূমি ও 'কাব্বা' নামক স্থান, তার খেজুর এবং তার বাজার ও আমীরদের দরজা থেকে দূরে থাকবে এবং শহরের বাইরে কোথাও পড়ে থাকবে। কেননা, সে স্থান এক সময় ধসে যাবে, তথায় পাথরের বৃষ্টি বর্ষিত হবে এবং ভীষণ ভূকম্পন সংঘটিত হবে। সেখানে এমন এক সম্প্রদায় বসবাস করবে, যারা সহীহ-সালামতে মানুষরূপে রাত কাটাবে, আর ভোরে বানর ও শূকরের আকৃতিতে রূপান্তরিত হবে।

এর সওয়াব আবু হুরায়রা (রা) এর জন্যে

হাদীস : ৫০৭৮ ॥ সালেহ ইবনে দিরহাম (রা) বলেন, একবার আমরা কিছুসংখ্যক লোক হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। ইঠাৎ এক ব্যক্তির সাথে আমাদের দেখা হল। তিনি আমাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের পাশে 'উবুল্লাহ' নামে কোন একটি জনপদ আছে কি? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে আমার জন্য কে এ দায়িত্বটি গ্রহণ করবে যে, উক্ত শহরের 'আশশার' নামক মসজিদে আমার পক্ষ থেকে দু' অথবা চার রাকআত নফল নামায আদায় করবে এবং বলবে, 'এর সওয়াব আবু হুরায়রার জন্য!' আমি আমার বন্ধুকে বলতে শুনেছি, আবুল্লাহ তায়াল্লা কিয়ামতের দিন 'আশশার মসজিদ' থেকে কিছুসংখ্যক শহীদকে উত্থিত করবেন। বদরের শহীদদের সাথে তারা ছাড়া আর কেউই উত্থিত হবে না। (আবু দাউদ)

বর্ণনাকারী বলেন, 'উবুল্লাহর' উক্ত মসজিদখানি ইউফ্রেটিস (ফোরাড) নদীর নিকটবর্তী কোনো এক স্থানে অবস্থিত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ২১৫০-১১৪৩

ফিতনা সমুদ্রের তরঙ্গমালার মত উত্থিত হবে

হাদীস : ৫০৭৯ ॥ শাকীক বলেন, হযরত হোয়াইফা (রা) বলেছেন, একদিন আমরা হযরত ওমর (রা)-এর কাছে বসা ছিলাম। তখন তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তির রাসূল (স)-এর ফিতনা সম্পর্কীয় বাণী স্মরণ আছে? হোয়াইফা বলেন, আমি বললাম, আমার স্মরণ আছে। তিনি যেভাবে বলেছেন। ওমর (রা) বললেন, তা পেশ কর। এ ব্যাপারে তুমিই সংসাহসী। আচ্ছা, বল দেখি, তিনি ফিতনা সম্পর্কে কিরূপ বলেছেন? আমি বললাম, বলতে শুনেছি, মানুষ ফিতনায় পড়বে তার পরিবার-পরিজনের ব্যাপারে, মাল-সম্পদের ব্যাপারে, তার নিজের সন্তান-সন্ততি ও পাড়া-প্রতিবেশির মিশকাত শরীফ-৯৯

ব্যাপারে। তবে নামায-রোযা, সদকা এবং ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ তা মিটিয়ে দিবে। হযরত ওমর (রা) বললেন, আমি এ ফিতনা সম্পর্কে জানতে চাইনি, বরং যে ফিতনা সমুদ্রের তরঙ্গমালার মত উখিত হবে এবং তোলপাড় করে ফেলবে, সে ফিতনা সম্পর্কে জানতে চেয়েছি। হোয়াইফা বলেন, তখন আমি বললাম, হে আমীরুল মুমিনীন! উক্ত ফিতনার সাথে আপনার কি সম্পর্ক? কেননা, সে ফিতনা ও আপনার মধ্যে একটি আবদ্ধ দরজা রয়েছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা, সে দরজাটি কি ভেঙ্গে দেয়া হবে, না খোলা হবে? হোয়াইফা বলেন, আমি বললাম, খোলা হবে না; বরং ভেঙ্গে দেয়া হবে। তখন ওমর (রা) বললেন, তাহলে স্বভাবত এটাই প্রকাশ পায় যে, তার আর কখনো বন্ধ করা হবে না। রাবী বলেন, তখন আমরা হোয়াইফাকে জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা, ওমর (রা) কি জানতেন, দরজাটি কে? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ, তিনি এমন নিশ্চিতভাবে জানতেন যেমন আগামীকালের আগে রাতের আগমন সুনিশ্চিত। আমি তাঁকে এমন একটি হাদীস বর্ণনা করেছি, যা কোনো গোপক ধাঁধা নয়। রাবী বলেন, আমরা তো এ ব্যাপারে হোয়াইফাকে জিজ্ঞেস করতে ভয় পাচ্ছিলাম, তাই হযরত মাসরুকে বললে তিনি হোয়াইফাকে জিজ্ঞেস করতে ভয় পাচ্ছিলাম, তাই হযরত মাসরুকে বললেন তিনি হোয়াইফাকে জিজ্ঞেস করলেন; দরজাটি কে? উত্তরে তিনি বললেন, দরজাটি হলেন ‘ওমর’ নিজেই। –(বোখারী ও মুসলিম)

কিয়ামত সম্পর্কে ভবিষ্যত বাণী

হাদীস : ৫০৮০ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেছেন, কিয়ামতের কাছাকাছি সময় কনষ্টান্টি নোপল (মুসলমানদের হাতে) বিজয় হবে। –(তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন হাসিদটি গরীব।)

তৃতীয় অধ্যায়

কিয়ামতের আলামত সম্পর্কে বর্ণনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

আমানত যখন নষ্ট হবে তখন কিয়ামত হবে

হাদীস : ৫০৮১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) লোকদের সাথে কথা বলছিলেন। এমন সময় এক বেদুইন এসে জিজ্ঞেস করল, কিয়ামত কখন হবে? উত্তরে তিনি বললেন, আমানত যখন নষ্ট করা হবে তখন কিয়ামতের অপেক্ষা কর। লোকটি জিজ্ঞেস করল, তা কিভাবে নষ্ট করা হবে? তিনি বললেন; কাজের দায়িত্ব যখন অনুপযুক্ত লোককে দেয়া হবে তখন কিয়ামতের প্রতীক্ষা কর। –(বোখারী)

ধন সম্পদের প্রাচুর্য দেখা দিলে কিয়ামত

হাদীস : ৫০৮২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত কায়েম হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না ধন-সম্পদের প্রাচুর্য হবে এবং তা প্রবাহিত হতে থাকবে। এমনকি লোকেরা নিজেদের মালের যাকাত বের করবে বটে, কিন্তু তা গ্রহণ করার মত কোনো লোক পাবে না। তিনি আরো বলেছেন; কিয়ামতের আগে আরব ভূমি সুজলা বাগ-বাগিচা ও প্রবাহিত নদ-নদীতে পরিবর্তিত হয়ে যাবে। –(মুসলিম)

মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় আছে, মদীনার জনবসতি তথা দালানকোঠা ‘এহাব’ অথবা (বলেছেন) ‘ইয়াহাব’ নামক স্থান পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।

কিয়ামতের আগে ইলম উঠে যাবে

হাদীস : ৫০৮৩ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের আলামত সমূহের মধ্যে রয়েছে, ইলম উঠে যাবে, মূর্খতা বৃদ্ধি পাবে, ব্যক্তির (ঘিনা) বেড়ে যাবে, মধ্যপান বৃদ্ধি পাবে, পুরুষের সংখ্যা কমে যাবে এবং নারীর সংখ্যা বেশি হবে। এমনকি পঞ্চাশজন মহিলার পরিচালক হবে একজন পুরুষ। অপর এক বর্ণনায় আছে, ইলম কমে যাবে এবং মূর্খতা প্রকাশ পাবে। –(বোখারী ও মুসলিম)

কিয়ামতের আগে মিথ্যাবাদীর আবির্ভাব হবে

হাদীস : ৫০৮৪ ॥ হযরত জাবির ইবনে সামুরা (রা) বলেন রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের আগে বহু মিথ্যাবাদীর আবির্ভাব ঘটবে। সুতরাং তোমরা তাদের থেকে সতর্ক থাক। –(মুসলিম)

শেষ যমানায় একজন ভাল শাসক হবেন

হাদীস : ৫০৮৫ ॥ হযরত জাবির (রা) বলেন, হযরত রাসূল (স) বলেছেন, শেষ যমানায় এমন এক খলীফা (ইমাম) হবেন যিনি মাল-সম্পদ বন্টন করবেন, আর তা গণনাও করবেন না। অপর এক বর্ণনায় আছে, তিনি বলেছেন, আমার উম্মতের শেষ যমানায় এমন এক খলীফা হবেন, যিনি মুষ্টি ভরে ভরে মাল-সম্পদ বিলাতে থাকবেন এবং গুণে গুণে তা দান করবেন না। - (মুসলিম)

ফোরাতে নদীর তলদেশ থেকে স্বর্ণ বের হবে

হাদীস : ৫০৮৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, অদূর ভবিষ্যতে ফোরাতে (ইউফ্রেটিস) নদী উন্মুক্ত হয়ে যাবে এবং তার তলদেশ থেকে স্বর্ণের খনি বের হবে। তখন সেখানে যে কেউ উপস্থিত হয়, সে যেন তা থেকে কিছুই না নেয়। - (বোখারী ও মুসলিম)

ফোরাতে নদীল স্বর্ণ নিয়ে মানুষ খুনাখুনি করবে

হাদীস : ৫০৮৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ফোরাতে নদী তার তলদেশে রক্ষিত স্বর্ণের পাহাড় উন্মুক্ত না করা পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না। উক্ত সম্পদ নিয়ে মানুষের মধ্যে ভয়ানক খুনাখুনি হবে। সে ফিতনায় শতকরা নিরানব্বই জন লোক নিহত হবে এবং তাদের প্রত্যেকেই বলবে, সত্ত্বত আমি বেঁচে যাব।

-(মুসলিম)

কিয়ামতের আগে যমিনের স্বর্ণ বের করে দিবে

হাদীস : ৫০৮৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, হযরত রাসূল (স) বলেছেন, যমীন তার কলিজার টুকরা উগরিয়ে ফেলবে, যা স্বর্ণ ও রৌপ্যের খামের মত হবে। উক্ত সম্পদের কাছে কোন হত্যাকারী এসে (ঘণার সাথে) বলবে, অতপর আত্মীয়তা ছিন্কারী এসে বলবে, এ সম্পদের জন্যই কি আমি আপন আত্মীয়-স্বজনদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলাম? তারপর চোর এসে বলবে, এ মালের জন্যই কি আমার হাত কাটা হয়েছে? অতপর তারা সবাই উক্ত মাল-সম্পদ পরিত্যাগ করে চলে যাবে, কেউই তা থেকে কিছুই গ্রহণ করবে না। - (মুসলিম)

মানুষ মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা করবে

হাদীস : ৫০৮৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সে সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! দুনিয়া সে সময় পর্যন্ত খতম হবে না যে পর্যন্ত কোনো ব্যক্তি কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় উক্ত কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় উক্ত কবরের উপরে গড়াগড়ি দিতে থাকবে এবং আকাঙ্ক্ষা ও অনুভূতির সাথে বলবে, হায়রে! কতই না ভাল হত, এ কবরবাসীর স্থলে যদি আমিই এই কবরের অধিবাসী হতাম? তার এ আকাঙ্ক্ষা দ্বীনের প্রতি আগ্রহ প্রকাশার্থে হবে না; বরং দুনিয়ার বিপদ ও মুহিবতের তাড়নায় অতিষ্ঠ হয়ে প্রকাশ করবে। - (মুসলিম)

হেযায় থেকে আগুন প্রকাশিত হবে

হাদীস : ৫০৯০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত কায়ম হবে না, যে পর্যন্ত হেজাজ ভূমি থেকে একটি আগ্নি প্রকাশিত না হবে, বুসরায় অবস্থানরত উটের গলা পর্যন্ত আলোকিত হয়ে যাবে।

-(বোখারী ও মুসলিম)

কিয়ামতের আলামত হিসেবে আগুন প্রকাশ পাবে

হাদীস : ৫০৯১ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, হযরত রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামত আনার প্রথম নিদর্শন হল, এমন এক আগুন বের হবে, তা মানুষদেরকে পূর্ব দিক থেকে তাড়িয়ে পশ্চিম দিকে নিয়ে একত্রিত করবে।

-(বোখারী)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যমিন সংকুচিত হলে কিয়ামত হবে

হাদীস : ৫০৯২ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, হযরত রাসূল (স) বলেছেন, যমানা সংকুচিত না হওয়া পর্যন্ত কিয়ামত কায়ম হবে না। অর্থাৎ, একটি বছর হবে একটি মাসের সমান। মাস হবে সপ্তাহের সমান। সপ্তাহ হবে একদিনের সমান; আর একদিন হবে এক ঘণ্টার পরিমাণ; আর ঘণ্টা হবে আগুনের একটি শিখা উঠার সময় পরিমাণ। - (তিরমিযী)

খেলাফত সিরিয়ায় যাবে

হাদীস : ৫০৯৩ ॥ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হাওয়ালা (রা) বলেন, একবার রাসূল (স) গণীমতের মাল হাসিল করার জন্য আমাদের পদাতিক বাহিনী হিসেবে এক অভিযানে প্রেরণ করলেন। আমরা এমন অবস্থায় ফিরে আসলাম যে, আমরা গণীমতের কিছুই হাসিল করতে পারিনি। তিনি আমাদের চেহারা ক্লান্ত ও ক্রেশের চিহ্ন দেখতে পেয়ে আমাদের মাঝে

(ভাষণ দেয়ার উদ্দেশ্যে) দাঁড়ালেন এবং বললেন, হে আল্লাহ! এদের দায়িত্ব এভাবে আমার ওপর ন্যস্ত কর না যে, আমি তাদের পক্ষ থেকে তা বহন করতে দুর্বল হয়ে পড়ি। (হি আল্লাহ!) তাদের উপর এমন কাজের দায়িত্ব অর্পণ কর না যা সমাধান করতে তারা অক্ষম হয়ে পড়ে। (হে আল্লাহ!) তাদেরকে অন্য লোকের উপরও ন্যস্ত কর না। কেননা, তারা নিজেদের প্রয়োজনকে এদের প্রয়োজনের উপর প্রাধান্য দিবে। বর্ণনাকারী বলেন, অতপর রাসূল (স) আমার মাথার উপর নিজের হাত রেখে বললেন; হে ইবনে হাওয়ালা! যখন তুমি দেখবে খেলাফত (মদীনা থেকে স্থানান্তরিত হয়ে) পবিত্র ভূমিতে (সিরিয়ায়) পৌঁছে গিয়েছে, তখন তুমি বুঝে নিবে যে, ভূমিকম্প, দুঃখ-দুর্দশা বড় বড় নিদর্শনসমূহ ও ফিতনা-ফ্যাসাদ অতি কাছে এসে গিয়েছে এবং আমার এহাত তোমার মাথা থেকে যত কাছে, কিয়ামত সেদিন এটা অপেক্ষাও অতি কাছাকাছি হবে।

পিতাকে দূরে রেখে বন্ধুকে কাছে বসাবে

হাদীস : ৫০৯৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন গণীমতের মালকে ব্যক্তিগত সম্পদরূপে ব্যবহার করা হবে, আমানতকে গণীমতের মাল মনে করা হবে, যাকাতকে জরিমানার মত মনে করা হবে, দ্বীন ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যে ইলম হাসিল করা হবে, পুরুষ তার স্ত্রীর আনুগত্য করবে এবং মায়ের নাফরমানী করবে, আর বন্ধুকে খুব কাছে স্থান দিবে এবং আপন পিতাকে দূরে সরিয়ে রাখবে, মসজিদ সমূহে হট্টগোল শুরু করা হবে, ফাসেক ব্যক্তিই গোত্রের সরদার হবে, জাতির নিকৃষ্টতম ব্যক্তি তাদের নেতা হবে, ক্ষতির ভয়ে মানুষের সম্মান করা হবে, গায়িকা ও নৃত্যশিল্পী ব্যাপকভাবে প্রকাশ লাভ করবে, মদ্যপান বেড়ে যাবে এবং এ উম্মতের পরবর্তীকালের লোকেরা পূর্ববর্তী লোকদের প্রতি অভিসম্পাত করতে থাকবে। সে সময় তোমরা অপেক্ষা কর, লাল বর্ণের বায়ুর, ভূমি কম্পনের, ভূমি ধ্বংসের, আকার আকৃতি বিকৃতির, পাথর বৃষ্টির এবং কিয়ামতের এমন নিদর্শনসমূহের। যেমন কোনো মালার সূতা ছিঁড়ে গেলে দানাগুলো একের পর এক ঝরে পড়ে। -(তিরমিযী) ২৫২০-১১৪৪

পনেরটি কাজে লিপ্ত হলে কিয়ামত হবে

হাদীস : ৫০৯৫ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমার উম্মত যখন পনেরটি কাজে লিপ্ত হবে, তখন তাদের উপর বিভিন্ন রকমের বিপদ-বিপর্যয় নাযিল হবে। তিনি উক্ত পনেরটি কাজ কি কি তা গণনা করে বলেছেন, তার মধ্যে ‘দ্বীন ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যে ইলম হাসিল করা হবে’, এ ব্যক্তিটি উল্লেখ নেই এবং এতে বলেছেন, বন্ধুর সাথে উত্তম আচরণ করবে এবং পিতার সাথে নির্যাতনমূলক আচরণ করবে। মদ পান করা হবে এবং রেশমী পোশাক পরিধান করা হবে। -(তিরমিযী) ২৫২০-১১৪৫

মুহাম্মদ নামে একজন শাসক হবে

হাদীস : ৫০৯৬ ॥ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, দুনিয়া নিঃশেষ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমার খান্দানের এক ব্যক্তি গোটা আরব ভূখন্ডের শাসক হবে না। তার নাম হবে আমার নামে। -(তিরমিযী ও আবু দাউদ)

আবু দাউদের অপর এক বর্ণনায় আছে, তিনি বলেছেন, যদি দুনিয়া শেষ হতে মাত্র একদিন বাকী থাকে, আল্লাহ তায়ালা ঐ দিনকে অত্যধিক দীর্ঘায়িত করবেন এবং পরিশেষে সেদিনের মধ্যে আমার খান্দানের অথবা বলেছেন; আমার আহলে বাইতের এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করবেন। তার নাম হবে আমার নামে এবং তার পিতার নাম হবে আমার পিতার নামে। তিনি ন্যায় ও ইনসাফ দিয়ে যমীনকে তেমনভাবে পরিপূর্ণ করে দিবেন যেমনিভাবে তার আগে যুলম ও অত্যাচারে তা পরিপূর্ণ ছিল।

নবী বংশে মাহদীর জন্ম হবে

হাদীস : ৫০৯৭ ॥ হযরত উম্মে সালামা (রা) বলেন, রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, মাহদী আমার খান্দানের তথা ফাতেমার বংশ থেকে জন্মলাভ করবেন। -(আবু দাউদ)

মাহদী ন্যায় বিচারক হবেন

হাদীস : ৫০৯৮ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মাহদী হবেন আমার বংশের, উজ্জ্বল চেহারা, উঁচু নাকবিশিষ্ট। তিনি ন্যায় ও ইনসাফ দিয়ে যমীনকে এমনভাবে পরিপূর্ণ করে দিবেন যেমনিভাবে তাৎপূর্বে তা যুলম ও অত্যাচারে পরিপূর্ণ ছিল। আর তিনি সাত বছর ক্ষমতার মালিক থাকবেন। -(আবু দাউদ)

অঞ্জলি ভরে মাল বিতরণ করা হবে

হাদীস : ৫০৯৯ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, জটনৈক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বলবে, হে মাহদী! আমাকে কিছু দান করুন। রাসূল (স) বলেছেন; তখন তিনি তাকে নিজের হাতের অঞ্জলি ভরে তার কাপড়ের মধ্যে এ পরিমাণ মাল প্রদান করবেন, যে পরিমাণ সে বহন করে নিয়ে যেতে পারে। -(তিরমিযী)

সিরিয়ার সেনাবাহিনী মাটিতে ধসে যাবে

হাদীস : ৫১০০ ॥ হযরত উস্ম সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, (শেষ যমানায়) একজন খলীফার মৃত্যুর সময় (নেতৃস্থানীয়) লোকদের মধ্যে (আর একজন খলীফা নিযুক্তির ব্যাপারে) মতবিরোধ দেখা দিবে। তখন মদীনা হতে এক ব্যক্তি বের হয়ে মক্কার দিকে ছুটে পলায়ন করবে। এ সময় মক্কাবাসীরা তার কাছে এসে তাকে জোরপূর্বক ঘর থেকে বের করে আনবে। কিন্তু সে তা পছন্দ করবে না। অতপর হাজারে আসওয়াদ ও মাকামে ইবরাহিমের মধ্যবর্তী স্থানে লোকেরা তাঁর কাছে বাইআত গ্রহণ করবে। এরপর সিরিয়া হতে একটি সৈ্যবাহিনী তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রেরণ করা হবে। কিন্তু মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী 'বাইদা' নামক স্থানে তাদেরকে ভূগর্ভে পুঁতে ফেলা হবে। অতপর যখন চারদিকে এ খবর ছড়িয়ে পড়বে এবং লোকেরা চাক্ষুষ এ অবস্থা দেখতে পাবে, তখন সিরিয়ার আবদালগণ এবং ইরাকের একটি বিরাট জামাত তাঁর কাছে আসবে এবং তাঁর হাতে বাইআত করবে। অতপর কুরাইশের এক ব্যক্তি, যার মামার বংশ হবে 'বনী কালব', সেও ইমামের বিরুদ্ধে একদল সৈন্য পাঠাবে। ইমামের সেনাবাহিনী তাদের ওপর বিজয়ী হবে। এটাই 'ফিতনায়ে কালব'। ইমাম মানুষের মধ্যে তাদের পয়গাম্বর (মুহাম্মদ) (স)-এর সুনুত মোতাবেক কাজ-কর্ম পরিচালনা করবেন এবং পৃথিবীতে ইসলাম পুরাপুরি ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে। তিনি সাত বছর এ অবস্থায় অবস্থান করবেন। অতপর ইন্তেকাল করবেন এবং মুসলমানরা তাঁর জানাযা পড়বেন। -(আবু দাউদ) ২৫২০-১১৪৬

আকাশে এক ফোঁটা পানিও অবশিষ্ট থাকবে না

হাদীস : ৫১০১ ॥ হযরত আবু সাঈদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বালা-মুছিবতের কথা আলোচনা করলেন, যা এ উম্মতের শেষ যমানায় এসে পৌঁছবে। এমনকি কোনো ব্যক্তি তা হতে আশ্রয়স্থল খুঁজে পাবে না। এ সময় আল্লাহ পাক আমার খান্দান ও আমার পরিবার হতে এক ব্যক্তিকে দুনিয়াতে প্রেরণ করবেন। তিনি ন্যায় ও ইনসাক দিয়ে যমিনকে এমনভাবে পরিপূর্ণ করে দিবেন যেমনিভাবে এর আগে যুলুম ও অত্যাচারে পরিপূর্ণ ছিল। তাঁর কার্যকলাপে আসমান ও যমিনের অধিবাসী সবাই সন্তুষ্ট হয়ে যাবে। আকাশ তার এক ফোঁটা পানিও অবশিষ্ট রাখবে না; বরং ব্যাপকভাবে বৃষ্টি বর্ষণ করবে এবং যমীন তার উৎপাদনের কিছুই অবশিষ্ট রাখবে না; বরং সবাই রের করে দিবে। জীবিত লোকেরা মৃত ব্যক্তিদের সম্পর্কে আকাজ্জা প্রকাশ করবে। এই অবস্থায় লোকেরা সাত অথবা আট অথবা নয় বছর জীবন যাপন করবে।

ঈমানদারদের উচিত আমীরের সাহায্য করা

হাদীস : ৫১০২ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, নহরের ঐ প্রান্ত হতে এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটবে, যিনি 'হারসে হাররাস' নামে পরিচিত হবেন। তার সেনাবাহিনীর অগ্রভাগে ঘটবে, যিনি 'হারসে হাররাস' নামে পরিচিত হবেন। তার সেনাবাহিনীল অগ্রভাগে 'মনসূর' নামে এক ব্যক্তি থাকবেন। তিনি হযরত মুহাম্মদ (স)-এর পরিবার-পরিজনকে এমনভাবে আশ্রয় দান করবেন যেমনভাবে আশ্রয় দিয়েছিল কুরাইশরা রাসূল (স)-কে। তখন সকল ঈমানদারের উপর তাঁকে সাহায্য করা কিংবা রাসূল (স) বলেছেন, তাঁর আহ্বানে সাড়া দেয়া ওয়াজিব হয়ে যাবে।

২৫২০-১১৪৮

-(আবু দাউদ)

পশু মানুষের সাথে কথা বলবে

হাদীস : ৫১০৩ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সে মহান সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ! সে সময় পর্যন্ত কিয়ামত কায়ম হবে না যে পর্যন্ত না পশু মানুষের সাথে কথা বলবে এবং যে পর্যন্ত না কারোও চাবুক তার সাথে কথা বলবে এবং তার জুতার ফিতা তার সাথে কথা বলবে। আর তার উরু (রান) তাকে জানিয়ে দিবে যে, তার অনুপস্থিতিতে তার স্ত্রী কি (কুকর্ম) করেছে। -(তিরমিযী)

কিয়ামতে নিদর্শন প্রকাশ পাবে

হাদীস : ৫১০৪ ॥ হযরত আবু কাতাদাহ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামতের নিদর্শনসমূহ দুই শত বছর পর থেকে প্রকাশ হতে থাকবে। -(ইবনে মাজাহ) ২৫২০-১১৪৯

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

খোরাसान থেকে পতাকাবাহী আসবে

হাদীস : ৫১০৫ ॥ হযরত সওবান (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তুমি খোরাসানের দিক থেকে কাল পতাকাবাহী ফৌজ আসতে দেখবে, তখন তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাবে। কেননা, তার মধ্যে আল্লাহর খলীফা মাহদী থাকবেন। -(আহমাদ ও বায়হাকী দালায়েল গ্রন্থে) ২৫২০-১১৫০

রাসূল (স)-এর নামানুসারে একজন শাসক হবেন

হাদীস : ৫১০৬ ॥ হযরত আবু ইসহাক (র.) বলেন, একদিন হযরত আলী (রা) স্বীয় পুত্র হাসান (রা)-এর প্রতি

তাকিয়ে বললেন, নিশ্চয় আমার এ পুত্র একজন সরদার। যেমন নবী করীম (স) তাকে সরদার বলে আখ্যায়িত করেছেন। অদূর ভবিষ্যতে তার ঔরসে এমন একজন ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটবে, যার নাম হবে তোমাদের নবীর নামানুসারে। তিনি হবেন তাঁর (নবীর) চরিত্রের সদৃশ, কিন্তু চেহারা ও শারীরিক গঠনে তাঁর সদৃশ হবেন না। অতপর হযরত আলী (রা) উক্ত ব্যক্তির কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বিস্তারিত ঘটনা বর্ণনা করেছেন, তিনি ন্যায় ও ইনসাফ দিয়ে গোটা ভূপৃষ্ঠকে পরিপূর্ণ করে দিবেন। -(আবু দাউদ)

তবে আবু দাউদ তাঁর বর্ণনায় সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত ঘটনাটি বর্ণনা করেন নি।

ফাইফ - ১১৫১

টিডিড প্রাণী প্রথম ধ্বংস হবে

হাদীস : ৫১০৭ ॥ হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, যে বছর হযরত ওমর (রা) ইন্তেকাল করেন যে বছর তিনি (হেজাজ-এলাকায়) টিডিড (পতঙ্গপাল) দেখতে পাননি, এতে তিনি বিশেষভাবে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। অতপর তিনি ইয়ামন, ইরাক এবং সিরিয়ার দিকে লোক পাঠিয়ে জানতে চাইলেন, যে সকল এলাকায় কেউ কোনো টিডিড দেখেছে কি-না? পরে ইয়ামনের দিকে প্রেরিত আরাহী এক মুষ্টি টিডিড এনে তাঁর সামনে ছড়িয়ে দিল। এগুলো দেখে হযরত ওমর (রা) 'আল্লাহ আকবার' ধ্বনি উচ্চারণ করলেন এবং বললেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ এক হাজার মখলুক সৃষ্টি করেছেন। তার মধ্যে ছয়শত সমুদ্রে এবং চারশত স্থলে। আর এ উভয়বিদ প্রাণীর মধ্যে সর্বপ্রথম ধ্বংস হবে টিডিডসমূহ। যখন টিডিড ধ্বংস হয়ে যাবে তারপর উজ্জ্বল স্থানে প্রাণীসমূহ একটির পর একটি এমনভাবে ধ্বংস হতে থাকবে যেমন, মালার সূতা ছিঁড়ে গেলে দানা একটির পর আরেকটি পড়তে থাকে। -(বায়হাকী শোআবুল ইমান গ্রন্থে)

FJ^ - ১১৫২

চতুর্থ অধ্যায়

কিয়ামতের নিদর্শনের প্রতি গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

কিয়ামতের প্রথম আলামত সূর্য পশ্চিমে উঠা

হাদীস : ৫১০৮ ॥ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের নিদর্শনসমূহের মধ্যে প্রথম প্রকাশ পাবে এ দুটি, একটি পশ্চিমাকাশ হতে সূর্য উদিত হওয়া এবং অপরটি চাশতের সময় মানুষের সামনে 'দাব্বাতুল আরদ' বের হওয়া। এ দুটির মধ্যে যেটা প্রথমে প্রকাশ পাবে, অপরটি তার পর পরই অতি কাছাকাছি সময়ে আবির্ভূত হবে। -(মুসলিম)

কিয়ামতের আগে দশটি নিদর্শন প্রকাশ পাবে

হাদীস : ৫১০৯ ॥ হযরত হোয়াইফা ইবনে আসীদ গিফারী (রা) বলেন, একদা আমরা পরস্পরে কথাবার্তা বলছিলাম, এমন সময় রাসূল (স) আমাদের কাছে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি সম্পর্কে আলোচনা করছ? তারা বললেন, আমরা কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা করছি। তখন তিনি বললেন, তোমরা দশটি নিদর্শন না দেখা পর্যন্ত কিয়ামত কায়ম হবে না। আর তাহল-(১) ধোঁয়া, (যা এক নাগাড়ে চল্লিশ দিন পূর্ব থেকে পশ্চিমপ্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে থাকবে।) (২) দাজ্জাল, (৩) চতুষ্পদ জব্ব, (৪) পশ্চিমাকাশ হতে সূর্য উদিত হওয়া, (৫) হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ)-এর (আকাশ হতে) অবতরণ, (৬) ইয়াজুজ ও মাজুজ, (৭, ৮, ৯) তিনটি ভূমিধ্বংস-পূর্বাঞ্চলে পশ্চিমাঞ্চলে এবং আরব উপদ্বীপে। (১০) সর্বশেষে ইয়ামন থেকে এমন এক অগ্নি বের হবে যা মানুষদেরকে তাড়িয়ে একটি সমবেত হওয়ার স্থান (অর্থাৎ সিরিয়ার) দিকে নিয়ে যাবে। অপর এক বর্ণনায় আছে-আদন (এডেন)-এর অভ্যন্তর হতে আগুন বের হবে, যা মানুষদেরকে সমবেত হওয়ার স্থানের দিকে তাড়িয়ে নিবে। এবং অন্য এক বর্ণনায় দশম লক্ষণ সম্পর্কে বলা হয়েছে; এমন এক বায়ু প্রবাহিত হবে যা মানুষদেরকে (কাফেরদেরকে) সাগরে নিক্ষেপ করবে। -(মুসলিম)

দাব্বাতুল আরদ প্রকাশ পাবে

হাদীস : ৫১১০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, হযরত রাসূল (স) বলেছেন, ছয়টি লক্ষণ প্রকাশ হওয়ার আগে নেক আমল অর্জনে তৎপর হও। (১) ধোঁয়া, (২) দাজ্জাল, (৩) দাব্বাতুল আরদ (৪) পশ্চিমাকাশ হতে সূর্য উদিত হওয়া, (৫) সর্বগ্রাসি ফিতনা ও (৬) তোমাদের ব্যক্তিবিশেষের উপর আপতিত ফিতনা। -(মুসলিম)

তিনটি আলামত প্রকাশ পেলে ঈমান আমল কার্যকরী হবে না

হাদীস : ৫১১১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তিনটি নিদর্শন তখন প্রকাশ পাবে তখন আর কারো ঈমান ও আমল তার কোনো উপকারে আসবে না, যদি তার আগে ঈমান এনে না থাকে অথবা ঈমানের সাথে আমল সজ্জ না করে থাকে। আর তাহল-পশ্চিমাকাশ হতে সূর্য উদিত হওয়া, দাঙ্গালের আবির্ভাব এবং 'দাঘাতুল আরদ' বের হওয়া। -(মুসলিম)

সূর্য আরশের নিচে সিজদা দেয়

হাদীস : ৫১১২ ॥ হযরত আবু যর গফারী (রা) বলেন, সূর্য অস্ত যাওয়ার সময় রাসূল (স) বললেন, তুমি কি জান, তা কোথায় যাচ্ছে আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জ্ঞাত। তিনি বললেন, তা আল্লাহর আরশের নিচে গিয়ে সিজদায় রত হয় এবং (পুনর্বীর উদিত হওয়ার) অনুমতি চায়, তখন তাকে সে অনুমতি দেয়া হয়। অদূর ভবিষ্যতে এমন এক সময় আসবে যে, তা সিজদা করবে, কিন্তু তা কবুল করা হবে না এবং অনুমতি চাইবে অথচ তাকে অনুমতি দেয়া হবে না এবং তাকে বলা হবে, তুমি যে দিক থেকে এসেছ সে দিকেই ফিরে যাও। অতপর তা পশ্চিমাকাশ হতে উদিত হবে। এর প্রতিই ইংগিত করা হয়েছে আল্লাহ তায়ালার এ বাণী দিয়ে। (অর্থাৎ, সূর্য তার গন্তব্যস্থলের দিকে চলে যায়) তিনি বলেন, গন্তব্যস্থল হল আরশের তলদেশ। -(বোখারী ও মুসলিম)

সবচেয়ে বড় ফিতনা দাঙ্গালের

হাদীস : ৫১১৩ ॥ হযরত ইমরান ইবনে হোসাইন (রা) বলেন, রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, হযরত আদম (আ)-এর সৃষ্টি হতে কিয়ামত কায়েম হওয়া পর্যন্ত দাঙ্গালের ফিতনার চেয়ে কোনো ফিতনা বৃহত্তর নয়। -(মুসলিম)

দাঙ্গালের এক চোখ কানা থাকবে

হাদীস : ৫১১৪ ॥ হযরত আব্দুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালার পরিচিতি তোমাদের কাছে গোপন নয়। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালার কানা নয়, কিন্তু দাঙ্গালের ডান চোখ কানা হবে। তার এ চোখটি হবে ফোলা আবুলের মত। -(বোখারী ও মুসলিম)

দাঙ্গালের কপালে কাকের লেখা থাকবে

হাদীস : ৫১১৫ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, এমন কোনো নবী অতীত হন নি যিনি তাঁর উম্মতকে কানা মিথ্যাবাদী দাঙ্গাল সম্পর্কে সাবধান করেননি। তোমরা জেনে রেখ! সে (দাঙ্গাল) নিশ্চয় কানা হবে। আর তোমরা এটাও নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ যে, তোমাদের প্রতিপালক কানা নয়। দাঙ্গালের চক্ষুদ্বয়ের মাঝখানে লিখা থাকবে

كاف ر অর্থাৎ কাকের। -(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স) সাবধান করে দিয়েছেন

হাদীস : ৫১১৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমি কি তোমাদের দাঙ্গাল সম্পর্কে একটি কথা বলব না? সে কথাটি অতীতের কোনো নবীই তাঁর জাতিকে বলেনি। আর তাহল-নিশ্চয় সে (দাঙ্গাল) হবে কানা। সে বেহেশত ও দোযখের সদৃশ সাথে নিয়ে আসবে। তখন সে যা বলবে বেহেশত প্রকৃতপক্ষে তা হবে দোযখ। আমি তার সম্পর্কে তোমাদের সাবধান করেছি। যেমন হযরত নূহ (আ) তাঁর জাতিকে তার সম্পর্কে সাবধান করেছিলেন।

-(বোখারী ও মুসলিম)

দাঙ্গাল পানি ও আগুন নিয়ে আসবে

হাদীস : ৫১১৭ ॥ হযরত হোয়াইফা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, দাঙ্গাল নিজের হাতে পানি এবং আগুন নিয়ে বের হবে। মানুষ বাহ্যত যা পানি ধারণা করবে, বস্তৃত তা হবে জ্বলন্ত আগুন। আর মানুষ যা আগুন ধারণা করবে, প্রকৃতপক্ষে তা হবে ঠাণ্ডা মিষ্টি পানি। সুতরাং তোমাদের যে কেউ সে দাঙ্গালের যুগ পাবে, সে যেন যা আগুন দেখতে পায় তাতে প্রবেশ করে। কেননা, তা হবে সুস্বাদু মিষ্টি পানি। -(বোখারী ও মুসলিম)

মুসলিম এতে আরো অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, দাঙ্গাল হবে মুদিত চোখবিশিষ্ট। তার চোখের উপর নখ পরিমাণ মোটা চামড়া থাকবে, চক্ষুদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে লিখা থাকবে 'কাকের'। প্রত্যেক শিক্ষিত ও অশিক্ষিত মু'মিন তা পড়তে পারবে।

দাঙ্গালের মাথার চুল বেশি থাকবে

হাদীস : ৫১১৮ ॥ হযরত হোয়াইফা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন দাঙ্গালের বাম চোখ কানা, মাথার কেশ অত্যধিক। তার সাথে থাকবে তার জান্নাত ও জাহান্নাম। প্রকৃতপক্ষে তার জাহান্নাম হবে জান্নাত এবং জান্নাত তবে জাহান্নাম। -(মুসলিম)

দাজ্জালের আবির্ভাব হলে সূরা কাহফের প্রথম অংশ পড়বে

হাদীস : ৫১১৯ ॥ হযরত নাওয়াস ইবনে সাম'আন (রা) বলেন, রাসূল (স) দাজ্জালের আলোচনা করে বললেন, যদি তার আবির্ভাব হয় আর আমি তোমাদের মাঝে বিদ্যমান থাকি, তখন তোমাদের মধ্যে আমিই তার সাথে দলিল-প্রমাণে বিজয়ী হব। আর যদি তার আবির্ভাব ঘটে এবং আমি বিদ্যমান না থাকি, তখন তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তিই সরাসরি দলিল-প্রমাণে তার মোকাবেলা করবে। তখন প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আমার পরিবর্তে আল্লাহই হবেন সহায়ক। সে হবে একজন জওয়ান, মাথার চুল কৌকড়ান, ফোলা চোখবিশিষ্ট। আমি তাকে (ইহুদী) আব্দুল উয্বা ইবনে কাতানের সাথে তুলনা করতে পারি। সুতরাং যে কেউ তাকে পাবে, সে যেন তার সামনে সূরায় কাহফের প্রথমাংশ থেকে পাঠ করে। অপর এক বর্ণনায় আছে-সে যেন তার সামনে সূরায় কাহফের প্রথমাংশ থেকে পাঠ করে। কেননা, এ আয়াতগুলো তোমাদের দাজ্জালের ফিতনা হতে নিরাপদে রাখবে, সিরিয়া এবং ইরাকের মধ্যবর্তী রাস্তা দিয়ে বের হবে এবং চলার পথে ডানে ও বাম ধ্বংসাত্মক ফ্যাসাদ সৃষ্টি করবে। হে আল্লাহর বান্দাসকল! তোমরা দ্বীনের ওপর অটল থাকবে। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূল্লাহ! সে কত দিন যমিনে অবস্থান করবে? তিনি বললেন; চল্লিশ দিন তবে তখনকার একদিন হবে এক বছরের সমান এবং একদিন হবে এক মাসের সমান আর একদিন হবে এক সপ্তাহের সমান। আর অন্যান্য দিনগুলো হবে তোমাদের স্বাভাবিক দিনগুলোর মত। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূল্লাহ! আচ্ছা বলুন তো! সে একদিন যা এক বছরের সমান হবে, সে দিন কি আমাদের পক্ষে এক দিনের নামাযই যথেষ্ট হবে? তিনি বললেন: না; বরং সে দিন এক একদিন পরিমাণ হিসেব করে নামায আদায় করতে হবে। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূল্লাহ! যমীনে তার চলার গতি কি পরিমাণ দ্রুত হবে? তিনি বললেন; সে মেঘের মত যার পিছনে প্রবল বায়ু রয়েছে। অতপর সে কোনো এক সম্প্রদায়ের কাছে আসবে এবং তাদেরকে তার অনুসরণের আহ্বান করবে। অতএব, লোকেরা তার প্রতি ঈমান আনবে। তখন সে আকাশকে নির্দেশ করবে, ফলে আকাশ বৃষ্টি বর্ষণ করবে। যমীনকে নির্দেশ করবে, ফলে যমীন (ঘাস-ফসলাদি) উৎপাদন করবে। লোকদের গবাদিপশু সন্ধ্যায় যখন ফিরবে, তখন উচ্চ কুঁজবিশিষ্ট এবং দুধে স্তন ভর্তি (অবস্থায়) কোমর টেনে ফিরবে। অতপর সে অপর এক জাতির কাছে এসে তাদেরকে নিজের খোদায়ির দিকে আহ্বান করবে, কিন্তু তারা তার দাবি প্রত্যাখ্যান করবে। তখন সে তাদের কাছ থেকে ফিরে আসবে। অতএব, সে জাতির লোকেরা মহাদূর্ভিক্ষে নিপতিত হবে। ফলে তাদের হাতে মাল-সম্পদ কিছুই থাকবে না। অতপর সে (দাজ্জাল) একটি অনাবাদ বিরান জায়গা পার হবে এবং তাকে লক্ষ্য করে বলবে, তোমার অন্তরে যে সব গুপ্ত সম্পদ রয়েছে তা বের করে দাও। অতপর উক্ত ধন-সম্পদ এমনিভাবে তার পঞ্চগতে ছুটতে থাকবে, যেমনিভাবে মৌমাছির দল তাদের নেতা মৌমাছির পিছনে ছুটে চলে।

অতপর দাজ্জাল যৌবনে পরিপূর্ণ এক যুবককে তার প্রতি আহ্বান করবে, এতে দাজ্জাল তাকে তরবারির আঘাতে দ্বি-খণ্ডিত করে ফেলবে এবং উভয় খণ্ডকে এত দূরে দূরে নিক্ষেপ করবে যে, একটি নিক্ষিপ্ত তীরের দূরত্ব পরিমাণ তাদের মধ্যে ব্যবধান হবে। অতপর সে উভয় খণ্ডকে নিজের কাছে ডাকবে, ফলে উক্ত যুবক জীবিত হয়ে তার সামনে উপস্থিত হবে, তখন তার মুখমণ্ডল হাস্যোজ্জ্বল হয়ে উঠবে। যখন সে এই সব কাণ্ডে লিপ্ত, ঠিক এমনি সময়ে আল্লাহ তায়ালা হঠাৎ হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ)-কে (আকাশ হতে) প্রেরণ করবেন এবং তিনি দামেশকের পূর্বপ্রান্তের শ্বেত মিনারা থেকে হলুদ বর্ণের দুটি কাপড় পরিহিত অবস্থায় দুজন ফেরেশতার পাখায় হাত রেখে অবতরণ করবেন। তিনি যখন মাথা নিচু করবেন তখন ফোঁটা ফোঁটা ঘর্ম ঝরবে, আর যখন মাথা উঁচু করবেন তখন তা স্বচ্ছ মুক্তার মত ঝরতে থাকবে। যেকোনো কাফের তাঁর শ্বাসের বায়ু পাবে সে সাথে সাথে মৃত্যুবরণ করবে। অথচ তাঁর শ্বাস-বায়ু তাঁর দৃষ্টির প্রান্তসীমা পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। এ অবস্থায় তিনি দাজ্জালকে খোঁজ করতে থাকবেন, অবশেষে তিনি তাকে (বায়তুল মুকাদ্দাসের) 'লুদ্দ' নামক দরজার কাছে পেয়ে তাকে হত্যা করবেন। অতপর এমন একটি সম্প্রদায় হযরত ঈসা (আ)-এর কাছে আসবে যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা দাজ্জালের ফিতনা থেকে নিরাপদে রেখেছিলেন। তখন তিনি তাদের মুখমণ্ডলে হাত ফিরাবেন এবং জান্নাতে তাদের জন্য কি পরিমাণ বুলন্দ মর্যাদা রয়েছে সে সুসংবাদও প্রদান করবেন। এদিকে তিনি এ সব কাজে লিপ্ত থাকতেই আল্লাহ তায়ালা হযরত ঈসা (আ)-এর কাছে এ সংবাদ পাঠাবেন যে, আমি আমার এমন কিছুসংখ্যক বান্দা সৃষ্টি করে রেখেছি, যাদের মুকাবেলা করার শক্তি কারো নেই। অতএব, তুমি বান্দাদেরকে 'তুর' পর্বতে নিয়ে হেফায়ত কর।

অতপর আল্লাহ তায়ালা ইয়াজুজ ও মাজুজকে পাঠাবেন। তারা প্রত্যেক উঁচু জায়গা থেকে নিচে যমীনে নেমে খুব দ্রুত বিচরণ করতে থাকবে এবং তাদের প্রথম দল 'তাবারিয়া' নদী (সিরিয়ার একটি নদী) পার হবে এবং তারা তার সবটুকু পানি পান করে ফেলবে। পরে তাদের সর্বশেষ দল সে স্থান পার হবার সময় বলবে, হযরত কোন এক সময়

এখানে পানি ছিল। অতপর তারা সামনে অগ্নসর হয়ে ‘খামার’ নামক পাহাড় পর্যন্ত পৌঁছাবে। তা বায়তুল মুকাদ্দাসের কাছে অবস্থিত পাহাড়। এখানে পৌঁছে তারা বলবে, যমীনে যারা বসবাস করত ইতিমধ্যে আমরা নিশ্চিত সবাইকে হত্যা করে ফেলেছি। আস! এবার আমরা আকাশবাসীদেরকে হত্যা করে ফেলি! এ কথা বলে তারা আকাশের দিকে তীর নিক্ষেপ করবে। আর আল্লাহ তায়ালা তাদের তীরগুলোকে স্তম্ভমাথা অবস্থায় তাদের প্রতি ফিরিয়ে দিবেন। সময় আল্লাহর নবী হযরত ঈসা (আ) ও তাঁর সঙ্গীগণকে তুর পর্বতে চরম দূরবস্থায় অবরোধ করা হবে। এমনকি তাঁদের কারোও জন্য একটি গরুর মাথা এ যুগের একশত দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) অপেক্ষা অধিক মূল্যবান হবে। এ চরম অবস্থায় আল্লাহর নবী ঈসা এবং তাঁর সঙ্গীরা আল্লাহর দিকে রুজু হবেন। এবং ইয়াজুজ ও মাজুজের ধ্বংসের জন্য ফরিয়াদী দোয়া করবেন অতপর আল্লাহ তায়ালা তাদের গর্দানের উপর বিষাক্ত কীটের আঘাব নাযিল করবেন। (এটা উট, বকরীর নাকের মধ্যে জন্মে) ফলে তারা মুহূর্তের মধ্যে সমূলে ধ্বংস হয়ে যাবে।

অতপর আল্লাহর নবী হযরত ঈসা (আ) ও তাঁর সঙ্গীরা পর্বত থেকে নিচে যমীনে নেমে আসবেন। কিন্তু ইয়াজুজ ও মাজুজের মরদেহের চর্বি ও দুর্গন্ধ থেকে মুক্ত, এমন একবিঘত যমিনও খালি পাবেন না। তখন আল্লাহর নবী ঈসা (আ) ও তাঁর সঙ্গীরা (উক্ত মুহিবত থেকে নাজাত পাওয়ার জন্য) আল্লাহ তায়ালায় কাছে ফরিয়াদ করবেন। অতপর আল্লাহ তায়ালা বখতী উটের গর্দানের মত লম্বা লম্বা গর্দানবিশিষ্ট পাখির ঝাঁক প্রেরণ করবেন। পাখির দল তাদের মরদেহসমূহকে তুলে নিবে এবং যেখানে আল্লাহর ইচ্ছে সেখানে নিয়ে নিক্ষেপ করবে। অবশ্য অপর এক বর্ণনায় আছে—তাদেরকে ‘নহবল’ নামক স্থানে নিয়ে ফেলে দিকে। এবং মুসলমানরা তাদের ধনুক, তীর রাখার কোষসমূহ সাত বছর পর্যন্ত লাকড়ি স্বরূপ জ্বালাতে থাকবে। অতপর আল্লাহ তায়ালা প্রচণ্ড বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। যদ্বন্ধন জনবসতির কোনো একটি অংশ, চাই তা মাটির ঘর হোক কিংবা পশমের হোক—বাদ থাকবে না, ধৌত করে পরিষ্কার করে দিবে। অবশেষে তা আয়নার ন্যায় স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন হয়ে যাবে। তারপর যমিনকে বলা হবে, তোমরা ফল-ফলাদি বের করে দাও এবং তোমার কল্যাণ ও বরকত দান কর। এমনকি একটি উষ্ট্রীয় দুধ একদল লোকের জন্য যথেষ্ট হবে এবং একটি গাভীর দুধ এক গোত্রের মানুষের জন্য যথেষ্ট হবে এবং একটি বকরীর দুধ একটি পরিবারের লোকের জন্য যথেষ্ট হবে।

লোকেরা সার্বিকভাবে খোশহাল ও সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন-যাপন করতে থাকবে ঠিক এমনি সময়ে হঠাৎ একদিন আল্লাহ তায়ালা একটি সিন্ধু বায়ু প্রবাহিত করবেন। তা তাদের বগল স্পর্শ করবে এবং উক্ত বায়ু প্রতিটি মুমেন মুসলমানের রূহ কবয় করবে অতপর কেবলমাত্র পাপী ও মন্দলোকেরাই অবশিষ্ট থাকবে এবং তারা গাধার মত পরস্পর দন্দু-কলহে লিপ্ত হয়ে পড়বে, তখন তাদের উপরেই কিয়ামত কায়ম হবে। —(মুসলিম)

তবে বর্ণনাতে দ্বিতীয়াংশ অর্থাৎ **سبع سنين** পর্যন্ত তিরমিযী বর্ণনা করেছেন।

দাজ্জালের হত্যাকারী হবে বড় শহীদ

হাদীস : ৫১২০ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন রাসূল (স) বলেছেন, একসময় দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে এবং একজন মর্দে মুসলিম তার সামনে যাওয়ার জন্যে রওয়ানা হবে। তখন অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত একদল লোক অর্থাৎ, দাজ্জালের বাহিনীর সাথে তার দেখা হবে। তারা জিজ্ঞেস করবে, তুমি কোথায় যেতে ইচ্ছে করেছ? সে বলবে, ঐ ব্যক্তির কাছে যেতে চাই যে বের হয়েছে। রাসূল (স) বলেন, তখন তারা লোকটিকে বলবে, তুমি কি আমাদের রবের (দাজ্জালের) প্রতি ঈমান আননি? সে বলবে, আমাদের প্রকৃত রব তো অজানা নয়। তখন তারা বলবে, এ লোকটিকে কতল করে ফেল। তখন তারা পরস্পরে বলবে, তোমাদের রব কি এ বলে নিষেধ করেনি যে, তার সামনে হাজির করা ছাড়া যেন কাউকেও তোমরা হত্যা না কর? তখন তারা লোকটিকে দাজ্জালের কাছে নিয়ে আসবে। যখন সে মর্দে মুমিন দাজ্জালকে দেখবে, তখনই সে লোকদেরকে উদ্দেশ্য করে বলবে, হে লোকসকল! এ তো সে দাজ্জাল, যার সম্পর্কে রাসূল (স) বলেছিলেন। রাসূল (স) বলেন, এ কথা শুনে দাজ্জাল ঐ লোকটিকে কঠোরতম সাজা দেয়ার নির্দেশ করবে এবং বলবে, একে কষে ধর এবং তার মাথায় জোরে আঘাত কর। তখন লোকটিকে এমনভাবে প্রহার করা হবে যে, তার পিঠ ও পেট চেন্তা হয়ে যাবে। রাসূল (স) বলেন, তখন দাজ্জাল বলবে, তুমি কি এখনো আমার প্রতি ঈমান আনবে না? জবাবে লোকটি বলবে, ‘তুমিই তো মিথ্যাবাদী মাসীহ।’ এবার দাজ্জাল লোকটিকে করাট দিয়ে চিরে ফেলার নির্দেশ দিবে। তখন সে মর্দে মুমিনকে মাথা থেকে চিরা হবে, এমনকি তার পদদুটি পর্যন্ত দুভাগ করা হবে। অতপর দাজ্জাল সেই খণ্ডিত দু টুকরার মাঝখান দিয়ে হেঁটে যাবে তারপর সে উক্ত খণ্ডকে লক্ষ্য করে বলবে, ‘তুমি দাঁড়িয়ে যাও।’ এবার লোকটি জীবিত হয়ে সোজাভাবে দণ্ডায়মান হবে। অতপর দাজ্জাল তাকে বলবে, এখন কি তুমি আমার প্রতি ঈমান আনবে? উত্তরে সে মর্দে মুমিন বলবে, এখন তো আমার বিশ্বাসের দৃঢ়তাই বৃদ্ধি পেয়েছে। রাসূল (স) বলেন, অতপর সেই মর্দে মুমিন লোকদেরকে সন্মোদন করে বলবে, হে লোকসকল! তোমরা জেনে রাখ! এ দাজ্জাল এ যাবত আমার

সাথে যা কিছু করেছে, আমার পরে আর কোনো মানুষের সাথে তা করতে সক্ষম হবে না। রাসূল (স) বলেন, এবার দাঙ্গাল তার হাত-পা বেঁধে ফেলাবে এবং তাকে (অগ্নির মধ্যে) নিক্ষেপ করবে। উপস্থিত লোকেরা ধারণা করবে, দাঙ্গাল তাকে আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করেছে, অথচ প্রকৃতপক্ষে তাকে জান্নাতের মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়েছে। অতপর রাসূল (স) বলেন, এ মর্দে মুমিনই হবে রাসূল আলামীনের কাছে সবচেয়ে বড় শহীদ ব্যক্তি। -(মুসলিম)

দাঙ্গালের ভয়ে মানুষ পাহাড়ে আশ্রয় নিবে

হাদীস : ৫১২১ ॥ হযরত উম্মে শারীক (রা) বলেন, হযরত রাসূল (স) বলেছেন, লোকেরা দাঙ্গাল-এর (ফিতনা) হতে পলায়ন করবে, এমনকি পাহাড়-পর্বতসমূহে গিয়ে আশ্রয় নিবে। উম্মে শারীক বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূল্লাহ! তখন আরব (মুজাহেদীনরা) কোথায় থাকবেন? তিনি বললেন, সংখ্যায় তারা খুবই কম হবে। -(মুসলিম)

সত্তর হাজার ইহুদী দাঙ্গালের অনুসরণ করবে

হাদীস : ৫১২২ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, ইস্পাহানের সত্তর হাজার ইহুদী দাঙ্গালের অনুসরণ করবে, তাদের মাথা চাদরে ঢাকা থাকবে। -(মুসলিম)

দাঙ্গাল মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না

হাদীস : ৫১২৩ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, 'দাঙ্গাল' অবশ্যই আগমন করবে। কিন্তু তার প্রতি মদীনার গিরিপথে প্রবেশ করা নিষেধ থাকবে। অবশ্য সে মদীনার পাশের একটি লবণাক্ত বালুকাময় অঞ্চলে অবতরণ করবে। তখন তার কাছে একজন পুণ্যবান ব্যক্তি অথবা (বলেছেন) পুণ্যবান লোকদের মধ্য থেকে সর্বোত্তম ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে বলবেন, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমিই সেই দাঙ্গাল, যার সম্পর্কে রাসূল (স) আমাদের বর্ণনা করেছেন। তখন দাঙ্গাল বলবে, দেখ! যদি আমি এই লোকটিকে হত্যা করে পুনরায় তাকে জীবিত করি, তবে কি তোমরা আমার বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করবে? লোকেরা বলবে, 'না।' তখন সে তাকে হত্যা করবে, অতপর তাকে পুনরায় জীবিত করবে। তখন সেই লোকটি বলবে, আল্লাহর কসম! আমি তোমার বিষয়ে এখন আগের চেয়েও অধিক সন্দেহমুক্ত। আবার দাঙ্গাল তাকে হত্যা করতে চাবে, কিন্তু তাকে লোকটির উপর সেই ক্ষমতা দেয়া হবে না!

-(বোখারী ও মুসলিম)

দাঙ্গাল সিরিয়ায় নিহত হবে

হাদীস : ৫১২৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, মাসীহে দাঙ্গাল পূর্বদিক থেকে এসে মদীনা মোনাওয়ারায় প্রবেশ করতে চাবে। এমনকি, সে ওহুদ পাহাড়ের পাদদেশ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। অতপর ফেরেশতারা তার চেহারা সিরিয়ার দিকে ফিরিয়ে দিবেন এবং সেখানে সে হযরত ঈসা (আ)-এর হাতে নিহত হবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

মদীনার দরজা ফেরেশতা পাহারা দিবে

হাদীস : ৫১২৫ ॥ হযরত আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত রাসূল (স) বলেছেন, দাঙ্গালের কোনো প্রকার ভয়-ভীতি মদীনার অভ্যন্তরে প্রবেশ করবে না। মদীনার সাতটি প্রবেশ দ্বার থাকবে এবং প্রত্যেক দ্বারে দুইদুইজন ফেরেশতা নিয়োজিত থাকবেন। -(বোখারী)

দাঙ্গাল পূর্ব দিক থেকে আসবে

হাদীস : ৫১২৬ ॥ হযরত ফাতেমা বিনতে কায়স (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর ঘোষককে এ ঘোষণা দিতে শুনতে পাই, নামাযের জন্যে হাজির হয়ে যাও। সুতরাং আমি মসজিদে চলে গেলাম এবং রাসূল (স)-এর সাথে নামায আদায় করলাম। নামায শেষ করে তিনি মিশরে উপবিষ্ট হলেন এবং মৃদু হেসে বললেন, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ নামাযের স্থানে বসে থাকে। অতপর বললেন, তোমরা কি জান, আমি তোমাদের কেন জড় করেছি? সাহাবাগণ বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জানেন। তিনি বললেন; আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের কিছু দেয়ার জন্যে বা কোনো ভয়-ভীতি প্রদর্শনের জন্যে জড় করিনি; বরং 'তামীমে দারীর'-র বর্ণিত একটি ঘটনা শুনানোর জন্যেই তোমাদের জড় করেছি। তামীমে দারী ছিলেন একজন খ্রিস্টান, তিনি আমার কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তিনি আমাকে এমন একটি ঘটনা বলেছেন, তা ঐ কথার সাথে মিল রাখে যা আমি তোমাদের মাসীহে দাঙ্গাল সম্পর্কে বলেছিলাম। তিনি বলেছেন, একবার তিনি 'লাখম ও জুযাম' গোত্রের ত্রিশ জন লোকের সঙ্গে একটি সামুদ্রিক নৌকায় সফরে বের হয়েছিলেন। সাগরের তরঙ্গ তাদেরকে দীর্ঘ একমাস পর্যন্ত এদিক-সেদিক ঘুরাতে ঘুরাতে অবশেষে একদিন সূর্যাস্তের সময় একটি দ্বীপের কাছে নিয়ে পৌঁছল।

অতপর তারা ছোট ছোট নৌকাযোগে দ্বীপটির ভেতরে প্রবেশ করলেন এবং সেখানে তারা এমন একটি জানোয়ারের

দেখা পেলেন যার সারা দেহ বড় বড় পশমে ঢাকা। অধিক পশমের কারণে তার অগ্র-পশ্চাত কিছুই নির্ণয় করা যায়নি। তখন তারা তাকে লক্ষ্য করে বললেন, তোর অমঙ্গল হোক! তুই কে? জানোয়ার বলল, আমি 'জাসাসা' (অর্থাৎ গুপ্ত সংবাদ খোঁজকারিণী)। তোমরা এ গির্জায় (আবদ্ধ) লোকটির কাছে যাও, সে তোমাদের তথ্যাদি শুন্য ও জানার প্রত্যাশী। তামীমে দারী বলেন, উক্ত জন্তুর কাছে লোকটির কথা শুনে তার প্রতি আমাদের অন্তরে ভয়ের সঞ্চার হল যে, তার পেত্নী হতে পারে। তখন আমরা তাড়াতাড়ি সেখানে গেলাম এবং গির্জায় প্রবেশ করে সেখানে এমন একটি বিরাট দেহবিশিষ্ট মানুষ দেখতে পেলাম, এর আগে যা আমরা আর কখনো দেখতে পাইনি। সে ছিল খুব শক্তভাবে বাঁধা অবস্থায়, তার হাত ঘাড়ের সাথে এবং হাঁটুদ্বয় নিচের উভয় গিটের সাথে লৌহশিকল দিয়ে একত্রে বাঁধা ছিল। আমরা তাকে বললাম, তোর অকল্যাণ হোক! তুই কে? সে বলল, নিশ্চয় তোমরা আমার সম্পর্কে জানতে পারবে, তবে তোমরা প্রথমে আমাকে বল দেখি তোমরা কে? তারা বললেন, আমরা আরবের লোক। আমরা সমুদ্রে একটি নৌকায় আরোহী ছিলাম, দীর্ঘ একমাস সাগরের ঢেউ আমাদের এদিক-সেদিক ঘুরিয়ে এখানে এনে পৌঁছিয়েছে। অতপর আমরা এ দ্বীপে প্রবেশ করার পর সারা দেহ ঘন পশমে আবৃত এমন একটি জন্তুর সাথে আমাদের দেখা হল। সে বলল, আমি 'জাসাসা', সে আমাদের এ গির্জায় আসতে বলায় আমরা তাড়াতাড়ি তোমার কাছে এসে হাজির হয়েছি। সে বলল, আচ্ছা তোমরা আমাকে বল দেখি! 'বায়সান' এলাকার খেজুর বাগানে ফল আসে কি? আমরা বললাম, 'হ্যাঁ, আসে। সে বলল, অদূর ভবিষ্যতে সে বাগানের গাছে ফল ধরবে না।

অতপর সে বলল, আচ্ছা, বল দেখি! 'তাবারিয়া'-এর নদীতে কি পানি আছে? আমরা বললাম, হ্যাঁ, তাতে প্রচুর পরিমাণে পানি আছে। সে বলল, অচিরেই তার পানি শুকিয়ে যাবে। এবার সে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা বল দেখি! 'যোগার' বরগার পানি আছে কি? এবং সেখানকার অধিবাসীরা কি উক্ত বার্নার পানি দিয়ে তাদের ক্ষেত-খামারে ফসলাদি উৎপাদন করে? আমরা বললাম, হ্যাঁ, তাতে প্রচুর পানি আছে এবং সেখানকার বাসিন্দারা তার পানি দিয়ে ক্ষেত-খামারে চাষাবাদ করে। অতপর সে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা, বল দেখি! উম্মীদের নবীর সংবাদ কি? আমরা বললাম, তিনি মক্কা থেকে হিজরত করে বর্তমানে ইয়াসরেব (মদীনায়) অবস্থান করছেন। সে জিজ্ঞেস করল, বল দেখি! আরবরা কি তার সাথে লড়াই করেছিল? আমরা বললাম, হ্যাঁ, করেছে। সে জিজ্ঞেস করল, তিনি (সেই নবী) তাদের সাথে কি আচরণ করেছেন? এর উত্তরে আমরা বললাম যে, তাঁর আশে পাশের আরবদের উপরে তিনি বিজয়ী হয়েছেন এবং তারা তাঁর আনুগত্য স্বীকার করেছে। একথা শুনে সে বলল, তোমরা জেনে রাখ! তাঁর আনুগত্য করাই তাদের পক্ষে মঙ্গলজনক হয়েছে।

আচ্ছা, এবার আমি আমার অবস্থা বর্ণনা করছি-আমি মাসীহে দাজ্জাল, অদূর ভবিষ্যতে আমাকে বের হওয়ার অনুমতি প্রদান করা হবে। আমি বের হয়ে যমিনে বিচরণ করব। মক্কা-মদীনা ছাড়া এমন কোনো জনপদ বাকী থাকবে না, যেখানে আমি চল্লিশ দিনের মধ্যে প্রবেশ করব না। সে দু স্থানে প্রবেশ করা আমার ওপরে নিষেধ করা হয়েছে। যখনই আমি তার কোনো একটিতে প্রবেশ করতে চাব, তখন মুক্ত তরবারি হাতে ফেরেশতা এসে আমাকে প্রবেশ করা থেকে বাধা প্রদান করবে। বস্তুত তার প্রতিটি প্রবেশ পথে ফেরেশতা পাহারারত রয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, এ পর্যন্ত বর্ণনা করে (স) আপন লাঠি দিয়ে মিশরে টাকা দিয়ে বললেন; এটা তাইবাহ, এটা তাইবাহ, এটা তাইবাহ। অর্থাৎ 'মদীনা'। অতপর তিনি বললেন; বল দেখি, ইতিপূর্বে আমি কি তোমাদের এ হাদীস বর্ণনা করিনি? লোকেরা বলল, জি, হ্যাঁ। অতপর তিনি বললেন; দাজ্জাল সিরিয়ার কোনো এক সাগরে অথবা ইয়ামনের কোনো এক সাগরে আছে। পরে বললেন; না বরং সে পূর্বদিক থেকে আগমন করবে। এ বলে তিনি হাত দিয়ে পূর্বদিকে ইশারা করলেন। -(মুসলিম)

দাজ্জালের চেহারা ইবনে কাতানের মত

হাদীস : ৫১২৭ ॥ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বললেন, আমি আজ রাতে (স্বপ্নে) দেখেছি যে, আমি কা'বা শরীফের কাছে উপস্থিত। সেখানে আমি গৌরবর্ণের এক লোককে দেখতে পেলাম। যিনি তোমার দেখা গৌরবর্ণের সবচেয়ে সুন্দর লোকদের অন্যতম। তার লম্বা চুল ছিল, যা তোমার দেখা সবচেয়ে সুন্দর বাবরী চুলের অন্যতম ছিল। যেগুলোকে সে আঁচড়িয়ে পরিপাটি করে রেখেছিল উক্ত চুল থেকে ফোঁটা পানি ঝরে পড়ছিল। তিনি দু ব্যক্তির কাঁধের ওপর ভর করে কা'বা ঘরের তাওয়াফ করছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম; এ লোকটি কে? উত্তরে (ফেরেশতারা) বললেন, ইনি মাসীহ ইবনে মারইয়াম। অতপর আমি আরেক লোককে দেখলাম, যার চুলগুলো ছিল সম্পূর্ণ কৌকড়ান, জটবাঁধা। আর তার ডান চোখ ছিল কানা, দেখতে যেন চোখটি ফোলা আঙ্গুরের মত। লোকদের মধ্যে (ইহুদী) ইবনে কাতানের সাথে যার বহলাংশে সাদৃশ্য বা মিল রয়েছে। সেও দু ব্যক্তির কাঁধে ভর করে কা'বা ঘর তাওয়াফ করছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম; এ লোকটি কে? উত্তরে তারা বললেন, এটা মাসীহে দাজ্জাল। -(বোখারী ও মুসলিম)

অপর এক বর্ণনায় তিনি দাজ্জালের বর্ণনায় বলেছেন, সে লাল বর্ণের, মোটা দেহ, মাথার চুল কৌকড়ানো, ডান চোখ কানা, মানুষের মধ্যে ইবনে কাতানই তার কাছাকাছি সাদৃশ্য।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দাজ্জাল সমুদ্রের কোনো দ্বীপে বাঁধা আছে

হাদীস : ৫১২৮ ॥ হযরত ফাতেমা বিনতে কায়স (রা) তামীমে দারীর ঘটনা প্রসঙ্গে বলেন, তামীমে দারী বলেছেন, সে দ্বীপে প্রবেশ করলে আমি সেখানে এমন একটি নারীর দেখা পেলাম যার মাথার চুল এত লম্বা যে, তা যমিনে হেঁচড়িয়ে চলে। তামীম জিজ্ঞেস করলেন, তুই কে? বলল, আমি 'জাস সাসা' (গোপন তথ্য খোঁজকারিণী), অতপর সে বলল, তুমি এই প্রাসাদের দিকে যাও। সুতরাং আমি সেখানে আসলাম। তথায় লম্বা লম্বা চুলবিশিষ্ট এমন এক ব্যক্তিকে দেখলাম যে শক্তভাবে লোহার শিকলে বাঁধা-আসমান ও যমিনের মাঝখানে লাফালাফি করেছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কে? সে বলল আমি দাজ্জাল। -(আবু দাউদ)

দাজ্জালের এক চোখ সামনে থাকবে

হাদীস : ৫১২৯ ॥ হযরত উবাদাহ ইবনে সামেত (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, আমি তোমাদের কাছে দাজ্জালের কথা বার বার আলোচনা করছি, তবুও এ আশংকা করছি যে, তোমরা তার প্রকৃত অবস্থা হয়ত বুঝতে নাও পার। জেনে রাখ! মাসীহে দাজ্জাল হবে খাট, পায়ের নলা লম্বা লম্বা। চুল খুব কৌকড়ানো, এক চোখ কানা, অপর চোখ সমান। অর্থাৎ, একেবারে ভিতরেও চুকে থাকেনি এবং বাইরেও উঠে থাকেনি। এরপরেও যদি তোমরা সন্দেহে পড়ে যাও, তাহলে এ কথা স্মরণ রাখ যে, তোমাদের পরওয়ারদেগার কানা নয়। -(আবু দাউদ)

প্রত্যেক নবী দাজ্জাল সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন

হাদীস : ৫১৩০ ॥ হযরত আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ (রা) বলেন, রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, হযরত নূহ (আ)-এর পরে এমন কোনো নবী আগমন করেননি যিনি তারপর তিনি আমাদের তার প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে বললেন, হযরত তোমাদের কেউ, যে আমাকে দেখেছে অথবা যে আমার কথা শুনেছে, সে দাজ্জালকে পেতে পারে। তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূল্লাহ! তখন আমাদের অন্তরসমূহের অবস্থা কিরূপ হবে? রাসূল (স) বললেন, বর্তমানে যেরূপ আছে। অর্থাৎ, আজ যেমন তখন তেমন এটার অপেক্ষা উত্তম। -(তিরমিযী ও আবু দাউদ) ১৫২০-১৫২১

চেপ্টা ধরনের লোক দাজ্জালের আনুগত্য করবে

হাদীস : ৫১৩১ ॥ আমার ইবনে হোরাইস হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে রাসূল (স) বলেছেন, দাজ্জাল পূর্বাঞ্চলের খোরাসান এলাকা থেকে বের হবে, এমন এক সম্প্রদায় তার আনুগত্য গ্রহণ করবে যাদের চেহারা হবে ঢালের মত চেপ্টা। -(তিরমিযী)

দাজ্জালের কাছে গেলে ইমান থাকবে না

হাদীস : ৫১৩২ ॥ হযরত ইমরান ইবনে হোসাইন (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি দাজ্জালের আসার সংবাদ শুনে, সে যেন তার কাছ থেকে দূরে সরে থাকে। (এটাই হচ্ছে তার জন্য নিরাপদ)। আল্লাহর কসম! কোনো ব্যক্তি নিজেকে মুমিন ধারণা করে তার কাছে যাবে, কিন্তু তার তেলেসমাতি কর্মকাণ্ডের ধোকায়ে পড়ে সে তার অনুসরণ করে ফেলবে। -(আবু দাউদ)

দাজ্জালে চল্লিশ বছর যমিনে অবস্থান করবে

হাদীস : ৫১৩৩ ॥ হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ ইবনে সাকান (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দাজ্জাল চল্লিশ বছর যমিনে অবস্থান করবে। এর বছর হবে মাসের মত। মাস হবে সপ্তাহের মত এবং সপ্তাহ হবে এক দিনের মত। আর দিন হবে খেজুরের একটি শুকনা ডাল আঙুনে জ্বলে নিঃশেষ হওয়ার সময়ের মত। -(শরহে সুন্নাহ) [৮৭] ১৭৯৯ (৮)

সত্তর হাজার লোক দাজ্জালের আনুগত্য করবে

হাদীস : ৫১৩৪ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমার উম্মতের সত্তর হাজার লোক দাজ্জালের আনুগত্য করবে, তাদের মাথায় থাকবে সবুজ বর্ণের নেকাব। -(শরহে সুন্নাহ) ১৬৪ ১৭৯৯ (৮)

দাজ্জালের আবির্ভাবের আগে গরু ছাগল ধ্বংস হবে

হাদীস : ৫১৩৫ ॥ হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা) বলেন, রাসূল (স) আমার ঘরে ছিলেন এবং দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন, দাজ্জালের আবির্ভাবের আগের তিন বছর এরূপ হবে যে, এর প্রথম বছর আসমান তার এক তৃতীয়াংশ বর্ষণ এবং যমিন তার এক-তৃতীয়াংশ উৎপাদন বন্ধ রাখবে। দ্বিতীয় বছর আসমান দুই-তৃতীয়াংশ বর্ষণ এবং যমিন দুই-তৃতীয়াংশ উৎপাদন বন্ধ রাখবে, ফলে ক্ষুর-বিশিষ্ট প্রাণী (যেমন গরু, ছাগল প্রভৃতি) এবং শিকারী দাঁতবিশিষ্ট জন্তু (যেমন হিংস্র জানোয়ার) ধ্বংস হয়ে যাবে। দাজ্জালের চেয়ে মারাত্মক ফিতনা এটা হবে যে, সে কোন বেদুঈনের কাছে এসে বলবে, বল তো, যদি আমি তোমার মৃত উটগুলো জীবিত করে দেই, তাহলে তুমি কি বিশ্বাস করবে যে,

আমি তোমার রব্ব? সে বলবে, হ্যাঁ, তখন শয়তান তার উটের আকৃতিতে উত্তম স্তন এবং মোটা তাজা কুঁজবিশিষ্ট অবস্থায় সামনে উপস্থিত হবে। রাসূল (স) বলেন; অতপর দাজ্জাল এমন এক ব্যক্তির কাছে আসবে, যার ভাই এবং পিতা মারা গেছে। তাকে বলবে, তুমি বল তো, যদি আমি তোমার পিতা ও ভাইকে জীবিত করে দেই, তবে কি তুমি আমাকে তোমার রব্ব বলে বিশ্বাস করবে না? সে বলবে, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই বিশ্বাস করব। তখন শয়তান তার পিতা ও ভ্রাতার অবিকল আকৃতি ধারণ করে আসবে। হযরত আসমা বলেন, এ পর্যন্ত আলোচনা করে রাসূল (স) নিজের কোনো প্রয়োজনে বাইরে গেলেন এবং পরে ফিরে আসলেন। এদিকে দাজ্জালের এ সব তাভবের কথা শুনে উপস্থিত লোকেরা ভীষণ দুশ্চিন্তায় পতিত হল। আসমা বলেন, তখন রাসূল (স) দরজার উভয় বাজুতে হাত রেখে বললেন; হে আসমা! কি হয়েছে? আমি বললাম, ইয়া রাসূলান্নাহ! দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনায় আপনি তো আমাদের কলিজা বের করে ফেলেছেন। তখন তিনি বললেন; (এতে দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। কেননা), সে যদি বের হয় আর আমি জীবিত থাকি, তখন আমিই দলিল-প্রমাণের দ্বারা তাকে প্রতিরোধ করব। আর যদি আমি জীবিত না থাকি তখন প্রত্যেক মুমিনের সাহায্যকারী হিসেবে আল্লাহই হবেন আমার স্থলাভিষিক্ত। আসমা বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলান্নাহ! আল্লাহর কসম! আমাদের অবস্থা হল, আমরা আটার খামির তৈরি করি এবং রুটি প্রস্তুত করে অবসর হতে না হতেই আবার ক্ষুধার অস্থির হয়ে পড়ি। সুতরাং সে দুর্ভিক্ষের সময় মুমিনদের অবস্থা কিরূপ হবে? জবাবে তিনি বললেন: তাদের ক্ষুধা নিবারণের জন্য সে বড়ই যথেষ্ট হবে যা আকাশবাসীদের জন্য যথেষ্ট হয়ে থাকে। আর তা হল তাসবীহ ও তাকদীস।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ২৫৬-১১৫৬

দাজ্জালের কাছে রুটির পাহাড় থাকবে

হাদীস : ৫১৩৬ ॥ হযরত মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) বলেন, দাজ্জাল সম্পর্কে রাসূল (স)-এর কাছে আমার চাইতে অধিক প্রশ্ন আর কেউ করেনি। তিনি আমাকে এটাও বলেছেন, সে তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আমি বললাম, যেহেতু লোকেরা বলাবলি করে যে, দাজ্জালের সাথে রুটির পাহাড় এবং পানির ঝর্ণা থাকবে। তখন রাসূল (স) বললেন, সে তো আল্লাহর কাছে এ বিষয়ে হীন প্রমাণিত হবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

দাজ্জাল সাদা গাধায় সওয়ার হয়ে আসবে

হাদীস : ৫১৩৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, দাজ্জাল একটি ফকফকে সাদা বর্ণের গাধায় সওয়ার হয়ে বের হবে, তার উভয় কানের মধ্যবর্তী স্থানটি সত্তর বা' চওড়া হবে। উভয় হাতকে প্রশস্ত করলে যে পরিমাণ লম্বা হয় তাকে বা' বলে।

৬/৭/৯/১০/১১/১২/১৩/১৪/১৫/১৬/১৭/১৮/১৯/২০/২১/২২/২৩/২৪/২৫/২৬/২৭/২৮/২৯/৩০/৩১/৩২/৩৩/৩৪/৩৫/৩৬/৩৭/৩৮/৩৯/৪০/৪১/৪২/৪৩/৪৪/৪৫/৪৬/৪৭/৪৮/৪৯/৫০/৫১/৫২/৫৩/৫৪/৫৫/৫৬/৫৭/৫৮/৫৯/৬০/৬১/৬২/৬৩/৬৪/৬৫/৬৬/৬৭/৬৮/৬৯/৭০/৭১/৭২/৭৩/৭৪/৭৫/৭৬/৭৭/৭৮/৭৯/৮০/৮১/৮২/৮৩/৮৪/৮৫/৮৬/৮৭/৮৮/৮৯/৯০/৯১/৯২/৯৩/৯৪/৯৫/৯৬/৯৭/৯৮/৯৯/১০০/১০১/১০২/১০৩/১০৪/১০৫/১০৬/১০৭/১০৮/১০৯/১১০/১১১/১১২/১১৩/১১৪/১১৫/১১৬/১১৭/১১৮/১১৯/১২০/১২১/১২২/১২৩/১২৪/১২৫/১২৬/১২৭/১২৮/১২৯/১৩০/১৩১/১৩২/১৩৩/১৩৪/১৩৫/১৩৬/১৩৭/১৩৮/১৩৯/১৪০/১৪১/১৪২/১৪৩/১৪৪/১৪৫/১৪৬/১৪৭/১৪৮/১৪৯/১৫০/১৫১/১৫২/১৫৩/১৫৪/১৫৫/১৫৬/১৫৭/১৫৮/১৫৯/১৬০/১৬১/১৬২/১৬৩/১৬৪/১৬৫/১৬৬/১৬৭/১৬৮/১৬৯/১৭০/১৭১/১৭২/১৭৩/১৭৪/১৭৫/১৭৬/১৭৭/১৭৮/১৭৯/১৮০/১৮১/১৮২/১৮৩/১৮৪/১৮৫/১৮৬/১৮৭/১৮৮/১৮৯/১৯০/১৯১/১৯২/১৯৩/১৯৪/১৯৫/১৯৬/১৯৭/১৯৮/১৯৯/২০০/২০১/২০২/২০৩/২০৪/২০৫/২০৬/২০৭/২০৮/২০৯/২১০/২১১/২১২/২১৩/২১৪/২১৫/২১৬/২১৭/২১৮/২১৯/২২০/২২১/২২২/২২৩/২২৪/২২৫/২২৬/২২৭/২২৮/২২৯/২৩০/২৩১/২৩২/২৩৩/২৩৪/২৩৫/২৩৬/২৩৭/২৩৮/২৩৯/২৪০/২৪১/২৪২/২৪৩/২৪৪/২৪৫/২৪৬/২৪৭/২৪৮/২৪৯/২৫০/২৫১/২৫২/২৫৩/২৫৪/২৫৫/২৫৬/২৫৭/২৫৮/২৫৯/২৬০/২৬১/২৬২/২৬৩/২৬৪/২৬৫/২৬৬/২৬৭/২৬৮/২৬৯/২৭০/২৭১/২৭২/২৭৩/২৭৪/২৭৫/২৭৬/২৭৭/২৭৮/২৭৯/২৮০/২৮১/২৮২/২৮৩/২৮৪/২৮৫/২৮৬/২৮৭/২৮৮/২৮৯/২৯০/২৯১/২৯২/২৯৩/২৯৪/২৯৫/২৯৬/২৯৭/২৯৮/২৯৯/৩০০/৩০১/৩০২/৩০৩/৩০৪/৩০৫/৩০৬/৩০৭/৩০৮/৩০৯/৩১০/৩১১/৩১২/৩১৩/৩১৪/৩১৫/৩১৬/৩১৭/৩১৮/৩১৯/৩২০/৩২১/৩২২/৩২৩/৩২৪/৩২৫/৩২৬/৩২৭/৩২৮/৩২৯/৩৩০/৩৩১/৩৩২/৩৩৩/৩৩৪/৩৩৫/৩৩৬/৩৩৭/৩৩৮/৩৩৯/৩৪০/৩৪১/৩৪২/৩৪৩/৩৪৪/৩৪৫/৩৪৬/৩৪৭/৩৪৮/৩৪৯/৩৫০/৩৫১/৩৫২/৩৫৩/৩৫৪/৩৫৫/৩৫৬/৩৫৭/৩৫৮/৩৫৯/৩৬০/৩৬১/৩৬২/৩৬৩/৩৬৪/৩৬৫/৩৬৬/৩৬৭/৩৬৮/৩৬৯/৩৭০/৩৭১/৩৭২/৩৭৩/৩৭৪/৩৭৫/৩৭৬/৩৭৭/৩৭৮/৩৭৯/৩৮০/৩৮১/৩৮২/৩৮৩/৩৮৪/৩৮৫/৩৮৬/৩৮৭/৩৮৮/৩৮৯/৩৯০/৩৯১/৩৯২/৩৯৩/৩৯৪/৩৯৫/৩৯৬/৩৯৭/৩৯৮/৩৯৯/৪০০/৪০১/৪০২/৪০৩/৪০৪/৪০৫/৪০৬/৪০৭/৪০৮/৪০৯/৪১০/৪১১/৪১২/৪১৩/৪১৪/৪১৫/৪১৬/৪১৭/৪১৮/৪১৯/৪২০/৪২১/৪২২/৪২৩/৪২৪/৪২৫/৪২৬/৪২৭/৪২৮/৪২৯/৪৩০/৪৩১/৪৩২/৪৩৩/৪৩৪/৪৩৫/৪৩৬/৪৩৭/৪৩৮/৪৩৯/৪৪০/৪৪১/৪৪২/৪৪৩/৪৪৪/৪৪৫/৪৪৬/৪৪৭/৪৪৮/৪৪৯/৪৫০/৪৫১/৪৫২/৪৫৩/৪৫৪/৪৫৫/৪৫৬/৪৫৭/৪৫৮/৪৫৯/৪৬০/৪৬১/৪৬২/৪৬৩/৪৬৪/৪৬৫/৪৬৬/৪৬৭/৪৬৮/৪৬৯/৪৭০/৪৭১/৪৭২/৪৭৩/৪৭৪/৪৭৫/৪৭৬/৪৭৭/৪৭৮/৪৭৯/৪৮০/৪৮১/৪৮২/৪৮৩/৪৮৪/৪৮৫/৪৮৬/৪৮৭/৪৮৮/৪৮৯/৪৯০/৪৯১/৪৯২/৪৯৩/৪৯৪/৪৯৫/৪৯৬/৪৯৭/৪৯৮/৪৯৯/৫০০/৫০১/৫০২/৫০৩/৫০৪/৫০৫/৫০৬/৫০৭/৫০৮/৫০৯/৫১০/৫১১/৫১২/৫১৩/৫১৪/৫১৫/৫১৬/৫১৭/৫১৮/৫১৯/৫২০/৫২১/৫২২/৫২৩/৫২৪/৫২৫/৫২৬/৫২৭/৫২৮/৫২৯/৫৩০/৫৩১/৫৩২/৫৩৩/৫৩৪/৫৩৫/৫৩৬/৫৩৭/৫৩৮/৫৩৯/৫৪০/৫৪১/৫৪২/৫৪৩/৫৪৪/৫৪৫/৫৪৬/৫৪৭/৫৪৮/৫৪৯/৫৫০/৫৫১/৫৫২/৫৫৩/৫৫৪/৫৫৫/৫৫৬/৫৫৭/৫৫৮/৫৫৯/৫৬০/৫৬১/৫৬২/৫৬৩/৫৬৪/৫৬৫/৫৬৬/৫৬৭/৫৬৮/৫৬৯/৫৭০/৫৭১/৫৭২/৫৭৩/৫৭৪/৫৭৫/৫৭৬/৫৭৭/৫৭৮/৫৭৯/৫৮০/৫৮১/৫৮২/৫৮৩/৫৮৪/৫৮৫/৫৮৬/৫৮৭/৫৮৮/৫৮৯/৫৯০/৫৯১/৫৯২/৫৯৩/৫৯৪/৫৯৫/৫৯৬/৫৯৭/৫৯৮/৫৯৯/৬০০/৬০১/৬০২/৬০৩/৬০৪/৬০৫/৬০৬/৬০৭/৬০৮/৬০৯/৬১০/৬১১/৬১২/৬১৩/৬১৪/৬১৫/৬১৬/৬১৭/৬১৮/৬১৯/৬২০/৬২১/৬২২/৬২৩/৬২৪/৬২৫/৬২৬/৬২৭/৬২৮/৬২৯/৬৩০/৬৩১/৬৩২/৬৩৩/৬৩৪/৬৩৫/৬৩৬/৬৩৭/৬৩৮/৬৩৯/৬৪০/৬৪১/৬৪২/৬৪৩/৬৪৪/৬৪৫/৬৪৬/৬৪৭/৬৪৮/৬৪৯/৬৫০/৬৫১/৬৫২/৬৫৩/৬৫৪/৬৫৫/৬৫৬/৬৫৭/৬৫৮/৬৫৯/৬৬০/৬৬১/৬৬২/৬৬৩/৬৬৪/৬৬৫/৬৬৬/৬৬৭/৬৬৮/৬৬৯/৬৭০/৬৭১/৬৭২/৬৭৩/৬৭৪/৬৭৫/৬৭৬/৬৭৭/৬৭৮/৬৭৯/৬৮০/৬৮১/৬৮২/৬৮৩/৬৮৪/৬৮৫/৬৮৬/৬৮৭/৬৮৮/৬৮৯/৬৯০/৬৯১/৬৯২/৬৯৩/৬৯৪/৬৯৫/৬৯৬/৬৯৭/৬৯৮/৬৯৯/৭০০/৭০১/৭০২/৭০৩/৭০৪/৭০৫/৭০৬/৭০৭/৭০৮/৭০৯/৭১০/৭১১/৭১২/৭১৩/৭১৪/৭১৫/৭১৬/৭১৭/৭১৮/৭১৯/৭২০/৭২১/৭২২/৭২৩/৭২৪/৭২৫/৭২৬/৭২৭/৭২৮/৭২৯/৭৩০/৭৩১/৭৩২/৭৩৩/৭৩৪/৭৩৫/৭৩৬/৭৩৭/৭৩৮/৭৩৯/৭৪০/৭৪১/৭৪২/৭৪৩/৭৪৪/৭৪৫/৭৪৬/৭৪৭/৭৪৮/৭৪৯/৭৫০/৭৫১/৭৫২/৭৫৩/৭৫৪/৭৫৫/৭৫৬/৭৫৭/৭৫৮/৭৫৯/৭৬০/৭৬১/৭৬২/৭৬৩/৭৬৪/৭৬৫/৭৬৬/৭৬৭/৭৬৮/৭৬৯/৭৭০/৭৭১/৭৭২/৭৭৩/৭৭৪/৭৭৫/৭৭৬/৭৭৭/৭৭৮/৭৭৯/৭৮০/৭৮১/৭৮২/৭৮৩/৭৮৪/৭৮৫/৭৮৬/৭৮৭/৭৮৮/৭৮৯/৭৯০/৭৯১/৭৯২/৭৯৩/৭৯৪/৭৯৫/৭৯৬/৭৯৭/৭৯৮/৭৯৯/৮০০/৮০১/৮০২/৮০৩/৮০৪/৮০৫/৮০৬/৮০৭/৮০৮/৮০৯/৮১০/৮১১/৮১২/৮১৩/৮১৪/৮১৫/৮১৬/৮১৭/৮১৮/৮১৯/৮২০/৮২১/৮২২/৮২৩/৮২৪/৮২৫/৮২৬/৮২৭/৮২৮/৮২৯/৮৩০/৮৩১/৮৩২/৮৩৩/৮৩৪/৮৩৫/৮৩৬/৮৩৭/৮৩৮/৮৩৯/৮৪০/৮৪১/৮৪২/৮৪৩/৮৪৪/৮৪৫/৮৪৬/৮৪৭/৮৪৮/৮৪৯/৮৫০/৮৫১/৮৫২/৮৫৩/৮৫৪/৮৫৫/৮৫৬/৮৫৭/৮৫৮/৮৫৯/৮৬০/৮৬১/৮৬২/৮৬৩/৮৬৪/৮৬৫/৮৬৬/৮৬৭/৮৬৮/৮৬৯/৮৭০/৮৭১/৮৭২/৮৭৩/৮৭৪/৮৭৫/৮৭৬/৮৭৭/৮৭৮/৮৭৯/৮৮০/৮৮১/৮৮২/৮৮৩/৮৮৪/৮৮৫/৮৮৬/৮৮৭/৮৮৮/৮৮৯/৮৯০/৮৯১/৮৯২/৮৯৩/৮৯৪/৮৯৫/৮৯৬/৮৯৭/৮৯৮/৮৯৯/৯০০/৯০১/৯০২/৯০৩/৯০৪/৯০৫/৯০৬/৯০৭/৯০৮/৯০৯/৯১০/৯১১/৯১২/৯১৩/৯১৪/৯১৫/৯১৬/৯১৭/৯১৮/৯১৯/৯২০/৯২১/৯২২/৯২৩/৯২৪/৯২৫/৯২৬/৯২৭/৯২৮/৯২৯/৯৩০/৯৩১/৯৩২/৯৩৩/৯৩৪/৯৩৫/৯৩৬/৯৩৭/৯৩৮/৯৩৯/৯৪০/৯৪১/৯৪২/৯৪৩/৯৪৪/৯৪৫/৯৪৬/৯৪৭/৯৪৮/৯৪৯/৯৫০/৯৫১/৯৫২/৯৫৩/৯৫৪/৯৫৫/৯৫৬/৯৫৭/৯৫৮/৯৫৯/৯৬০/৯৬১/৯৬২/৯৬৩/৯৬৪/৯৬৫/৯৬৬/৯৬৭/৯৬৮/৯৬৯/৯৭০/৯৭১/৯৭২/৯৭৩/৯৭৪/৯৭৫/৯৭৬/৯৭৭/৯৭৮/৯৭৯/৯৮০/৯৮১/৯৮২/৯৮৩/৯৮৪/৯৮৫/৯৮৬/৯৮৭/৯৮৮/৯৮৯/৯৯০/৯৯১/৯৯২/৯৯৩/৯৯৪/৯৯৫/৯৯৬/৯৯৭/৯৯৮/৯৯৯/১০০০

পঞ্চম অধ্যায়

ইবনে সাইয়্যাদের ঘটনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইবনে সাইয়্যাদ ছিল কাকের

হাদীস : ৫১৩৮ ॥ হযরত আব্দুল্লাহ বিনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, একদিন (আমার পিতা) ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) একদল সাহাবার সাথে রাসূল (স)-এর সাথে ইবনে সাইয়্যাদের কাছে গমন করলেন। তাঁরা সবাই ইবনে সাইয়্যাদকে বনী মাগালার টিলার পাদদেশে অন্যান্য বালকদের সাথে খেলাধুলা করতে দেখতে পান। সে সময় ইবনে সাইয়্যাদ সাবালকত্বে পৌঁছার কাছাকাছি বয়সি ছিল। কিন্তু সে রাসূল (স)-এর আগমন অনুভব করতে পারেনি, অবশেষে রাসূল (স) তার পিঠে হাত মেরে বললেন, তুমি কি সাক্ষ্য প্রদান কর যে, আমি আল্লাহর রাসূল? তখন সে তাঁর দিকে তাকিয়ে বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি উম্মীদের রাসূল। অতপর ইবনে সাইয়্যাদ রাসূল (স)-কে লক্ষ্য করে বলল, আপনি কি সাক্ষ্য প্রদান করেন যে, আমি (ইবনে সাইয়্যাদ) আল্লাহর রাসূল? তখন রাসূল (স) তাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলদের প্রতি ঈমান এনেছি। এরপর তিনি ইবনে সাইয়্যাদকে জিজ্ঞেস করলেন; তুমি কি দেখতে পাও? সে বলল, আমার কাছে সত্যবাদী (ফেরেশতা) ও মিথ্যাবাদী (শয়তান) উভয়ই আগমন করে থাকে। তখন রাসূল (স) বললেন; তোমার কাছে প্রকৃত ব্যাপার এলোমেলো হয়ে গিয়েছে। রাসূল (স) বললেন; আমি (আমার অন্তরে) একটি বিষয় তোমার কাছে গোপন করেছি, (যদি পার তা কি বলে দাও।) বর্ণনাকারী বলেন, সেই সময় রাসূল (স) তা থেকে গোপন রাখলেন। ইবনে সাইয়্যাদ বলল, লুক্কায়িত কথা হল, 'দোখ' (ধোয়া)। রাসূল (স) বললেন;

তুমি দূর হও। তুমি কখনো নিজের সীমার বাইরে যেতে পারবে না। এ সময় ওমর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে অনুমতি প্রদান করুন, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেই। উত্তরে (স) বললেন; এটা যদি সেই (দাজ্জাল) হয়, তাহলে তুমি তাকে কাবু করতে সক্ষম হবে না। আর যদি সে না হয়, তাহলে তাকে হত্যা করায় কোনো মঙ্গল নেই।

ইবনে ওমর (রা) বলেন এরপর একদিন রাসূল (স) ও হযরত উবাই ইবনে কা'ব আনসারী (রা) সেই খেজুর বাগানের দিকে রওয়ানা হলেন, যেখানে ইবনে সাইয়্যাদ ছিল। তিনি খেজুর গাছের আড়ালে লুকিয়ে অগ্রসর হলেন, তাঁর লক্ষ্য ছিল, ইবনে সাইয়্যাদ তাঁকে দেখার আগেই তিনি তার কিছু কথা শুনে নিবেন। তখন ইবনে সাইয়্যাদ একখানা চাদর জড়িয়ে তার বিছানায় শোনা ছিল এবং গুনগুন শব্দ করছিল। তখন ইবনে সাইয়্যাদের মা দেখতে পেল, রাসূল (স) খেজুর গাছের শাখার আড়ালে রয়েছেন। সুতরাং সে ইবনে সাইয়্যাদকে ডাক দিল, হে ছাফ! আর এটা ইবনে সাইয়্যাদের নাম, এ যে মুহাম্মদ! তৎক্ষণাৎ ইবনে সাইয়্যাদ নিবৃত্ত হয়ে গেল। (স) বললেন; যদি তার মা তাকে অমনি থাকতে দিত, তাহলে সবকিছু স্পষ্ট হয়ে যেত। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, এরপর রাসূল (স) জনগণের মধ্যে (ভাষণ দিতে) দাঁড়ালেন। আল্লাহর যথোপযুক্ত প্রশংসা করে দাজ্জালের বিষয় উল্লেখ করে বললেন; আমি অবশ্যই তোমাদের দাজ্জাল সম্পর্কে বিশেষভাবে সাবধান করে দিচ্ছি। বস্তুত এমন কোনো নবী অতীত হননি যিনি তাঁর জাতিকে দাজ্জাল সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করেননি। নূহ (আ)-ও তাঁর জাতিকে ভয় প্রদর্শন করেছেন; কিন্তু আমি তার সম্পর্কে এমন একটি কথা বলতে চাই, যা অন্য কোনো নবী তাঁর জাতিকে বলেননি। তোমারা জেনে রাখ, যে (দাজ্জাল) কানা। আর তোমরা এটাও জেনে রাখ যে, আব্দুল্লাহ কানা নহেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

ইবনে সাইয়্যাদ শয়তানের সিংহাসন দেখতে

হাদীস : ৫১৩৯ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) আবু বকর ও ওমর (রা)-এর সাথে মদীনার কোনো এক পথে ইবনে সাইয়্যাদের দেখা হল, তখন রাসূল (স) তাকে বললেন, তুমি কি একটা সাক্ষ্য দাও যে, আমি আব্দুল্লাহর রাসূল? সে বলল, আপনি কি সাক্ষ্য দেন যে, আমি আব্দুল্লাহর রাসূল? জবাবে রাসূল (স) বললেন; আমি আব্দুল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাকুলের প্রতি, তাঁর নাযিলকৃত কিতাবসমূহের প্রতি এবং তাঁর প্রেরিত সকল রাসূলদের প্রতি ঈমান এনেছি। অতপর রাসূল (স) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি দেখতে পাও? সে বলল, আমি পানির উপরে একখানা সিংহাসন দেখতে পাই। তখন রাসূল (স) বললেন, তুমি সাগরের উপর ইবলিসের সিংহাসন দেখ। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, তুমি আর কি দেখতে পাও? সে বলল, দুজন সত্যবাদী এবং একজন মিথ্যাবাদী অথবা বলল, দুজন মিথ্যাবাদী এবং একজন সত্যবাদীকে দেখতে পাই। তখন রাসূল (স) বললেন, বিষয়টি তার উপর এলোমেলো হয়ে পড়েছে। সুতরাং তোমরা তাকে পরিত্যাগ কর। -(মুসলিম)

বেহেশতের মাটি হবে সাদা

হাদীস : ৫১৪০ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত ইবনে সাইয়্যাদ রাসূল (স)-কে জান্নাতের মাটি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। তিনি বললেন, তা ময়দার মত সাদা এবং খালেছ কস্তুরীর মত (সুগন্ধি) হবে। -(মুসলিম)

দাজ্জাল ক্রোধান্বিত হয়ে বের হবে

হাদীস : ৫১৪১ ॥ হযরত নাফে (রা) বলেন, একদিন মদীনার কোনো এক রাস্তায় ইবনে সাইয়্যাদের সাথে হযরত ইবনে ওমরের সাক্ষাৎ হল। তখন হযরত ইবনে ওমর তাকে এমন একটি কথা বললেন, যাতে সে অত্যন্ত রাগান্বিত হল। এমনকি গোসসায় সে এমনভাবে ফুলে উঠল যেন গাল ভরে গেল। অতপর ইবনে ওমর তাঁর ভগ্নি হাফসার কাছে গেলেন। এবং হাফসার কাছে সে খবরটি আগেই পৌঁছেছিল। তখন হাফসা তাঁকে বললেন, আব্দুল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করুন! তুমি ইবনে সাইয়্যাদ থেকে কি জানতে চেয়েছিলে? তুমি কি জান না, রাসূল (স) বলেছেন, দাজ্জাল কোনো এক ব্যাপারে ক্ষুব্ধ হয়ে অত্যধিক ক্রোধান্বিত অবস্থায় বের হবে। -(মুসলিম)

টীকা

হাদীস নং ৫১৩৮ ॥ ইবনে সাইয়্যাদ মদীনার এক ইহুদি সন্তান। সে জ্যোতিষী বা গণক হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিল। তার তেলেসমাপ্তি কর্মকাণ্ডে প্রথম-প্রথম সাহায্যে কেরামদের ধারণা হয়েছিল, এটাই দাজ্জাল অথবা দাজ্জালের মধ্যে অন্যতম। অবশ্য পরে সে ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

ইবনে সাইয়্যাদকে দাজ্জাল বলা হত

হাদীস : ৫১৪২ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, একবার আমি ইবনে ছাইয়্যাদের সাথে মক্কার পথের যাত্রী হলাম। সে আমাকে বলল, আমি লোকের পক্ষ থেকে আশ্চর্যজনক ধারণার সামনা সামনি হয়েছি। লোকেরা বলে, আমিই দাজ্জাল। আপনি কি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছেন যে, দাজ্জালের কোনো সন্তানাদি হবে না? অথচ আমার সন্তানাদি আছে। তিনি কি এ কথাটি বলেননি যে, সে কাফের? অথচ আমি একজন মুসলমান। তিনি কি এ কথাটি বলেননি যে, সে মক্কা এবং মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না? অথচ আমি মদীনা থেকে আসছি এবং মক্কায় যাচ্ছি। আবু সাঈদ খুদরী বলেন, অতপর সে আমাকে শেষ কথাটি বলল যে, আল্লাহর কসম! জেনে রাখুন, আমি তার (অর্থাৎ দাজ্জালের) জন্ম, সময়, জন্মস্থান এবং বর্তমানে সে কোথায় থাকে নিশ্চিতভাবে জানি এবং আমি তার বাপ-মাকেও চিনি। আবু সাঈদ খুদরী বলেন, তার এ শেষ কথাটি আমাকে সন্দেহে ফেলে দিল। তখন আমি বললাম, তোমার সারা জীবন অমঙ্গল হোক, তখন (সফর সঙ্গীদের) কেউ বলল, তুমি কি এতে সন্তুষ্ট হবে যে, তুমিই সে (ব্যক্তি)? সে বলল, যদি দাজ্জালের পদবী (গুণাবলি) আমাকে প্রদান করা হয়, তাহলে আমি তাকে অপছন্দ করব না। -(মুসলিম)

ইবনে সাইয়্যাদের নাকের ছিদ্র দিয়ে গাধার ন্যায় আওয়াজ হত

হাদীস : ৫১৪৩ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, একদিন আমি ইবনে সাইয়্যাদের সাথে সাক্ষাৎ করলাম, দেখলাম তার চোখ ফোলা ফোলা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কখন থেকে তোমার চোখের এ অবস্থা, যা আমি দেখছি? সে বলল, আমি জানি না। তখন আমি বললাম, তুমি জান না অথচ তা তোমার মাথায় রয়েছে? তখন সে বলল, যদি আল্লাহ ইচ্ছে করেন, তবে তিনি তোমার লাঠির মধ্যেও দৃষ্টিশক্তি সৃষ্টি করতে সক্ষম। ইবনে ওমর (রা) বলেন, অতপর আমি তার নাকের ছিদ্র থেকে গাধার আওয়াজের চাইতেও বিকট আওয়াজ শুনতে পাই। -(মুসলিম)

ইবনে সাইয়্যাদের চেহারা ছিল দাজ্জালের মত

হাদীস : ৫১৪৪ ॥ মুহাম্মদ ইবনুল মুনকাদির বলেন, আমি হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহকে দেখেছি, তিনি আল্লাহর কসম করে বলতেন যে, ইবনে সাইয়্যাদই দাজ্জাল। তখন আমি বললাম, আপনি আল্লাহর কসম করে বলছেন? জবাবে তিনি বললেন, আমি হযরত ওমর (রা)-কে এ সম্পর্কে রাসূল (স)-এর সামনে কসম করে বলতে শুনেছি, অথচ রাসূল (স) এতে কোনো আপত্তি করেননি। -(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইবনে ওমর (রা) ইবনে সাইয়্যাদকে সম্মান করতেন

হাদীস : ৫১৪৫ ॥ নাক্ফে (র.) বলেন, হযরত ইবনে ওমর (রা) বলতেন, ইবনে সাইয়্যাদ যে মাসীহে দাজ্জাল, এতে আমার কোনো সন্দেহ নেই। -(আবু দাউদ ও বায়হাকী কিতাবুল বাছে ওয়ানুশুরে)

ইবনে সাইয়্যাদ হারিয়ে গেল

হাদীস : ৫১৪৬ ॥ হযরত জাবির (রা) বলেন, হাররা যুদ্ধের দিন থেকে আমরা ইবনে সাইয়্যাদকে আর খুঁজে পাইনি। -(আবু দাউদ)

ইবনে সাইয়্যাদের চোখ ঘুমায় অন্তর ঘুমায় না

হাদীস : ৫১৪৭ ॥ হযরত আবু বাকরা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দাজ্জালের পিতা-মাতা ত্রিশ বছর পর্যন্ত নিঃসন্তান থাকবে। অতপর তাদের এমন একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, যে হবে কানা, লম্বা লম্বা দাঁতবিশিষ্ট ও অপদার্থ। তার চক্ষুদ্বয় নিদ্রা যাবে, কিন্তু তার অন্তর ঘুমাবে না। অতপর রাসূল (স) তার পিতা-মাতার অবস্থা বললেন; তার পিতা হবে হালকা দেহ বিশিষ্ট, ছিপছিপে লম্বা, তার নাক হবে পাখির ঠোঁটের মত সরু। আর তার মাতা হবে স্থূল দেহবিশিষ্ট, হাত দুটি লম্বা লম্বা। আবু বাকরা বলেন, মদীনার ইহুদীদের ঘরে এ জাতীয় একটি সন্তান জন্ম হওয়ার কথা আমরা শুনতে পেলাম। তখন আমি ও যুবায়র ইবনুল আওয়াম তাকে দেখতে গেলাম এবং তার পিতা-মাতার কাছে পৌঁছে দেখলাম, রাসূল (স) তাদের উভয়ের বিষয়ে যেরূপ বর্ণনা করেছিলেন তারা অবিকল সেরূপই। অতপর আমরা তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমাদের কোনো সন্তান আছে কি? তারা বলল, ত্রিশ বছর পর্যন্ত আমরা নিঃসন্তান ছিলাম, অতপর আমাদের এমন একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে, যে কানা, বড় বড় দাঁতবিশিষ্ট ও অপদার্থ। তার চোখ ঘুমায়, কিন্তু তার অন্তর ঘুমায় না। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর আমরা তাদের কাছ থেকে বের হয়ে দেখি যে, সে সন্তান একটি চাদর মুড়ি দিয়ে রৌদ্রের মধ্যে শুয়ে আছে এবং তা থেকে গুনগুন শব্দ শুনতে পাচ্ছি। তখন সে মাথা থেকে চাদর সরিয়ে বলল, তোমরা দু জনে কি কথা বলেছ? আমরা জিজ্ঞেস করলাম, আমরা যা বলেছি তুমি কি তা শুনছ? সে বলল, হ্যাঁ, শুনেছি। আমার চোখ নিদ্রা যায়, কিন্তু আমার অন্তর ঘুমায় না। -(তিরমিযী)

৫১৪০-১১ ৫৫

রাসূল (স) ইবনে সাইয়্যাদকে দেখতে গেলেন

হাদীস : ৫১৪৮ ॥ হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, একসময় মদীনার জনৈক মহিলা এমন একটি পুত্র সন্তান জন্ম দিল, যার এক চোখ মুছান, মাড়ির দাঁতগুলো মুখের বাইরে পর্যন্ত লম্বা, এতে রাসূল (স) আশংকা করলেন যে, হয়ত সে দাঙ্গাল। অতপর একদিন তিনি তাকে দেখলেন, সে একখানা চাদর মুড়ি দিয়ে শুইয়ে গুনগুন করছে, তখন তার মা তাকে ডেকে বলল, হে আব্দুল্লাহ! এ যে আবুল কাসেম (স)। তখন সে চাদরের ভিতর থেকে বের হল, এ সময় রাসূল (স) বিরক্তির সুরে বললেন, এ মহিলাটির কি হল! আব্দুল্লাহ তাকে ধ্বংস করুন, যদি সে তাকে আপন অবস্থায় ছেড়ে দিত, তাহলে প্রকৃত অবস্থা উদ্ঘাটিত হয়ে যেত। অতপর বর্ণনাকারী জাবির হযরত ইবনে ওমরের বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তখন হযরত ওমর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলান্নাহ! আমাকে অনুমতি দিন, আমি তাকে হত্যা করে ফেলি। রাসূল (স) বললেন; যদি সে প্রকৃত দাঙ্গালই হয়, তবে তুমি তার হস্তা নও; বরং তার হস্তা হলেন হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম। আর যদি সে প্রকৃত দাঙ্গালই না হয়, তাহলে এমন এক লোককে হত্যা করা তোমার অধিকারে নেই, যে নিরাপত্তা চুক্তির আওতায় রয়েছে। বর্ণনাকারী জাবির (রা) বলেন, রাসূল (স) তখন থেকে ও আশংকা করতেন যে, হয়ত সে (ইবনে সাইয়্যাদ)-ই প্রকৃত দাঙ্গাল। -(শরহে সুন্নাহ)

ষষ্ঠ অধ্যায়

হযরত ঈসা (আ)-এর প্রতি গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

হযরত ঈসা (আ) হবেন ন্যায়পরায়ণ শাসক

হাদীস : ৫১৪৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, নিশ্চয় ইবনে মারইয়াম ন্যায়পরায়ণ শাসকরূপে অবতরণ করবেন। তিনি শূলি ভেঙ্গে ফেলবেন, শূকর হত্যা করবেন, জিযিয়া প্রথা রহিত করে দিবেন। লোকেরা জোয়ান জোয়ান তাজা-তাগড়া উষ্ট্রসমূহ ছেড়ে দিবে, অথচ কেউ তার প্রতি জ্রঞ্জেপও করবে না। মানুষের অন্তর থেকে কার্পণ্য, হিংসা ও বিদ্বেষ সমূলে দূর হয়ে যাবে। এবং হযরত ঈসা (আ) মানুষদেরকে মাল প্রদানের জন্য ডাকবেন, কিন্তু কেউ তা গ্রহণ করবে না। -মুসলিম। বোখারী ও মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় আছে, রাসূল (স) বলেছেন, তখন তোমাদের অবস্থা কেমন হবে? যখন ইবনে মরিয়ম তোমাদের মাঝে অবতরণ করবেন এবং ইমাম হবেন তোমাদের মধ্য হতে

একদল লোক সত্যের সংগ্রাম করবে

হাদীস : ৫১৫০ ॥ হযরত জাবির (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমার উম্মতের একদল লোক সত্যের ওপরে বহাল থেকে বিজয়ীরূপে কিয়ামত পর্যন্ত সংগ্রাম করতে থাকবে। রাসূল (স) বলেন, অতপর হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম অবতরণ করবেন। সেই সময়ের লোকদের আমীর বা নেতা তাঁকে বলবেন, আপনি এ দিকে আসুন এবং লোকদেরকে নামায পড়িয়ে দিন। তিনি বলবেন, না; বরং তোমার পরস্পরে পরস্পরের ইমাম। আর এটা এ জন্য যে, আব্দুল্লাহ তায়াল্লা এ উম্মতকে মর্যাদা দান করেছেন। -(মুসলিম)

হযরত ঈসা (আ) অবতরণ করলে সবাই ঈমান আনবে

হাদীস : ৫১৫১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সে সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! অচিরেই ইবনে মারইয়াম ন্যায়পরায়ণ শাসক হিসেবে তোমাদের মধ্যে অবতরণ করবেন। তিনি (খ্রিস্টান ধর্মের প্রতীক) শূলি ভেঙ্গে ফেলবেন, শূকর হত্যা করবেন, জিযিয়া প্রথা বিলুপ্ত করবেন এবং মাল-সম্পদের এত প্রাচুর্য হবে যে, কেউই তা গ্রহণ করবে না। সে সময় একটি সিঁজদা দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে তার চেয়ে অধিক উত্তম হবে। অতপর আবু হুরায়রা (রা) বলেন, যদি তোমরা চাও এ আয়াতটি পাঠ কর।

وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل مونه الاية

অর্থঃ, হযরত ঈসা (আ)-এর ওফাতের আগে প্রতিটি আহলে কিতাব তাঁর উপরে ঈমান আনবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হযরত ঈসা (আ) পয়তাল্লিশ বছর জীবিত থাকবেন

হাদীস : ৫১৫২ ॥ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ) যমীনে অবতরণ করবেন, এরপর তিনি বিবাহ করবেন এবং তাঁর সম্বানাদিও জন্মলাভ করবে এবং তিনি পয়তাল্লিশ বছর অবস্থান করবেন। অতপর তিনি ইন্তেকাল করবেন। তাঁকে আমার সাথে আমার কবরের সাথে দাফন করা হবে। কিয়ামতের দিন আমি ও ঈসা ইবনে মারইয়াম একই কবরস্থান থেকে আবু বকর ও ওমর (রা)-এর মাঝখান থেকে উথিত হব। -(ইবনে জাওযী তাঁর 'আল-ওয়াফা' গ্রন্থে)

হাফ্‌য-১১৫২

সপ্তম অধ্যায়

কিয়ামত নিকটবর্তী ও তা সংঘটিত হওয়ার বর্ণনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

নবীর আগমনেই কিয়ামত সংগঠিত হওয়ার ইঙ্গিত

হাদীস : ৫১৫৩ ॥ শো'বা কাতাদাহ থেকে তিনি হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন রাসূল (স) বলেছেন, আমি ও কিয়ামত এ দুটি অঙ্গুলীর মত প্রেরিত হয়েছে। শো'বা বলেন, আমি কাতাদাহকে বলতে শুনেছি, তিনি এ হাদিসটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন, যেমন মধ্যমা ও তর্জনী (শাহাদাত) অঙ্গুলীর মধ্যে একটি আরেকটি থেকে কিছু বর্ধিত। অতপর শো'বা বলেন, আমি বলতে পারি না, এ ব্যাখ্যাটি কি কাতাদাহ হযরত আনাস (রা) থেকে শুনে বলেছেন, নাকি কাতাদাহ নিজেই বলেছেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

সাহাবীদের বেঁচে থাকার সময়

হাদীস : ৫১৫৪ ॥ হযরত জাবির (রা) রাসূল (স) ওফাতের একমাস আগে বলেন, তোমরা আমাকে জিজ্ঞেস করেছ কিয়ামত কখন হবে? অথচ তা একমাত্র আল্লাহই জানেন। আমি আল্লাহর কসম করে বলছি! বর্তমানে এ ভূপৃষ্ঠে যে ব্যক্তিই বেঁচে আছে, একশত বছর অতিক্রম হওয়া পর্যন্ত তাদের কেউই জীবিত থাকবে না। -(মুসলিম)

একশত বছরের মাথায় কেউ জীবিত থাকবে না

হাদীস : ৫১৫৫ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, আজ যারা ভূপৃষ্ঠে বেঁচে আছে, একশত বছর অতিক্রান্ত হতেই এদের কেউ জীবিত থাকবে না। -(মুসলিম)

কিয়ামতের সময় সম্পর্কে রাসূলের বাণী

হাদীস : ৫১৫৬ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, অনেক বেদুঈন লোকই রাসূল (স)-এর কাছে জিজ্ঞেস করত, কিয়ামত কখন হবে? তখন তিনি তাদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠের প্রতি নজর করে বলতেন, এ বালকটি যদি জীবিত থাকে, তবে সে বৃদ্ধ হওয়ার আগেই তোমাদের ওপর কিয়ামত ঘটে যাবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কিয়ামত খুব নিকটবর্তী

হাদীস : ৫১৫৭ ॥ হযরত মুসতাওরিদ ইবনে শাদ্দাদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, আমি কিয়ামতের সূচনাতোই প্রেরিত হয়েছি। অবশ্য আমি তা থেকে এতটুকু পরিমাণ আগে আগমন করেছি, যে পরিমাণ এ অঙ্গুলীহতে বেড়ে রয়েছে। এ কথা বলে তিনি নিজের তর্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলীর প্রতি ইঙ্গিত করলেন। -(তিরমিযী) হাফ্‌য-১১৫৭

অর্ধদিনের সময়ের পরিমাণ হবে পাঁচশত বছর

হাদীস : ৫১৫৮ ॥ হযরত সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, আমি আশাবাদী যে, আমার উম্মত তাদের পরওয়ারদিগারের কাছে এত অসহায় নয় যে, তিনি তাদেরকে অর্ধ দিনেরও অবকাশ দিবেন না। হযরত সাদকে জিজ্ঞেস করা হল, সে অর্ধদিনের পরিমাণ কত? উত্তরে তিনি বললেন, পাঁচশত বছর। -(আবু দাউদ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দুনিয়ায় স্থায়িত্ব খুব অল্প হবে

হাদীস : ৫১৫৯ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, এ দুনিয়ার স্থায়িত্বের উদাহরণ হল, যেমন কোনো ব্যক্তি একটি কাপড়ের প্রথম থেকে ফেঁড়ে শেষ পর্যন্ত পৌঁছেছে এবং মাত্র একখানা সুতার মধ্যে উভয় খণ্ড আটকিয়ে রয়েছে। আর অচিরেই তাও ছিঁড়ে যাবে। -(বায়হাকী শোআবুল ঈমানে)

অষ্টম অধ্যায়

কিয়ামতের ফল ভোগ করবে নিকৃষ্ট লোকেরা

প্রথম পরিচ্ছেদ

নিকৃষ্ট মানুষের উপরই কিয়ামত আসবে

হাদীস : ৫১৬০ ॥ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, নিকৃষ্ট মানুষের উপরই কিয়ামত কায়ম হবে। -(মুসলিম)

যুলখালাসা একটি মূর্তির নাম

হাদীস : ৫১৬১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত কায়ম হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত 'যুলখালাসা' মূর্তির কাছে দাউস গোত্রীয় রমণীদের নিতম্ব দুলবে না। 'যুলখালাসা' দাউস গোত্রের একটি মূর্তি ছিল, জাহেলী যুগে তারা এর পূজা করত। -(বোখারী ও মুসলিম)

মানুষ আগের গোড়ামিতে ফিরে যাবে

হাদীস : ৫১৬২ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, 'লাত ও উযয়া' এ মূর্তিদ্বয়ের পূজা না করা পর্যন্ত দিন ও রাত শেষ হবে না। হযরত আয়েশা বলেন, আমি আরম্ভ করলাম, ইয়া রাসূল্লাহ! আমার ধারণা ছিল, যখন আল্লাহ তায়ালা আয়াতটি নাখিল করেছেন, তখন মূর্তিপূজার দিন শেষ হয়ে গিয়েছে। উত্তরে রাসূল (স) বললেন, যতদিন আল্লাহ চাইবেন, ততদিন এ অবস্থায় থাকবে। অতপর আল্লাহ তায়ালা একটি সুগন্ধময় বাতাস প্রবাহিত করবেন, তাতে এসব ব্যক্তিদের মৃত্যু ঘটেবে, যাদের অন্তরে সরিষা পরিমাণও ঈমান থাকবে। অতপর কেবলমাত্র ঐ সকল লোকই অবশিষ্ট থাকবে যাদের মধ্যে সামান্য পরিমাণও ঈমান থাকবে না তারা তাদের বাপ-দাদার ধর্মের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। -(মুসলিম)

কিয়ামত হবে যখন মানুষ আল্লাহকে স্মরণ করবে না

হাদীস : ৫১৬৩ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামত তখনোই সংঘটিত হবে, যখন যমীনের মধ্যে আল্লাহ বলার মত কেউই থাকবে না। অপর এক বর্ণনায় আছে-এমন কোনো ব্যক্তির উপরে কিয়ামত কায়ম হবে না, যে আল্লাহ আল্লাহ বলেছে। -(মুসলিম)

দাজ্জালের আবির্ভাবে মানুষের সংকটময় অবস্থা হবে

হাদীস : ৫১৬৪ ॥ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দাজ্জাল বের হবে এবং সে চল্লিশ দিন অথবা মাস অথবা বছর, এর কোনটি বলেছেন? অতপর আল্লাহ তায়ালা হযরত ঈসা ইবনে মারিয়াম (আ)-কে প্রেরণ করবেন। দেখতে তিনি উরওয়া ইবনে মাসউদের সদৃশ। তিনি দাজ্জালের খোঁজ করবেন এবং তিনি তাকে হত্যা করবেন। হযরত ঈসা (আ) সাত বছর এ যমিনে অবস্থান করবেন, সে যমানায় দুজন লোকের মধ্যেও শত্রুতা থাকবে না। অতপর আল্লাহ তায়ালা সিরিয়ার দিক থেকে একটি শীতল বায়ু প্রবাহিত করবেন, উক্ত বায়ু ভূপৃষ্ঠে এমন একজন লোককেও জীবিত রাখবে না, যার অন্তরে রেণু-কণা পরিমাণ নেকী বা ঈমান থাকবে। যদি সে তোমাদের কেউ পাহাড়ের অভ্যন্তরেও আত্মগোপন করে, উক্ত বায়ু সেখানে প্রবেশ করেও তার রূহ কবয় করবে। তিনি বলেছেন, অতপর কেবলমাত্র নিকৃষ্ট ফাসেক ও বদকার লোকগুলোই অবশিষ্ট থেকে যাবে। তারা বদ কাজে পাখীদের মত দ্রুতগামী এবং খুনখারাবীতে হিংস্র জন্তুর মত পাষণ্ড হবে। ভালো-মন্দ তারতম্য করার কোনো যোগ্যতা তাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকবে না তখন শয়তান একটি আকৃতি ধারণ করে তাদের কাছে আসবে এবং বলবে, তোমাদের কি লজ্জাবোধ হয় না? তখন লোকেরা বলবে, আচ্ছা তুমি বল আমাদের কি করা উচিত। অতপর শয়তান তাদেরকে মূর্তিপূজার নির্দেশ করবে। এ অবস্থায় তারা অতি সুখ-স্বাচ্ছন্দে ও ভোগ-বিলাসে জীবন-যাপন করতে থাকবে। অতপর সিঙ্কায় ফুঁক দেয়া হবে এবং যে ব্যক্তিই উক্ত আওয়াজ শুনবে, সে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় এদিক-সেদিক মাথা ঘুরাতে থাকবে। রাসূল (স) বলেন, সর্বপ্রথম উক্ত আওয়াজ সে ব্যক্তিই শুনতে পাবে, যে তার উটের জন্য পানির চৌবাচ্চা মেরামত কার্যে রত। তখন সে ভীত হয়ে সেখানেই মৃত্যুবরণ করবে এবং তার সাথে সাথে অন্যান্য লোকও মারা যাবে। অতপর আল্লাহ তায়ালা কুয়াশার মত খুব হালকা ধরনের বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। এতে ঐ সব দেহগুলো সজীব হয়ে ওঠবে, যেগুলো কবরের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে রয়েছিল। অতপর দ্বিতীয়বার সিঙ্কায় ফুঁক দেয়া হবে, তখন সব লোক উঠে দাঁড়াবে। অতপর ঘোষণা দেয়া হবে, হে

লোকসকল! তোমার দ্রুত তোমাদের পরওয়ারদিগারের দিকে ছুটে আস। তাদেরকে ঐখানে থামিয়ে রাখ, তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। অতপর ফেরেশতাদেরকে বলা হবে, ঐ সকল লোকদেরকে বের কর যারা জাহান্নাম-এর উপযোগী হয়েছে। তখন ফেরেশতাগণ বলবেন, কতজন থেকে কতজন বের করব? বলা হবে, প্রত্যেক হাজার থেকে নয়শত নিরানব্বইজনকে জাহান্নামের জন্য বের কর। এ পর্যন্ত বলা পর রাসূল (স) বললেন; তা সেদিন যেদিন সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে। **يوم يجعل الولدان شيبا** সেদিন শিশুদেরকে বৃদ্ধ করে ফেলবে।

يوم يكشف عن ساق অর্থাৎ সেদিন বিরাট সংকটময় অবস্থা প্রকাশ পাবে। -(মুসলিম)।

لانتقطع الهجرة হযরত মুআবিয়া (র.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীস তওবার অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

নবম অধ্যায়

সিঙ্গায় ফুৎকারের প্রতি গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

কিয়ামতের দিন আল্লাহ আসমান-যমিনকে দুহাতে ধরবেন

হাদীস : ৫১৬৫ ॥ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন আসমানসমূহকে গুটিয়ে নিবেন, অতপর তাকে ডান হাতে নিয়ে বলবেন, আমিই বাদশাহ, কোথায় দুনিয়ার অহংকারী ও স্বৈরাচারী যালিমরা? অতপর বাম হাতে যমীনসমূহকে পেঁচিয়ে নিবেন। আর এক বর্ণনায় আছে-যমীনসমূহকে অপর হাতে নিয়ে বলবেন, আমিই বাদশাহ, কোথায় স্বৈরাচারী যালিম ও অহংকারীগণ? -(মুসলিম)

একজন ইহুদী পাদ্রীর কিয়ামতের বর্ণনা

হাদীস : ৫১৬৬ ॥ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, একদিন জনৈক ইহুদী পাদ্রী রাসূল (স)-এর কাছে এসে বলল, ইয়া মুহাম্মদ! আমরা (তওরাতে দেখতে) পেয়েছি যে, আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন আকাশমন্ডলীকে এক আঙ্গুলের উপর স্থাপন করবেন। যমিনকে এক আঙ্গুলের উপর, পর্বতমালা ও বৃক্ষরাজিকে এক আঙ্গুলের উপর, পানি এবং কাদা মাটিকে এক আঙ্গুলের উপর আর অন্যান্য সমস্ত সৃষ্টিজগতকে এক আঙ্গুলের উপর স্থাপন করবেন। অতপর এ সব কিছুকে নাড়া দিয়ে বলবেন, আমিই বাদশাহ, আমিই আল্লাহ! ইহুদী পাদ্রীর কথা শুনে রাসূল (স) হেসে ফেললেন, যেন তিনি তার কথার সত্যতা স্বীকার করলেন। অতপর তিনি কুরআনের এ আয়াত পাঠ করলেন, **وما قدروا الله حق قدره الا به** (অর্থাৎ, আল্লাহর যতটুকু সম্মান করা দরকার ছিল তারা ততটুকু সম্মান করেনি, অথচ কিয়ামতের দিন সব দুনিয়া থাকবে তাঁর মুষ্টিতে এবং আকাশমন্ডলী থাকবে ডান হাতে গুটানো। তিনি পবিত্র, তারা যাকে শরীক করে তিনি তার উর্ধ্বে)। -(বোখারী ও মুসলিম)

মাটি মানুষকে খেয়ে ফেলবে

হাদীস : ৫১৬৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দুটি ফুৎকারের মধ্যখানে ব্যবধান হবে চল্লিশ। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, হে আবু হুরায়রা! চল্লিশ দিন? তিনি বললেন, আমি উত্তর দিতে অস্বীকার করি। অর্থাৎ, আমি জানি না। তারা জিজ্ঞেস করল, চল্লিশ মাস? তিনি বললেন, আমি উত্তর দিতে অস্বীকার করি। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, চল্লিশ বছর? তিনি বললেন, আমি উত্তর দিতে অস্বীকার করি। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, চল্লিশ বছর? তিনি বললেন, আমি উত্তর দিতে অস্বীকার করি। অতপর আল্লাহ তায়ালা আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, তখন মৃত দেহগুলো এমনভাবে জীবিত হয়ে উঠবে, যেমনিভাবে ঘাস-লতা ইত্যাদি গাঁজিয়ে ওঠে। অতপর রাসূল (স) বলেছেন, মেরুদন্ডের নিম্নাংশের একটি হাড় ছাড়া মানবদেহের সমস্ত কিছুই মাটিতে গলে বিলীন হয়ে যাবে এবং কিয়ামতের দিন সেই হাড়ি থেকে গোটা দেহের পুনর্গঠন করা হবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

আর মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় আছে-নবী (স) বলেছেন, মাটি আদম সন্তানের প্রতিটি অংশ খেয়ে ফেলবে, তবে তার মেরুদন্ডের নিম্নাংশ খাবে না। তা হতেই মানবদেহ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এটা থেকে তাকে পুস্তন করা হবে।

আল্লাহ কিয়ামতের দিন যমিনকে মুঠোয় ভরবেন

হাদীস : ৫১৬৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন যমীনকে মুষ্টির মধ্যে নিয়ে নিবেন, আর আসমানকে ডান হাতে পেঁচিয়ে নিবেন। অতপর বললেন, আমিই বাদশাহ, দুনিয়ার বাদশাহরা কোথায়?-(বোখারী ও মুসলিম)

কিয়ামতের দিন মানুষ থাকবে পুলসিরাতের উপর

হাদীস : ৫১৬৯ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স)-কে এ আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, **يوم تبدل الارض غير الارض والسموات الخ** (অর্থাৎ, যেদিন এ যমিনকে আরেক যমিন পরিবর্তন করা হবে এবং আকাশমন্ডলীকে আরেক আকাশে) সেদিন মানুষ সব কোথায় থাকবে? তিনি বললেন, 'পুলসিরাতের উপর'। -(মুসলিম)

সূর্য-চন্দ্রকে একত্রে পেঁচিয়ে নেয়া হবে

হাদীস : ৫১৭০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামতের দিন সূর্য ও চন্দ্রকে পেঁচিয়ে নেয়া হবে। -(বোখারী)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইস্রাফিল (আ) শিক্ষা মুখে রেখেছেন

হাদীস : ৫১৭১ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমি কিভাবে আরাম-আয়েশে থাকতে পারি? অথচ শিক্ষাওয়ালা (হযরত ইস্রাফীল) শিক্ষা মুখে রেখেছেন, কান ঝুঁকিয়ে রেখেছেন, মাথা নত করে রেখেছেন। তিনি শুধু এ প্রতীক্ষায় রয়েছেন যে, তাতে ফুক দেয়ার জন্য কখন নির্দেশ দেয়া হয়? এ কথা শুনে লোকেরা বলল, ইয়া রাসূলান্নাহ! যখন অবস্থা এরূপই, তাহলে আমাদের কি করতে নির্দেশ দেন? তিনি বললেন, তোমরা **حسبنا الله ونعم الوكيل** (অর্থাৎ আল্লাহই আমাদের জন্যে যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম কার্য-নির্বাহক) পড়তে থাক। -(তিরমিযী)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইস্রাফিলের শিক্ষা দেখতে শিং-এর মত

হাদীস : ৫১৭২ ॥ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, তা একটি শিং, যাতে একসময় ফুৎকার দেয়া হবে। -(তিরমিযী, আবু দাউদ ও দারেমী)

দুবার শিক্ষা ফুক দেয়া হবে

হাদীস : ৫১৭৩ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহর বাণী- **في النافور فاذا نفّر** এর মধ্যে 'নাফুর' দ্বারা শিক্ষা এবং **يوم ترجف الراجفة** এর মধ্যে 'রাজেফাহ' দ্বারা প্রথম ফুৎকার এবং **رادفة** 'রাদেফাহ' দ্বারা দ্বিতীয় ফুৎকারের অর্থ নেয়া হয়েছে। -(বোখারী)

ইস্রাফিল (আ)-এর দু পাশে দুজন ফেরেশতা থাকবেন

হাদীস : ৫১৭৪ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) শিক্ষা ফুৎকারকারীর (অর্থাৎ ইস্রাফীলের) আলোচনায় বলেছেন, তার ডান পাশে জিব্রীল (আ) এবং বাম পাশে মীকাদীল (আ) থাকবেন। ৫১৭৫-১১৬২

আল্লাহ মৃতকে জীবিত করবেন

হাদীস : ৫১৭৫ ॥ হযরত আবু রাযীন উকাইলী (রা) বলেন, একদিন আমি বললাম, ইয়া রাসূলান্নাহ! আল্লাহ তায়ালা তাঁর সৃষ্টি জগতকে কিভাবে পুনরুত্থিত করবেন, তাঁর মাখলুকের মধ্যে তার কোন নিদর্শন আছে কি? তিনি বললেন, আচ্ছা বল দেখি, (খরার সময়) তুমি তোমার এলাকার কোনো বিরান মাঠের ওপর দিয়ে অতিক্রম করনি? অতপর (বৃষ্টি বর্ষণের পরে) যখন তুমি যে মাঠের উপর দিয়ে অতিক্রম কর তখন তা বাতাসে দোলায়িত তরতাজা ঘাস ইত্যাদিতে পরিণত হয়ে যায়? আমি বললাম, হ্যাঁ, দেখেছি। এবার রাসূল (স) বললেন; আল্লাহর সৃষ্টি জগতে এটাই তার বাস্তব নিদর্শন। অনুরূপভাবেই আল্লাহ তায়ালা মৃতকে জীবিত করবেন। -(হাদিস দুটি রাযীন রেওয়ায়ত করেছেন)

দশম অধ্যায়

হাশরের বর্ণনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

লাল-সাদা মিশ্রিত যমিনে মানুষকে একত্রিত করা হবে

হাদীস : ৫১৭৬ ॥ হযরত সাহল ইবনে সাদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামতের দিন মানবমন্ডলীকে লাল-স্বেত মিশ্রিত এমন এক সমতল ভূমিতে জড় করা হবে যেমন তা সাফাই করা আটার রুটির মত। সে যমীনে কারো (ঘর বা ইমরাতের) কোনো চিহ্ন থাকবে না। -(বোখারী ও মুসলিম)

বেহেশতে প্রথম খানার বর্ণনা

হাদীস : ৫১৭৭ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামতের দিন দুনিয়ার এ যমীনটি হবে একটি রুটির মত, মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তাকে হাতের মধ্যে নিয়ে এমনভাবে উলট-পালট করবেন যেমন তোমাদের কেউ সফর অবস্থায় তাড়াহুড়া করে এ হাতে সে হাতে নিয়ে রুটি প্রস্তুত করে এবং এ রুটি দ্বারা বেহেশতবাসীদের আপ্যায়ন করা হবে। নবী (স)-এর আলোচনা এ পর্যন্ত পৌঁছলে অমনি জনৈক ইহুদী এসে বলল, হে আবুল কাসেম (স)! আল্লাহ রাহমানুর রহীম আপনার মঙ্গল করুন। আমি কি আপনাকে অবগত করব না যে, কিয়ামতের দিন জান্নাতবাসীদেরকে কি বস্তু দিয়ে সর্বপ্রথম আপ্যায়ন করা হবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, বল! সে বলল, এ যমিন হবে একটি রুটি, যেরূপ রাসূল (স) বলেছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, ইহুদীর কথা শুনে রাসূল (স) আমাদের দিকে তাকিয়ে এমনভাবে হাসলেন যে, তাঁর মাড়ির দাঁত পর্যন্ত প্রকাশ হয়ে পড়ল। অতপর ইহুদী বরল, আমি কি আপনাকে জ্ঞাত করব না যে, তাদের সে খাদ্যের তরকারি কি হবে? তা হবে বালাম ও নুন। সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন, তা আবার কি? সে বলল, ঘাড় ও মাছ। সে দুটির কলিজার উপরের বাড়তি যে গোশত তা সত্তর হাজার লোকে খাবে।—(বোখারী ও মুসলিম)

তিন প্রকার লোকের হাশর হবে

হাদীস : ৫১৭৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তিন প্রকার মানবমন্ডলীর হাশর হবে। জান্নাতের আকাঙ্ক্ষা, জাহান্নাম থেকে ভীত-সন্ত্রস্ত। আর একদল হবে এক উটে (সওয়ারীতে) দুজন, কোনো একটিতে তিন জন, কোনো উটে চার জন, আবার কোনো এক উটে দশ জন পালাক্রমে চড়বে। অবশিষ্ট আরেক দল—তাদেরকে আগুন জড় করবে। দিনের বেলায় তারা যেখানে অবস্থান করবে, আগুনও তথায় তাদের সাথে অবস্থান করবে। তারা রাতে যেখানে অবস্থান করবে, আগুনও তথায় তাদের সাথে রাতে অবস্থান করবে। অনুরূপভাবে ভোরে ও সন্ধ্যায় তারা যেখানে থাকবে, আগুনও তাদের সাথে সেখানে থাকবে।—(বোখারী ও মুসলিম)

বেদআতী লোকদের শাস্তি

হাদীস : ৫১৭৯ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামতের দিন তোমাদের নগ্নপদে, নগ্নদেহে ও খতনাবিহীন অবস্থায় জড় করা হবে। তারপর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করলেন—**كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نَعْبُدُ إِلَٰهَهُ** অর্থাৎ আমি তোমাদের পুনরায় আমার কাছে ফিরিয়ে আনব যেমন প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম। এটা আমার প্রতিশ্রুতি, যা আমি অবশ্যই পূরণ করব। অতপর তিনি বললেন, আর সর্বপ্রথম যাকে কাপড় পরিধান করান হবে, তিনি হবেন হযরত ইব্রাহিম (আ)। তিনি আরো বলেছেন; আমি দেখব যে, আমার উম্মতের কিছুসংখ্যক লোককে পাকড়াও করে বাম দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তখন আমি বলব, এরা যে আমার উম্মতের কিছু লোক, এরা যে আমার উম্মতের কিছু লোক। তখন রাক্বুল আলামীন বলবেন, যখন থেকে আপনি তাদেরকে রেখে বিচ্ছিন্ন হয়ে চলে এসেছেন, তখন হতেই তারা ধীনকে পরিত্যাগ করে উল্টা পথে চলেছিল। রাসূল (স) বলেন, তখন আমি আল্লাহর নেক বান্দা ঈসা (আ) যেমন বলেছিলেন অনুরূপ বলব, ‘আমি যতদিন তাদের মাঝে ছিলাম ততদিনই আমি তাদের অবস্থা অবগত ছিলাম...আপনি সর্বশক্তিমান ও মহাজ্ঞানী’ পর্যন্ত।—(বোখারী ও মুসলিম)

মানুষ নগ্ন শরীরে হাশরের ময়দানে উঠবে

হাদীস : ৫১৮০ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন মানুষদেরকে নগ্নপদে, নগ্নদেহে ও খতনাবিহীন অবস্থায় সমবেত করা হবে। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নারী-পুরুষ সবাই কি একজন আরেক জনের লজ্জাস্থান দেখতে থাকবে? তিনি বললেন, হে আয়েশা! সে সময়টি এত ভয়ংকর হবে যে, কেউ কারও প্রতি দৃষ্টি দেয়ার অবকাশই পাবে না।—(বোখারী ও মুসলিম)

কিয়ামত দিন মানুষ মুখের উপর ভর দিয়ে চলবে

হাদীস : ৫১৮১ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, একদিন জনৈক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিয়ামতের দিন কাফেরদেরকে কিভাবে মুখের উপরে হাঁটিয়ে জড় করা হবে? উত্তরে তিনি বললেন, যিনি দুনিয়াতে মানুষকে দু পায়ে চালিয়েছিলেন তিনি কি কিয়ামতের দিন তাকে মুখের উপরে চালাবার ক্ষমতা রাখেন না?—(বোখারী ও মুসলিম)

কাফেরদের জন্য বেহেশত হারান

হাদীস : ৫১৮২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামতের দিন হযরত ইব্রাহিম (আঃ) তাঁর পিতা আযরের দেখা পাবেন। তখন আযরের চেহারা হবে কাল ধূলাবালি মিশ্রিত। তখন হযরত ইব্রাহিম (আ) তাকে বলবেন, আমি কি আপনাকে (দুনিয়াতে) বলেছিলাম না যে, আপনি আমার কথা অমান্য করবেন না? তখন তাঁর পিতা তাকে বলবেন, আজ আমি তোমার নাফরমানী করব না। অতপর ইব্রাহিম (আ) বলবেন, হে প্রতিপালক! আপনি

আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, হাশরের দিন আমাকে লাঞ্ছিত করবেন না। অথচ আজ আমার পিতা আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত, সুতরাং এটা অপেক্ষা অধিক লাঞ্ছনা ও অপমান আর কি হতে পারে? তখন আল্লাহ তায়াল্লা বলবেন, আমি কাফেরদের জন্য জান্নাত হারাম করে রেখেছি। অতপর ইব্রাহিম (আ)-কে বলা হবে, তুমি তোমার পায়ের তলার দিকে তাকাও। তিনি সে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই হঠাৎ দেখবে যে, তাঁর সামনে কাদা গোবরে লন্ডভন্ড শৃগাল আকৃতির একটি নিকৃষ্ট পশু দাঁড়িয়ে আছে। তখন তাকে চার পা ধরে জাহান্নামে ফেলে দেয়া হবে। -(বোখারী)

কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষ ঘর্মাক্ত হবে

হাদীস : ৫১৮৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামতের দিন সমস্ত মানুষ ঘর্মাক্ত হয়ে পড়বে, এমনকি তাদের ঘাম যমিনের সত্তর গজ পর্যন্ত ছাড়িয়ে যাবে, তা তাদের কর্ণধ্বয় পর্যন্ত পৌঁছে লাগামে পরিণত হবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

কিয়ামতের দিন মানুষ ঘামের মধ্যে ডুবে যাবে

হাদীস : ৫১৮৪ ॥ হযরত মিকদাদ (রা) বলেন, রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন সূর্যকে সৃষ্টিকুলের অতি কাছে করে দেয়া হবে। এমনকি তা প্রায় এক মাইলের ব্যবধানে হয়ে যাবে। সুতরাং তখন তার তাপে মানব সম্প্রদায় আপন আপন আমল অনুপাতে ঘামের মধ্যে ডুবে থাকবে। কারো ঘাম টাখনু পর্যন্ত হবে। কারো হাঁটু পর্যন্ত। কারো কোমর পর্যন্ত আর কারো জন্য এ ঘাম লাগাম হয়ে যাবে এ কথাটি বলে রাসূল (স) নিজের মুখের দিকে হাত দিয়ে ইঙ্গিত করলেন। -(মুসলিম)

উম্মতের অর্ধেক বেহেশতে যাবে

হাদীস : ৫১৮৫ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়াল্লা হযরত আদম (আ)-কে লক্ষ্য করে বলবেন, হে আদম! আদম জবাব দিয়ে বলবেন, হে আমার প্রভু! আমি হাজির। আপনার আনুগত্যই আমার জন্য সৌভাগ্য। সব কল্যাণ আপনারই হাতে। তখন আল্লাহ তায়াল্লা বলবেন, প্রতি হাজারে নয়শত নিরানব্বই জন। এই সময় শিশু বৃদ্ধ হয়ে যাবে, প্রত্যেক গর্ভবতী মহিলার গর্ভপাত হয়ে যাবে। আর তোমরা লোকদেরকে দেখবে নেশাগ্রস্ত, বস্ত্রত ততারা নেশাগ্রস্ত নয়; বরং আল্লাহর আযাবই কঠিন। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের মধ্য থেকে কে হবে সে একজন? তিনি বললেন, বরং তোমরা এ সুসংবাদ জেনে রাখ যে, তোমাদের মধ্য থেকে একজন এবং ইয়াজুজ-মাজুজদের থেকে এক হাজার।

অতপর রাসূল (স) বললেন, সে মহান সন্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! আমি আশা করি যে, তোমরা হবে জান্নাতবাসীদের এক-চতুর্থাংশ। আবু সাঈদ বলেন, এ কথা শুনে আমরা সবাই 'আল্লাহ আকবার' বলে উঠলাম। অতপর বললেন, আমি আশা করি, তোমরা হবে জান্নাতবাসীদের এক-তৃতীয়াংশ। তখন আমরা আবার বললাম 'আল্লাহ আকবার'। অতপর তিনি বললেন, আমি আশা করি যে, তোমরা হবে জান্নাতবাসীদের অর্ধেক। এ কথা শুনে আমরা আবার বললাম 'আল্লাহ আকবার।' অতপর তিনি বললেন, মানুষের মধ্যে তোমাদের সংখ্যার তুলনা হবে যেমন একটি সাদা গরুর চামড়ার মধ্যে একটি কালো পশম অথবা একটি কালো গরুর চামড়ার মধ্যে একটি সাদা পশম।

-(বোখারী ও মুসলিম)

রিয়াকারী বেহেশতে যাবে না

হাদীস : ৫১৮৬ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, যখন আমাদের পরওয়ারদিগার পায়ের গোছা উন্মোচিত করবেন, তখন ঈমানদার নারী-পুরুষ সবাই তাঁকে সিজদা করবে। আর বিরত থাকবে ঐসব লোক যারা দুনিয়াতে রিয়া ও শুনানোর জন্য সিজদা করত, তারা সিজদা করতে চাইবে, কিন্তু তাদের পৃষ্ঠদেশ ও কোমর একটি কাষ্ঠফলকের ন্যায় শক্ত হয়ে যাবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

কিয়ামতের দিন কাফেরদের কোনো সম্মান থাকবে না

হাদীস : ৫১৮৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামতের দিন খুব মোটা-তাজা একজন বড় লোক আসবে। কিন্তু আল্লাহর কাছে তার মর্যাদা একটি মশার পাখার সমানও হবে না। অতপর তিনি এর প্রমাণস্বরূপ বললেন, তোমরা এই আয়াতটি পাঠ কর- **فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا** অর্থাৎ, আমি কিয়ামতের দিন কাফেরদের জন্য কোনো সম্মান ও মূল্য দেব না। -(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যমিন কিয়ামতের দিন সাক্ষ্য দিবে

হাদীস : ৫১৮৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) এ আয়াতটি পাঠ করলেন-

يومئذ تحدث أخبارها

(অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন যমিন তার বৃত্তান্তসমূহ প্রকাশ করে দিচ্ছে) অতপর বললেন, তোমরা কি জান-যমিনের বক্তব্য হল, প্রত্যেক পুরুষ এ প্রত্যেক নারী সম্পর্কে এ সাক্ষ্য দিবে যে, সে তার পৃষ্ঠে অবস্থানকালে কি কি কর্মকান্ড করেছে। তা এভাবে বলবে যে, অমুক অমুক কাজটি অমুক দিন করেছে। এটাই যমিনের বৃত্তান্ত। -(আহমদ ও তিরমিযী এবং তিনি বলেন, হাদিসটি হাসান, সহীহ ও গরীব)

হাফ্‌য-১১৮৪

মানুষ মৃত্যুতে অনুতত্ত্ব হয়

হাদীস : ৫১৮৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) রাসূল (স) বলেছেন, যে কোনো ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে সে লজ্জিত ও অনুতত্ত্ব হয়। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূল্লাহ! সে অনুশোচনার কারণ কি? তিনি বললেন, যদি সে নেককার হয়, তখন এজন্য অনুতত্ত্ব হয় যে, কেন সে নিজেকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখেনি। -(তিরমিযী)

হাফ্‌য-১১৮৫

কিয়ামতের দিন মানুষ তিন দলে বিভক্ত হবে

হাদীস : ৫১৯০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামতের দিন মানুষদেরকে তিন ভাগে একত্রিত করা হবে। একদল আসবে পদব্রজে, দ্বিতীয় দল আসবে সওয়ারীতে এবং তৃতীয় দল আসবে নিজেদের মুখের উপরে ভর করে। জিজ্ঞেস করা হল; ইয়া রাসূল্লাহ! তারা নিজেদের চেহারার উপরে ভর করে কিভাবে চলবে। তিনি বললেন; নিশ্চয়ই তাদেরকে পদযুগলে চালিত করতে পারেন, তিনি তাদেরকে চেহারার ওপরে ভর দিয়ে চালাবার ক্ষমতাও রাখেন। তোমরা জেনে রাখ, তারা নিজেদের মুখের উপরে চলাকালে প্রতিটি টিলা-টংকর ও কাঁটা-কুটা ইত্যাদি থেকে আত্মরক্ষা করে চলবে। -(তিরমিযী)

হাফ্‌য-১১৮৬

কিয়ামত চোখের সামনে

হাদীস : ৫১৯১ ॥ হযরত ইবনে উমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কিয়ামতের দৃশ্যটি এমনভাবে প্রত্যক্ষ করতে পছন্দ করে যে, তা তার চোখের সামনে উপস্থিত, সে যেন اذا السماء انفطرت۔ اذا الشمس كورت۔ এরা সূরা কয়টি অর্থ বুঝে পাঠ করে। -(আহমদ ও তিরমিযী)

عند انشقت

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সওয়ারীর উপর বিপদ আসবে

হাদীস : ৫১৯২ ॥ হযরত আবু যর (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাকে বলেছেন, কিয়ামতের দিন মানুষদেরকে তিন দলে একত্রিত করা হবে। এক দল হবে আরোহী, ঋগয়া-দাওয়্য পরিভৃৎ ও কাপড়-চোপড়ে আচ্ছাদিত। আরেক দল হবে এমন যাদেরকে ফেরেশতাকুল মুখের উপরে হেঁচড়িয়ে দোষের দিকে নিয়ে যাবে। আরেক দল হবে, যারা পদব্রজে চলবে এবং দৌড়াতে থাকবে। আল্লাহ তায়ালা সওয়ারীর উপর বিপদ আপতিত করবেন। এটা থেকে কোনটিই নিরাপদ থাকবে না যেন একটি বাগানের মালিক সে উক্ত বাগানের বিনিময়ে সওয়ারীর জন্য হাওদাসহ একটি উট পেতে চাইলেও তা পেতে সক্ষম হবে না। -(নাসাঈ)

হাফ্‌য-১১৮৭

একাদশ অধ্যায়

হিসাব-নিকাশ, প্রতিশোধ গ্রহণ ও মীযানের বর্ণনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

কিয়ামতে হিসাব নিলে সে ধ্বংস হবে

হাদীস : ৫১৯৩ ॥ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামতের দিন যার হিসাব নেয়া হবে, সে অবশ্যই ধ্বংস হবে। (আয়েশা বলেন) আমি বললাম, আল্লাহ তায়ালা কি (ঋণী মুমিনদের সম্পর্কে) এটা বলেনি-‘অচিরেই তার কাছ থেকে সহজ হিসেব নিয়ে নেবে।’ উত্তরে তিনি বললেন; সেটা হল শুধু পেশ করা মাত্র। কিন্তু যার হিসেব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যাচাই করা হবে, সে ধ্বংস হবেই। -(বোখারী ও মুসলিম)

আল্লাহ প্রত্যেকের সাথে কথা বলবেন

হাদীস : ৫১৯৪ ॥ হযরত আদী ইবনে হাতেম (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার সাথে তার প্রভু কথাবার্তা বলবেন না। তার ও তার প্রভুর মধ্যখানে কোনো দোভাষী এবং এমন কোনো পর্দা থাকবে না, যা তাকে আড়াল করে রাখবে। সে তার ডানে তাকাবে, তখন আগে প্রেরিত আমল ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে

না। আবার বামে তাকাতে, তখনও পূর্ব প্রেরিত আমল ছাড়া আর কিছুই দেখতে পারে না। আর সামনের দিকে তাকালে দোযখ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না, যা একেবারে চেহারার সামনে অবস্থিত। সুতরাং খেজুলের বিনিময়ে হলেও দোযখ থেকে বাঁচতে চেষ্টা কর। -(বোখারী ও মুসলিম)

আল্লাহর কুদরতী বাজুতে মুমিনরা ঢাকা থাকবে

হাদীস : ৫১৯৫ ॥ হযরত ইবনে উমর (রা) রাসূল (স) বলেছেন, (কিয়ামতের দিন) আল্লাহ তায়ালা মুমিনদেরকে নিজের কাঁচাকাছি করবেন এবং আল্লাহ তায়ালা নিজ বাজু তার ওপরে রেখে তাকে ঢেকে নিবেন। অতপর আল্লাহ সে বান্দাকে বলবেন, আচ্ছা বল দেখি! এ গোনাহটি তুমি করেছ কি? এ গোনাহটি সম্পর্কে তুমি অবগত আছ কি? সে বলবে হ্যাঁ, হে আমার রব! আমি অবগত আছি। শেষ নাগাদ এক একটি করে তার কৃত সকল গোনাহের স্বীকৃতি আদায় করবেন। এদিকে সে বান্দা মনে মনে এ ধারণা করবে যে, সে এ সকল অপরাধের কারণে নির্ধাত ধ্বংস হবে। তখন আল্লাহ তায়ালা বলবেন, দুনিয়াতে আমি তোমার এ সকল অপরাধ ঢেকে রেখেছিলাম। আর আজ আমি তা মার্ফ করে তোমাকে নাজাত দিব। অতপর তাকে নেকীর আমলনামা দেয়া হবে। আর কাফের ও মুনাফিকদেরকে সব সৃষ্টিকুলের সামনে আনা হবে উচ্চস্বরে ও ঘোষণা দেয়া হবে, এরা তারা, যারা আপনা পরওয়ারদিগারের বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করত। জেনে রেখ, এ সকল যালিমদের ওপর আজ আল্লাহর লান্নত। -(বোখারী ও মুসলিম)

মুসলমানেরা একটি নাসারা পাবে

হাদীস : ৫১৯৬ ॥ হযরত আবু মূসা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন কিয়ামতের দিন আসবে, তখন আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক মুসলমানদের এক একটি করে ইহুদী অথবা নাসারা প্রদান করবেন, অতপর বলবেন, এটা দোযখ থেকে তোমার নিষ্কৃতির বিনিময়। -(মুসলিম)

মুসলমানরা কিয়ামতে সাক্ষী দিবে

হাদীস : ৫১৯৭ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামতের দিন হযরত নূহ (আ)-কে উপস্থিত করা হবে এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করা হবে: তুমি কি আমার হুকুম-আহকাম মানুষদের কাছে পৌঁছেছিল? তিনি বলবেন; হ্যাঁ, পৌঁছেছিলাম-হে আমার প্রভু! তখন তাঁর উম্মতগণকে জিজ্ঞেস করা হবে, তিনি কি তোমাদের (আমার হুকুম-আহকাম) পৌঁছে দিয়েছিলেন? তারা বলবে-আমাদের কাছে কোনো ভীতি প্রদর্শনকারী আসেনি। তখন নূহ (আ)-কে বলা হবে; তোমার সাক্ষী কে আছে? উত্তরে নূহ (আ) বলবেন, মুহাম্মদ (স) ও তাঁর উম্মতরা। রাসূল (স) বলেন, তখন তোমাদের উপস্থিত করা হবে এবং তোমরা এ সাক্ষ্য দিবে যে, অবশ্যই হযরত নূহ (আ) তাঁর উম্মতের কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দিয়েছেন। অতপর রাসূল (স) এ আয়াতটি পাঠ করলেন-অর্থাৎ, “আর এভাবেই আমি তোমাদের একটি মধ্যপন্থী উম্মতরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি, যাতে তোমরা মানব জাতির সাক্ষী হতে পার। আর রাসূল (স) তোমাদের জন্য সাক্ষী হন।” -(বোখারী)

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সাক্ষ্য দেবে

হাদীস : ৫১৯৮ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, আমরা রাসূল (স)-এর কাছে ছিলাম, হঠাৎ তিনি হাসলেন। অতপর জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জান আমি কেন হাসছি? আমরা বললাম, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি বলেন, কিয়ামতের দিন বান্দা যে তার রবের সাথে সরাসরি কথা বলবে, সে কথাটি স্মরণ করে হাসছি। বান্দা বলবে, হে প্রভু! তুমি কি আমাকে যুলুম থেকে নিরপত্তা দান করনি? আল্লাহ বলবেন, হ্যাঁ, তখন বান্দা বলবে; আজ আমি আমার সম্পর্কে আপনজন ছাড়া আমার বিরুদ্ধে অন্য কারো সাক্ষ্য গ্রহণ করব। তখন আল্লাহ বলবেন, আজ তুমি নিজেই তোমার সাক্ষী হিসেবে এবং কেয়ামান কাতেবীনের সাক্ষ্যই তোমার জন্য যথেষ্ট। অতপর আল্লাহ তায়ালা তার মুখের উপর মোহর লাগিয়ে দিবেন এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বলা হবে-তোমরা বল। তখন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ তাদের কৃতকর্মসমূহ প্রকাশ করে দিবে। এরপর তার মুখকে স্বাভাবিক অবস্থায় খুলে দেয়া হবে। তখন সে স্বীয় অঙ্গসমূহকে লক্ষ্য করে আক্ষেপের সাথে বলবে, হে দুর্ভাগ্য অঙ্গসমূহ! তোমরা দূর হও! তোমাদের ধ্বংস হোক! তোমাদের জন্যই তো আমি আমার প্রভুর সাথে ঝগড়া করেছিলাম। -(মুসলিম)

টীকা

হাদীস নং : ৫১৯৪ ॥ অর্থাৎ, যখন এটা বুঝতে পেরেছ, তখন এক টুকরো খেজুর পরিমাণও কারও প্রতি জুলুম করো না। অথবা যখন সেই দিন নেক আমল ছাড়া অন্য কিছুই তোমার উপকারে আসবে না, তখন এক টুকরো খেজুর সদকা করে হলেও নেকী অর্জন কর।

কিয়ামতের দিন আল্লাহকে দেখা যাবে

হাদীস : ৫১৯৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, সাহাবারা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কিয়ামতের দিন কি আমরা আমাদের প্রভুকে দেখতে পাব? তিনি বললেন, দ্বিপ্রহরে মেঘ মুক্ত আকাশে সূর্য দেখতে কি তোমাদের মধ্যে পরস্পরে বাধা সৃষ্টি হয়? তারা বললেন, না। তিনি আরো বললেন; মেঘমুক্ত আকাশে পূর্ণিমার রাত্রে পূর্ণ চাঁদ দেখতে কি তোমাদের কোনো রকমের অসুবিধা হয়? তারা বললেন, না। অতপর তিনি বললেন; সে মহান সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ! এ দুটির কোনো একটাকে দেখতে তোমাদের যেই পরিমাণ অসুবিধা হয়, সে দিন তোমাদের প্রভুকে দেখতে সে পরিমাণ অসুবিধাও হবে না। এরপর রাসূল (স) বলেছেন, তখন আল্লাহ তায়ালা কোনো এক বান্দাকে লক্ষ্য করে বলবেন, হে অমুক! আমি কি তোমাকে মর্যাদা দান করিনি? আমি কি তোমাকে সর্দারী দান করিনি? আমি কি তোমাকে স্ত্রী দান করিনি? আমি কি তোমার জন্য ঘোড়া ও উটকে আনুগত করে দেইনি? আমি কি তোমাকে এ সুযোগ দেইনি, তুমি নিজ সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব দিবে এবং তাদের কাছে থেকে এক-চতুর্থাংশ মাল ভোগ করবে? জবাবে বান্দা বলবে, হ্যাঁ, অতপর রাসূল (স) বলেন, তখন আল্লাহ তায়ালা বান্দাকে বলবেন, আচ্ছা বল দেখি; তোমার কি এ ধারণা ছিল যে, তুমি আমার সাক্ষাৎ লাভ করবে? বান্দা বলবে 'না'। এবার আল্লাহ বলবেন, তুমি যেভাবে আমাকে ভুলে রয়েছিলে, আজ আমিও (আখেরাতে) অনুরূপভাবে তোমাকে ভুলে থাকব। অতপর আল্লাহ তায়ালা দ্বিতীয় এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করবেন, সেও অনুরূপ বলবে। তারপর তৃতীয় এক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করবেন এবং তাকেও অনুরূপ কথা জিজ্ঞেস করলে সে বলবে, হে পরওয়ারদেগার! আমি তোমার প্রতি, তোমার কিতাবের প্রতি এবং তোমার সকল নবীদের প্রতি ঈমান রেখেছি, নামায পড়েছি, রোযা রেখেছি এবং দান সদকা করেছি। মোটকথা, সে সাধ্য পরিমাণ নিজের নেক কার্যসমূহের একটি তালিকা আল্লাহর সামনে তুলে ধরবে। তখন আল্লাহ তায়ালা বলবেন, আচ্ছা! তুমি তো তোমার কথা বললে, এখন, এখানেই দাঁড়াও, এক্ষুণি তোমার ক্যাপারে সাক্ষী উপস্থিত করছি। এ কথা শুনে বান্দা মনে মনে চিন্তা করবে, এমন কে আছে যে, এখানে আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবে?

অতপর তার মুখে মোহর লাগিয়ে দেয়া হবে এবং তার রানকে বলা হবে, তুমি বল, তখন তার রান, হাড় মাংস প্রভৃতি এক একটি করে বলে ফেলবে, তারা যা যা করেছিলো। তার মুখে মোহর লাগিয়ে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে এজন্য সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে, যেন সে বান্দা কোনো ওয়র-আপত্তি পেশ করতে না পারে। বস্তুত যে বান্দার কথা আলোচনা করা হয়েছে, সে হল মুনাফিক এবং এ কারণেই আল্লাহ তার প্রতি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হবেন। -(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সন্তর হাজার বিনা হিসাবে বেহেশতে যাবে

হাদীস : ৫২০০ ॥ হযরত আবু উমামাহ (রা) বলেন, রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, আমার প্রভু আমার সাথে এ ওয়াদা করেছেন যে, তিনি আমার উম্মতের মধ্য থেকে সন্তর হাজার ব্যক্তিকে বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং তাদের উপর কোনো আযাবও হবে না। আবার উক্ত প্রত্যেক হাজারের সাথে সন্তর হাজার এবং আমার পরওয়ারদিগারের তিন অঞ্জলি ভর্তি লোকও জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। -(আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

কিয়ামতের দিন তিনবার আল্লাহর দরবারে হাজির করা হবে

হাদীস : ৫২০১ ॥ হাসান বসরী (র.) বলেছেন, কিয়ামতের দিন মানব মন্ডলীকে তিনবার আল্লাহ তায়ালায় কাছে উপস্থিত করা হবে। প্রথম দুবার তর্ক-বিতর্ক ও ওয়র-আপত্তির জন্য আর তৃতীয়বার আমলনামা উড়ে প্রত্যেকের হাতে পৌঁছাতে এবং তা কেউ ডান হাতে গ্রহণ করবে আর কেউ বাম হাতে। -(আহমদ ও তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হযরত হাসান বসরী (র.) হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে কোনো হাদিস শুনেছেন বলে প্রমাণ নেই, কাজেই এ হাদীসটি সহীহ নয়। অবশ্য কেউ কেউ এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, হাসান বসরী এ হাদীসটি হযরত আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

ফেরেশতারা মানুষের প্রতি জুলুম করবে না

হাদীস : ৫২০২ ॥ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামতের দিন এমন এক ব্যক্তিকে জনসম্মুখে উপস্থিত করা হবে যার আমলনামা খোলা হবে নিরানব্বই ভলিয়মে এবং প্রতিটি ভলিয়ম বিস্তীর্ণ হবে দৃষ্টি সীমা পর্যন্ত। অতপর আল্লাহ তায়ালা তাকে জিজ্ঞেস করবেন, আচ্ছা বল দেখি, তুমি এর কোনো একটিকে অস্বীকার করতে পারবে? অথবা আমার লিখক ফেরেশতারা কি তোমার প্রতি জুলুম করেছে? সে বলবে, না; হে আমার প্রভু! আল্লাহ তায়ালা জিজ্ঞেস করবেন, তবে কি তোমার পক্ষ থেকে কোনো ওজর পেশ করার আছে? সে বলবে, না; হে আমার প্রভু! তখন আল্লাহ বলবেন, হ্যাঁ, তোমার একটি নেকী আমার কাছে রক্ষিত আছে। তুমি নিশ্চিত জেনে রেখ, আজ

তোমার প্রতি কোনো জুলুম বা অবিচার করা হবে না। এরপর এক টুকরো কাগজ বের করা হবে, যাতে রয়েছে—(অর্থাৎ, আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ (মাবুদ) নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর (স) বান্দা ও রাসূল) অতপর আল্লাহ তাকে বলবেন, তোমার আমলের ওজন দেখার জন্য উপস্থিত হও। তখন সে বলবে, হে পরওয়ারদিগার! ঐ সব বিরাট বিরাট দফতরের মোকাবিলায় এই এক টুকরো কাগজের মূল্যই বা কি আছে? তখন আল্লাহ বলবেন, তোমার উপর কোনো অবিচার করা হবে না।

রাসূল (স) বলেন, অতপর ঐ সমস্ত দফতরগুলো পাল্লার এক এবং এ কাগজের টুকরাখানি আরেক পালিতে রাখা হবে। তখন দফতরগুলোর পালি হালকা হয়ে উপরে উঠে যাবে এবং কাগজের টুকরার পালির ভারি হয়ে নিচের দিকে ঝুঁকে থাকবে। মোটকথা আল্লাহর নামের সাথে অন্য কোনো জিনিস ওজনে ভারী হতে পারবে না।

—(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

আমল নামা পড়া যাবে

হাদীস : ৫২০৩ ॥ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, একদিন তিনি জাহান্নামের কথা স্মরণ করে কেঁদে ফেললেন। তখন রাসূল (স) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেন কাঁদছ? তিনি (আয়েশা) বললেন, দোষের আশঙ্কনের কথা স্মরণ হয়েছে তাই কাঁদছি। কিয়ামতের দিন আপনি আপনার পরিবার-পরিজনকে স্মরণ করবেন কি? জবাবে রাসূল (স) বললেন, (হে আয়েশা!) জেনে রেখ, তিনটি জায়গা এমন হবে যেখানে কেউ কাউকেও স্মরণ করবে না। একটি ‘মীযানের কাছে’ যতক্ষণ না সে জেনে নিবে যে, তার আমলের পাল্লা ভারি রয়েছে নাকি হালকা, দ্বিতীয়টি ‘আমলনামার দফতর পাওয়ার অবস্থা’, যখন তাকে বলা হবে, আরে অমুক! এই নাও তোমার আমলনামা এবং তা পড়ে দেখ। যে পর্যন্ত না সে জেনে নিবে যে, তা তাকে ডান হাতে দেয়া হয়েছে, নাকি পিছন থেকে বাম হাতে দেয়া হয়েছে? আর তৃতীয় হল ‘পুলসিরাত’, যখন তা জাহান্নামের উপর স্থাপন করা হবে। —(আবু দাউদ) ২৫৬৮ - ১১৬৯

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অপরাধ ও পুণ্য সমান হলে সাওয়াব যাবে না

হাদীস : ৫২০৪ ॥ হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (স)-এর সামনে এসে বসল এবং বলল, ইয়া রাসূলান্নাহ! আমার কাছে কিছুসংখ্যক গোলাম আছে। তারা আমার কাছে মিথ্যা কথা বলে, আমার মাল-সম্পদে খিয়ানত করে এবং আমার নির্দেশের নাফরমানী করে, তাই আমি তাদেরকে গাল-মন্দ করি এবং মারধরও করে থাকি। তাদের সম্বন্ধে আমার অবস্থা কি হবে? তখন রাসূল (স) বললেন, যখন কিয়ামত সংঘটিত হবে তখন গোলামদের খিয়ানত, নাফরমানী, মিথ্যা বলা এবং তোমার শাস্তি দেয়া সবকিছুর হিসেব নেয়া হবে। যদি তোমার শাস্তি প্রদান তাদের অপরাধের সমান হয়, তখন ব্যাপার সমান সমান থাকবে। তুমি সওয়াবও পাবে না এবং তোমাকে কোনো শাস্তিও দেয়া হবে না। আর যদি তোমার শাস্তি প্রদান তাদের অপরাধের তুলনায় কম হয়, তখন তাদের বর্ধিত অপরাধের শাস্তি না দেয়ার জন্যে তুমি সওয়াব পাবে। কিন্তু যদি তোমার শাস্তি প্রদান তাদের অপরাধের তুলনায় বেশি হয়, তখন গোলামদের জন্য তোমার কাছ থেকে প্রতিশোধ নেয়া হবে। এ সব কথা শুনে লোকটি অন্যত্র সরে বসল এবং চিৎকার দিয়ে কাঁদতে লাগল। তখন (স) তাকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি কি আল্লাহর এই বাণীটি পড় নি?

(আঃ=১০৩৭)

“অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন আমি ন্যায় ও নির্ভুল ওজনের পাল্লা স্থাপন করব এবং কোনো ব্যক্তির প্রতি সামান্য পরিমাণও অবিচার করা হবে না, যদি আমল সন্নিবিষ্ট দানা পরিমাণও হয় আমি তাও উপস্থিত করব, আর আমি হিসেব গ্রহণে যথেষ্ট।” তখন লোকটি বলল, ইয়া রাসূলান্নাহ! আমি আমার নিজের এবং ঐ সকল গোলামদের সম্বন্ধে তাদেরকে আমার কাছ থেকে পৃথক করে দেয়া অপেক্ষা উত্তম আর কিছু পাচ্ছি না। আমি আপনাকে সাক্ষী করে বলছি যে, তারা সবাই মুক্ত। —(তিরমিযী)

কিয়ামতে সহজ হিসাব নেয়ার প্রার্থনা করবে

হাদীস : ৫২০৫ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি কোনো কোনো নামাযে রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলতেন, (আঃ=১০৩৮) (অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমার কাছ থেকে সহজ হিসেব নিও।) আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী! সহজ হিসেব কি? তিনি বললেন, বান্দা তার আমলনামা দেখবে, অতপর আল্লাহ তাকে মাফ করে দিবেন। হে আয়েশা! জেনে রাখ, সেদিন যার হিসেবে যাচাই-বাচাই করা হবে, সে নিশ্চিত ধ্বংস হবে। —(আহমদ)

কিয়ামতে হিসেব সহজ করা হবে

হাদীস : ৫২০৬ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, একদিন তিনি রাসূল (স)-এর কাছে এসে বললেন, সেদিন সম্পর্কে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ বলেছেন, “সেদিন সকল মানুষ উভয় জাহানের প্রভুর সামনে দণ্ডায়মান হবে।”

আমাকে বলুন! কোনো ব্যক্তির সেই কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে দাঁড়াবার সাধ্য হবে? তখন তিনি বললেন, সেদিন ঈমানদারের জন্য অতি হালকা করা হবে। এমনকি ঐদিন তার জন্য একটি ফরয নামায আদায়ের সময়ের মত হবে। ১৬X

মুমিনের কাছে সময় কম মনে হবে ২২৭০

হাদীস : ৫২০৭ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স)-কে ঐদিন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল যেদিনের পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। সে অস্বাভাবিক দীর্ঘদিনে মানুষের অবস্থা কিরূপ হবে? তিনি বললেন, সে যাতে পাকের কসম, যার হাতে আমার প্রাণ! মুমিনদের জন্য সেদিন খুবই হালকা করা হবে, এমনকি দুনিয়াতে একটি ফরয নামায আদায় করার সময় অপেক্ষা তার জন্য এটা হালকা সময় মনে হবে। -(হাদীস দুটি বায়হাকী কিতাবুল বাছে ওয়ানুমুরে রেওয়াযত করছেন)

অল্প কিছু লোক বিনা হিসেবে বেহেশতে যাবে

হাদীস : ৫২০৮ ॥ হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, কিয়ামতের দিন মানবমন্ডলীকে একটি ময়দানে একত্রিত করা হবে, তখন একজন ঘোষক-এ এলান করবে; এ সকল লোকেরা কোথায়-যারা (রাতে) আরামের বিছানা থেকে নিজেদের পাশকে দূরে রেখেছিল? তখন অল্পসংখ্যক লোক উঠে দাঁড়াবে এবং তারা বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। অতপর অবশিষ্ট সকল মানুষ হতে হিসেব নেয়ার নির্দেশ করা হবে।

-(বায়হাকী শোআবুল ইমানে)

দ্বাদশ অধ্যায়

হাউযে কাওসার ও শাফা'আতের বর্ণনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

হাউজে কাউসারের পানি মিশকের ন্যায় সুগন্ধি

হাদীস : ৫২০৯ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, জান্নাত ভ্রমণকালে হঠাৎ আমি একটি নহরের কাছে উপস্থিত হলাম, যার উভয় পাশে গর্ভশূন্য মুক্তার গম্বুজ সাজানো রয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম; হে জিব্রীল! এটা কি? তিনি বললেন, এটাই সেই কাওসার যা আপনার প্রভু আপনাকে দান করেছেন। তার মাটি মিশকের ন্যায় সুগন্ধময়।

-(বোখারী)

পান পাত্র আকাশের তারকার মত

হাদীস : ৫২১০ ॥ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন রাসূল (স) বলেছেন, আমার হাউজের প্রশস্ততা একমাসের পথের সমপরিমাণ এবং তার চারদিকও সমপরিমাণ আর তার পানি দুধের চেয়েও অধিক সাদা এবং তার ভ্রাণ মৃগনাভী অপেক্ষাও অধিক খুশবুদার, আর তার পান-পাত্রসমূহ আকাশের তারকার মত (অধিক ও উজ্জ্বল)। যে তা থেকে একবার পান করবে সে আর কখন তৃষ্ণার্ত হবে না। -(বোখারী ও মুসলিম)

হাউজে কাউসারের পানি দুধের চেয়ে সাদা

হাদীস : ৫২১১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমার হাউজের (উভয় পাশের) দূরত্ব আয়লা ও 'আদনের মধ্যবর্তী ব্যবধান হতেও অধিক। তার পানি বরফের চেয়ে অধিক সাদা এবং দুধ মিশ্রিত মধু অপেক্ষা অধিক মিষ্ট। তার পান-পাত্রসমূহ নক্ষত্রের সংখ্যা অপেক্ষা অধিক। আর আমি আমার হাউজে কাওসারে আগমন করা থেকে অন্যান্য উম্মতদেরকে তেমনিভাবে বাধা দিব, যেমনিভাবে কোনো ব্যক্তি তার নিজের হাউজ থেকে বাধা দিয়ে থাকে। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূল্লাহ! সেদিন কি আপনি আমাদের চিনতে পারবেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, চিনতে পারব। তোমাদের জন্য বিশেষ চিহ্ন থাকবে যা অন্যান্য উম্মতের কারো জন্য হবে না। তোমরা আমার কাছে এমন অবস্থায় আসবে যে, তোমাদের মুখমন্ডল এবং হাত-পা ওয়ূর কারণে উজ্জ্বল থাকবে। -মুসলিম এবং তাঁর অপর এক বর্ণনায় আছে-হযরত আনাস (রা) বলেন, উক্ত হাউজে সোনা ও চান্দ্রির এত অধিক পান-পাত্র থাকবে; যার সংখ্যা হবে আকাশের নক্ষত্রের মতো (অগণিত)। তাঁর অন্য এক বর্ণনায় আছে-হযরত সওবান (রা) বললেন, রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করা হল, তার পানীয় কিরূপ? তিনি বললেন, দুধের চেয়ে অধিক সাদা এবং মধু অপেক্ষা অধিক সুমিষ্ট। তাতে জান্নাত থেকে আগত দুটি জলধারা প্রবাহিত থাকবে-তার একটি হবে সোনার অপরটি চান্দ্রি।

ধর্মের মধ্যে কোনো পরিবর্তন নেই

হাদীস : ৫২১২ ॥ হযরত সাহল ইবনে সাদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমি তোমাদের আগেই হাউজে

কাওসারের কাছে পৌঁছব। যে ব্যক্তি আমার কাছে পৌঁছবে, সে তার পানি পান করবে। আর যে একবার পান করবে, সে আর কখনো পিপাসার্ত হবে না। আমার কাছে এমন কিছু লোক আসবে যাদেরকে আমি চিনতে পারব এবং তারাও আমাকে চিনতে পারবে। অতপর আমার ও তাদের মধ্যে আড়াল করে দেয়া হবে। তখন আমি বলব, এরা তো আমার উম্মত! তখন আমাকে বলা হবে, আপনি জানেন না, আপনার অবর্তমানে তারা যে কি সব নূতন নূতন মত ও পথ আবিষ্কার করেছে। এটা শুনে আমি বলব, যারা আমার অবর্তমানে আমার ধীনকে পরিবর্তন করেছে, তারা দূর হোক।

-(বোখারী ও মুসলিম)

কিয়ামতের দিন রাসূল (স) ছাড়া আর কেউ সুপারিশ

করতে পারবে না

হাদীস : ৫২১৩ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামতের দিন ঈমানদারদেরকে আটক করে রাখা হবে। এমনকি এতে তারা অত্যন্ত চিন্তাযুক্ত ও অস্থির হয়ে পড়বে এবং বলবে, যদি আমরা আমাদের প্রভুর কাছে কারও দ্বারা সুপারিশ করাই তাহলে হয়ত আমাদের বর্তমান অবস্থা থেকে মুক্তি লাভ করে আরাম পেতে পারি। তাই তারা হযরত আদম (আ)-এর কাছে গিয়ে বলবে, আপনি সকল মানবমন্ডলীর পিতা। আল্লাহ নিজ হাতে আপনাকে সৃষ্টি করেছেন ও জান্নাতে বসবাস করতে দিয়েছিলেন, ফেরেশতাদের দিয়ে সিজদা করেছিলেন এবং সব জিনিসের নাম আপনাকে শিখিয়েছিলেন, আপনি আমাদের জন্য আপনার প্রভুর কাছে সুপারিশ করুন, যাতে তিনি আমাদের এ কষ্টদায়ক স্থান থেকে মুক্ত করে প্রশান্তি দান করেন তখন আদম (আ) বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের উপযুক্ত নই। নবী (স) বলেন, তখন তিনি গাছ থেকে (ফল) খাওয়ার গোনাহের কথা- যা থেকে তাঁকে নিষেধ করা হয়েছিল স্মরণ করবেন। (তিনি বলবেন:) বরং তোমরা পৃথিবীবাসীর জন্য প্রেরিত আল্লাহর সর্বপ্রথম নবী নূহের কাছে যাও। সুতরাং তারা সবাই নূহ (আ)-এর কাছে গেলে তিনি তাদেরকে বলবেন, অজ্ঞতাভরত নিজের ছেলেকে পানিতে না ডুবানোর জন্য প্রভুর কাছে যে প্রার্থনা করেছেন। (তখন তিনি বলবেন) বরং তোমার আল্লাহর খলীল ইব্রাহিমের কাছে যাও। রাসূল (স) বলেন; এবার তারা হযরত ইব্রাহিম (আ)-এর কাছে আসবে, তখন তিনি বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের উপযুক্ত নই। এবং তিনি তার তিনটি মিথ্যা উক্তির কথা স্মরণ করবেন এবং বলবেন; বরং তোমার মূসা-এর কাছে যাও। তিনি আল্লাহর এমন এক বান্দা যাকে আল্লাহ তাওরাত কিতাব দান করেছেন। তাঁর সাথে কথা বলেছেন এবং তাঁকে নৈকট্য দান করে রহস্যের অধিকারী বানিয়েছেন। রাসূল (স) বলেন, তখন সকলে হযরত মূসা (আ)-এর কাছে আসলে তিনি বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের উপযুক্ত নই। তখন তিনি সে প্রাণনাশের গোনাহের কথা স্মরণ করবেন যা তাঁর হাতে ঘটেছিল; বরং তোমরা আল্লাহর বান্দা ও রাসূল এবং তাঁর কালেমা ও রূহ-ঈসার কাছে যাও। রাসূল (স) বলেন, তখন তারা সবাই হযরত ঈসা (আ)-এর কাছে আসবে। তিনি বলবেন, আমি তোমাদের এ কাজের উপযুক্ত নই। তোমরা বরং মুহাম্মদ (স)-এর কাছে যাও। তিনি আল্লাহর এমন এক বান্দা, যাকে আল্লাহ তার আগের ও পরের সমস্ত গোনাহ মাফ করে দিয়েছেন।

রাসূল (স) বলেন, তারা আমার কাছে আসবে, তখন আমি আমার প্রভুর কাছে তাঁর দরবারে হাজির হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করব, আমাকে তাঁর কাছে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হবে। আমি তখন তাঁকে দেখব, তখনই তাঁর উদ্দেশ্যে সিজদায় পড়ে যাব, আল্লাহ আমাকে যতক্ষণ চাবেন এ অবস্থায় রাখবেন। তারপর বলবেন, হে মুহাম্মদ! মাথা ওঠাও। আর বল, তোমার কথা শুনা হবে। তুমি সুপারিশ কর, তা কবুল করা হবে। আর প্রার্থনা কর, যা চাইবে দেয়া হবে। রাসূল (স) বলেন, তখন আমি মাথা ওঠাব এবং আমার প্রভুর এমন ভাবে প্রশংসা-স্তুতি বর্ণনা করব, যা তিনি সে সময় আমাকে শিখিয়ে দিবেন। অতপর আমি শাফা'আত করব, কিন্তু এ ব্যাপারে আমার জন্য একটি সীমা নির্দিষ্ট করে দেয়া হবে। তখন আমি আল্লাহর দরবারে হাজির হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করব, আমাকে অনুমতি দেয়া হবে। আমি যখন তাঁকে দেখব, তখনই তাঁর উদ্দেশ্যে সিজদায় পড়ে যাব এবং আল্লাহ যতক্ষণ চাবেন আমাকে এ অবস্থায় থাকতে দিবেন। তারপর বলবেন, হে মুহাম্মদ! মাথা ওঠাও। আর বল, তোমার কথা শুনা হবে। সুপারিশ কর, কবুল করা হবে। আর তুমি প্রার্থনা কর, যা চাবে তা দেয়া হবে। তখন আমি মাথা ওঠাব এবং আমার প্রভুর এমন প্রশংসা ও স্তুতি বর্ণনা করব, যা আমাকে তখন শিখিয়ে দেয়া হবে। অতপর আমি শাফা'আত করব, কিন্তু আমার জন্য এ ব্যাপারে একটি সীমা নির্দিষ্ট করে দেয়া হবে। তখন আমি আমার প্রভুর দরবার থেকে বাইরে আসব এবং ঐ নির্দিষ্ট লোকগুলোকে জাহান্নাম থেকে বের করিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করাব। তারপর তৃতীয়বার ফিরে এসে আমার প্রভুর দরবারে উপস্থিত হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করব। আমাকে তাঁর কাছে উপস্থিতির অনুমতি দেয়া হবে। আমি যখন তাঁকে দেখব, তখনই সিজদায় পড়ে যাব। আল্লাহর যতক্ষণ ইচ্ছে আমাকে এ অবস্থায় রেখে দিবেন। তারপর বলবেন, হে মুহাম্মদ! মাথা ওঠাও। বল, যা বলবে তা শুনা হবে। শাফা'আত কর, তোমার শাফা'আত কবুল করা হবে। আর প্রার্থনা কর, যা প্রার্থনা করবে তা দেয়া হবে।

রাসূল (স) বলেন, তখন আমি মাথা তুলব এবং আমার প্রভুর এমন হামদ-সানা করব, যা তিনি আমাকে সে সময় শিখিয়ে দিবেন। রাসূল (স) বলেন, তারপর আমি মাফাআত করব। এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা আমার জন্য একটা সীমা নির্দিষ্ট করে দিবেন। তখন আমি সে দরবার থেকে বের হয়ে আসব এবং সেখানে গিয়ে তাদেরকে দোষখ থেকে বের করে বেহেশতে প্রবেশ করাব। অবশেষে কুরআন যাদেরকে আটকিয়ে রাখবে চিরস্থায়ী দোষখবাস নির্ধারিত হয়ে গিয়েছে তারা ছাড়া আর কেউই দোষখে থাকবে না। বর্ণনাকারী হযরত আনাস (রা) বলেন, অতপর রাসূল (স) কুরআনের এ আয়াত—

عسى ان يعثك ربك مقاماً محموداً (অর্থাৎ, আশা করা যায়, আপনার প্রভু অচিরেই আপনাকে ‘মাকামে মাহমুদে’ পৌঁছে দিবেন) তেলাওয়াত করলেন এবং বললেন; এটাই সেই ‘মাকামে মাহমুদ’ তোমাদের নবীকে যার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। —(বোখারী ও মুসলিম)

অণু পরিমাণ ঈমান থাকলে সে বেহেশতী

হাদীস : ৫২১৪ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন কিয়ামত সংঘটিত হবে, তখন মানুষ পরস্পরে সমবেত অবস্থায় উদ্বেলিত ও উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়বে। তাই তারা সবাই হযরত আদম (আ)-এর কাছে গিয়ে বলবে, আমাদের জন্য আপনার প্রভুর কাছে শাফাআত করুন। তিনি বলবেন, আমি এ কাজের উপযুক্ত নই; বরং তোমরা ইব্রাহিমের কাছে যাও। তিনি আল্লাহর খলীল। তাই তারা হযরত ইব্রাহিমের কাছে যাবে। তিনি বলবেন, আমি এ কাজের উপযুক্ত নই; বরং তোমরা মূসার কাছে যাও। কারণ তিনি কালীমুল্লাহ। এবার তারা হযরত মূসার কাছে যাবে। তিনি বলবেন, আমি এ কাজের উপযুক্ত নই; বরং তোমরা ঈসার কাছে যাও। কারণ, তিনি আল্লাহর রুহ ও কালেমা। তখন তারা হযরত ঈসা (আ)-এর কাছে যাবে। তিনিও বলবেন, আমি এ কাজের উপযুক্ত নই। তোমরা বরং হযরত মুহাম্মদ (স)-এর কাছে যাও। তখন তারা সবাই আমার কাছে আসবে। তখন আমি বলব, আমিই এ কাজের জন্য। এবার আমি আমার প্রভুর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করব। আমাকে অনুমতি দেয়া হবে।

এ সময় আমাকে প্রশংসা ও স্তুতির এমন সব বাণী ইলহাম করা হবে, যা এখন আমার জানা নেই। আমি ঐ সব প্রশংসা দিয়ে আল্লাহর প্রশংসা করব এবং তাঁর উদ্দেশ্যে সিজদায় পড়ে যাব। তখন বলা হবে, হে মুহাম্মদ! মাথা ওঠাও। বল, তোমার বক্তব্য শুনা হবে। প্রার্থনা কর, যা চাবে তা দেয়া হবে। আর শাফাআত কর কবুল করা হবে। তখন আমি বলব, হে প্রভু! আমার উম্মত, আমার উম্মত! বলা হবে, যাও, যাদের অন্তরে যবের দানা পরিমাণ ঈমান আছে তাদেরকে দোষখ থেকে বের করে আন। তখন আমি গিয়ে তাই করব। অতপর ফিরে আসব এবং ঐ প্রশংসা বাণী দিয়ে আল্লাহর প্রশংসা করব, তারপর সিজদায় পড়ে যাব। তখন বলা হবে, হে মুহাম্মদ! মাথা ওঠাও। বল, তোমার বক্তব্য শুনা হবে। চাও, যা চাইবে তা দেয়া হবে। আর শাফাআত কর, কবুল করা হবে আমি বলব, হে আমার প্রভু! আমার উম্মত, আমার উম্মত! তখন (আমাকে) বলা হবে, যাও, যাদের অন্তরে এক অণু বা সরিষা পরিমাণ ঈমান আছে, তাদেরকে দোষখ থেকে বের করে আন। সুতরাং আমি গিয়ে তাই করব। তারপর আবার ফিরে আসব এবং উক্ত প্রশংসা বাণী গিয়ে আল্লাহর প্রশংসা করব এবং সিজদায় পড়ে যাব। তখন আমাকে বলা হবে, হে মুহাম্মদ! মাথা ওঠাও। বল, তোমার কথা শুনা হবে। প্রার্থনা কর, যা চাবে তা দেয়া হবে এবং সুপারিশ কর, কবুল করা হবে। তখন আমি বলব, হে প্রভু! আমার উম্মত, আমার উম্মত, তখন আমাকে বলা হবে, যাও, যাদের অন্তরে ক্ষুদ্রাণু ক্ষুদ্র পরিমাণ ঈমান আছে, তাদের সকলকেই জাহান্নাম থেকে বের করে আন। তখন আমি গিয়ে তাই করব। নবী (স) বলেন, অতপর আমি চতুর্থবার ফিরে আসব এবং ঐ সব প্রশংসা বাণী দিয়ে আল্লাহর প্রশংসা করব এবং সিজদায় পড়ে যাব। তখন বলা হবে, হে মুহাম্মদ! মাথা ওঠাও এবং বল, তোমার কথা শুনা হবে। চাও, যা চাইবে তা দেয়া হবে। সুপারিশ কর, তোমার শাফাআত কবুল করা হবে। আমি বলব, হে প্রভু! যারা শুধু ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলেছে, আমাকে তাদের জন্য শাফাআত করার অনুমতি দিন। তখন আল্লাহ তায়ালা বলবেন, আমার ইজ্জত ও জালাল এবং আমার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্বের কসম করে বলছি; যারা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলেছে, আমি নিজেই তাদেরকে দোষখ থেকে বের করব। —(বোখারী ও মুসলিম)

শুধু কালেমা পড়লেও বেহেশতে যাবে

হাদীস : ৫২১৫ ॥ হযরত আবু হোরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, আমার শাফাআত লাভের ব্যাপারে কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তিই সর্বাপেক্ষা সৌভাগ্যবান হবে, যে তার অন্তর বা মন থেকে একান্ত নিষ্ঠা সহকারে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলেছে। —(বোখারী)

বেহেশতের দরজার উভয়পাটের দূরত্ব হবে

মক্কা থেকে হিজর পর্যন্ত

হাদীস : ৫২১৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, একদিন রাসূল (স) -এর কাছে কিছু গোশত আনা হল এবং তাঁর খেদমতে বাজুর গোশতটিই পেশ করা হল। মূলত তিনি এ গোশত বেশি পছন্দ করতেন। কাজেই তিনি তা দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেলেন। তারপর বললেন, কিয়ামতের দিন আমি হব সব মানুষের সরদার, যেদিন মানবমন্ডলী রাক্বুল আলামীনের সামনে দাঁড়াবে এবং সূর্য থাকবে (মাথায়) খুব কাছেই। পেরেশানী ও দুশ্চিন্তায় মানুষ এমন এক করুণ অবস্থায় পৌঁছবে, যা সহ্য করার শক্তি তাদের থাকবে না। তখন তারা বলাবলি করবে, তোমরা কি এমন কোনো ব্যক্তিকে খোঁজ করে পাও না, যিনি তোমাদের প্রভুর কাছে তোমাদের জন্য সুপারিশ করবেন? তখন তারা হযরত আদম (আ)-এর কাছে আসবে। এরপর বর্ণনাকারী হযরত আবু হুরায়রা (রা) শাফাআত সম্পর্কীয় হাদীসটি বর্ণনা করেন।

রাসূল (স) বলেন, তখন আমি আরশের নিচে যাব এবং আমার প্রভুর উদ্দেশ্যে সিজদায় লুটে পড়ব। তখন আল্লাহআলা তাঁর হামদ ও সানার এমন কিছু উত্তম বাক্য আমার অন্তরে ঢেলে দিবেন যা আমার আগে কারো জন্য উন্মুক্ত করেননি। অতপর আল্লাহ তায়ালা বলবেন, হে মুহাম্মদ! আপনার মাথা ওঠান। আপনি প্রার্থনা করুন, যা চাবেন তা দেয়া হবে। সুপারিশ করুন, আপনার সুপারিশ কবুল করা হবে। নবী (স) বলেন, তখন আমি মাথা ওঠাব এবং বলব, হে আমার প্রভু! আমার উম্মত! আমার উম্মত, হে আমার রব্ব! আমার উম্মত। তখন আমাকে বলা হবে, হে মুহাম্মদ! আপনার উম্মতের যাদের কাছ থেকে কোনো হিসেব নেয়া হবে না তাদেরকে আপনি জান্নাতের দরজাসমূহের ডানদিকের দ্বার পথে প্রবেশ করিয়ে দিন এবং তারা সে সব দরজা ছাড়াও অন্যান্য দরজা দিয়ে অপরাপর লোকদের সাথে প্রবেশ করারও অধিকার রাখে। অতপর নবী (স) বলেন, সে সন্তান কসম করে বলছি, যার হাতে আমার প্রাণ! জান্নাতের দরজাসমূহের উভয় পাটের ব্যবধান, যেমন-মক্কা ও হিজর নামক স্থানের মধ্যকার দূরত্ব পরিমাণ। -(বোখারী ও মুসলিম)

আত্মীয়তা রক্ষা করা খুবই জরুরী বিষয়

হাদীস : ৫২১৭ ॥ হযরত হোযাইফা (রা) রাসূল (স) থেকে শাফাআতের হাদীস বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, তিনি বলেছেন, আমানত ও আত্মীয়তাকে পাঠান হবে, তখন উভয়টি পুলসিরাতের ডানে ও বামে উভয় পাশে দাঁড়াবে।

-(মুসলিম)

৭

মুমিনদের জন্য আল্লাহর প্রতিশ্রুতি রয়েছে

হাদীস : ৫২১৮ ॥ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত, একদিন রাসূল (স) হযরত ইব্রাহিমের উক্তি সম্বলিত ও আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন, অর্থাৎ, “হে আমার প্রভু! এ সব প্রতিশ্রুতিলো বহু মানুষকে বিভ্রান্ত ও গোমরাহ করেছে, সুতরাং যে আমার অনুসরণ করবে সে আমার দলভুক্ত, কিন্তু কেউ আমার অবাধ্য হলে তুমি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” আর হযরত ঈসা (আ)-এর উক্তিও পাঠ করলেন, অর্থাৎ, “যদি তুমি তাদেরকে শাস্তি দাও, তারা তো তোমারই বান্দা” (আর যদি তাদেরকে ক্ষমা করে দাও, তবে তুমি মহাক্ষমতশালী ও মহাজ্ঞানী)। অতপর রাসূল (স) নিজের হস্তদ্বয় উঠিয়ে এ ফরিদ্বাদ করতে লাগলেন, হে আল্লাহ! আমার উম্মত, আমার উম্মত! এ বলে তিনি কাঁদতে লাগলেন। তখন আল্লাহ তায়ালা হযরত জিব্রীলকে বললেন, তুমি মুহাম্মদ (স)-এর কাছে যাও এবং তাঁকে জিজ্ঞেস কর তিনি কেন কাঁদছেন? অবশ্য আল্লাহ ভালোভাবেই জানেন তার কাঁদার কারণ কি? তখন জিব্রীল এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করলে, রাসূল (স) তাঁকে তাই অবহিত করলেন যা তিনি বলেছিলেন, অতপর আল্লাহ তায়ালা জিব্রীলকে পুনরায় বললেন, মুহাম্মদ (স)-এর কাছে যাও এবং তাঁকে বল, আমি আপনাকে আপনার উম্মতের ব্যাপারে সন্তুষ্ট করে দিব এবং আপনাকে ব্যথা দিব না। -(মুসলিম)

সর্বশেষ দল হবে আন্তনে পোড়া কয়লার মত

হাদীস : ৫২১৯ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, একদা কতিপয় লোক জিজ্ঞেস করল ইয়া রাসূলুল্লাহ! কিয়ামতের দিন কি আমরা আমাদের প্রভুকে দেখতে পাব? তিনি বললেন : হ্যাঁ, মেঘমুক্ত দ্বীপহরের আকাশে তোমরা সূর্য দেখতে কি কষ্ট পাও? এবং মেঘমুক্ত আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ দেখতে কে তোমাদের কোন রকম অসুবিধা হয়? তারা বলল, না, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বললেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহকে দেখতে তোমাদের এর চেয়ে বেশি কোন অসুবিধা হবে না যা এ দুটিকে দেখতে তোমাদের হয়ে থাকে। যখন কিয়ামত সংঘটিত হবে, তখন একজন ঘোষক ঘোষণা দিবে; প্রত্যেক উম্মত, যে যার এবাদত করত সে যেন তার অনুসরণ করে। তখন যারা আল্লাহ ছাড়া মূর্তি-প্রতিমা ইত্যাদির এবাদত করত, তাদের একজনও অবশিষ্ট থাকবে না; বরং সবাই জাহান্নামের মধ্যে গিয়ে পড়বে। শেষ পর্যন্ত এক আল্লাহর এবাদতকারী নেককার ও গোনাহ্গার ছাড়া তথায় আর কেউ কি বাকী থাকবে না। এরপর রাক্বুল আলামীন

তাদের কাছে আসবেন এবং বলবেন, তোমরা কার অপেক্ষায় আছ? প্রত্যেক উম্মত, যে যার এবাদত করত, সে তো তারই অনুসরণ করেছে। তারা বলবে; হে আমাদের প্রভু! আমরা তো সব লোকদেরকে দুনিয়াতেই বর্জন করেছিলাম যখন আজিকার অপেক্ষায় তাদের কাছে আমাদের বেশি প্রয়োজন ছিল। আমরা কখনো তাদের সাথে চলিনি।

আর হযরত আবু হুরায়রা (রা)-এর বর্ণনায় আছে, তখন তারা বলবে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের প্রভু আমাদের কাছে না আসেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা এ স্থানে অপেক্ষা করব। যখন আমাদের প্রভু আসবেন, তখন আমরা তাঁকে চিনতে পারব। আর হযরত আবু সাঈদের বর্ণনায় আছে-আল্লাহ্ তায়ালা জিজ্ঞেস করবেন, তোমাদের এবং তোমাদের প্রভুর মধ্যে এমন কোন চিহ্ন আছে কি, যাতে তোমরা তাঁকে চিনতে পারবে? তারা বলবে, হ্যাঁ, তখন আল্লাহ্ তায়ালায় পায়ের নলা উল্লেখিত করা হবে তখন যে ব্যক্তি নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্ তায়ালাকে সিজদা করত, শুধু তাকেই আল্লাহ্ সিজদার অনুমতি দিবেন। আর যারা কারো প্রভাবে বা ভয়ে কিংবা মানুষকে দেখানোর জন্য সিজদা করত, তারা থেকে যাবে। তাদের মেরুদণ্ডের হাড়কে আল্লাহ্ তায়ালা একটি তক্তার ন্যায় শক্ত করে দিবেন। বরং যখনই সিজদা করতে চাবে, তখন তখনই পেছনের দিকে চিহ্ন হয়ে পড়ে যাবে।

অতপর জাহান্নামের উপর দিয়ে পুলসিরাত পাতা হবে এবং শাকলআন্তের অনুমতি দেয়া হবে। তখন নবী রাসূলগণ এ ফরিয়াদ করবেন; হে আল্লাহ্! নিরাপদে রাখ! নিরাপদে রাখ। মু'মিনগণ এ পুলসিরাতের উপর দিয়ে কেউ চোখের পলকে, কেউ বিন্দুতের গতিতে, কেউ বাতাসের গতিতে, কেউ পাখির গতিতে এবং কেউ দ্রুতগামী ঘোড়ার গতিতে আবার কেউ উটের গতিতে অতিক্রম করবে। কেউ সহীহ-সালামতে বেঁচে যাবে। আবার কেউ এমনভাবে পার হয়ে আসবে যে, তার দেহ ক্ষত-বিক্ষত হবে এবং কেউ খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে জাহান্নামে পড়বে। অবশেষে মু'মিনগণ যখন জাহান্নাম থেকে নিকৃতি লাভ করবে, সে মহান সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! তোমাদের যে কেউ নিজের হৃৎ বা অধিকারের দাবিতে কত কঠোর, তা তো তোমাদের কাছে স্পষ্ট। কিন্তু কিয়ামতের দিন মুমিনগণ তাদের সে সকল ভাইদের মুক্তির জন্য আল্লাহর সাথে আরো অধিক বগড়া করবে, যারা তখনও দোষে পড়ে রয়েছে। তারা বলবে, হে আমাদের প্রভু! এ সকল লোকেরা আমাদের সাথে রোযা রাখত, নামায পড়ত এবং হজ্জ আদায় করত। তখন আল্লাহ্ বলবেন; যাও, তোমরা যাদেরকে চিনতে পার তাদেরকে দোষ থেকে মুক্তি করে আন, তাদের দোষ থেকে বহু সংখ্যক লোককে বের করে আনবে। অতপর বলবে; হে আমাদের রব্ব! এখন সেখানে এমন আর একজন লোকও অবশিষ্ট নেই যাদেরকে বের করার জন্য আপনি নির্দেশ দিয়েছেন। তখন আল্লাহ্ বলবেন, আবার যাও, যাদের অন্তরে এক দীনার পরিমাণ ঈমান পাবে তাদের সবাইকে বের করে আন। এতেও তারা বহু সংখ্যক লোককে বের করে আনবে। তারপর আল্লাহ্ বলবেন, পুনরায় যাও, যাদের অন্তরে অর্ধদীনার পরিমাণ ঈমান পাবে তাদের সবাইকে বের করে আন! সুতরাং এতেও তারা বহু সংখ্যককে বের করে আনবে। অতপর আল্লাহ্ বলবেন, আবারও যাও, যাদের অন্তরে এক বিন্দু পরিমাণ ঈমান পাবে তাদের সবাইকেও বের করে আন। এবারও তারা বহু সংখ্যককে বের করে আনবে এবং বলবে, হে আমাদের পরওয়ারদিগার! ঈমানদার কোন ব্যক্তিকেই আমরা আর জাহান্নামে রেখে আসিনি। তখন আল্লাহ্ তায়ালা বলবেন, ফেরেশতাগণ, নবীগণ এবং মু'মিনীন সবাই শাফা'আত করেছেন, এমন এক 'আরহামুর রাহিমীন' তথা আমি পরম দয়ালু ছাড়া তার কেউই অবশিষ্ট নেই। এ বলে তিনি মুষ্টিভরে এমন একদল লোককে দোষ থেকে বের করবেন যারা কখনো কোন নেক কাজ করেনি। যারা জুলে-পুড়ে কাল কয়লা হয়ে গিয়েছে। অতপর তাদেরকে জান্নাতের সামনে ভাগের একটি নহরে ঢেলে দেয়া হবে, যার নাম হল 'নহরে হায়াত'। এতে তারা স্রোতের ধারে যেমনিভাবে ঘাসের বীজ গজায়, তেমনিভাবে তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংঘটিত হবে, তখন তারা তা থেকে বের হয়ে আসবে মুক্তার মত তাদের ঘাড়ের সীল-মোহর থাকবে। জান্নাতবাসীগণ তাদেরকে দেখে বলবে, 'এরা পরম দয়ালু আল্লাহর আযাদকৃত'। আল্লাহ্ তায়ালা এদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছেন, অথচ তারা আগে কোন আমল বা কল্যাণের কাজ করেনি। অতপর তাদেরকে বলা হবে, এ জান্নাতে তোমরা যা দেখেছ, তা তোমাদের দেয়া হল এবং এতদসঙ্গে অনুরূপ পরিমাণ আরো দেয়া হল। -(বোখারী ও মুসলিম)

দোষখের আন্তনে পোড়া মানুষকে নহরে গোসল করান হবে

হাদীস : ৫২২০ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন জান্নাতীগণ জান্নাতে এবং জাহান্নাীগণ জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তখন আল্লাহ্ তায়ালা বলবেন, যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমান আছে, তাকে দোষ থেকে বের করে আন। তাদেরকে এমন অবস্থায় বের করা হবে যে, তারা পুড়ে কালো কয়লায় পরিণত হয়ে গিয়েছে। অতপর তাদেরকে 'হায়াত' নামক নহরে ফেলে দেয়া হবে। এতে তারা স্রোতের ধারে যেমন ঘাসের বীজ গজায় তেমনি স্বচ্ছ-সুন্দর হয়ে ওঠবে। তোমরা কি দেখনি, উক্ত গাছগুলো হলুদ রং জড়িত অবস্থায় অংকুরিত হয়। -(বোখারী ও মুসলিম)

আল্লাহ পরিমাণের চেয়ে বেশি দিবেন

হাদীস : ৫২২১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, লোকেরা জিজ্ঞেস করত, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কিয়ামতের দিন আমরা কি আমাদের রবকে দেখতে পাব? অতপর আবু হুরায়রা হাদীসের অবশিষ্ট অংশ হযরত আবু সাঈদ খুদরীর বর্ণিত হাদীসের অর্থানুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে আবু হুরায়রার হাদীসে ‘আল্লাহ পায়ের নলা বা গোড়ালী উন্মুক্ত করবেন’— তিনি এ কথাটি উল্লেখ করেননি। আর রাসূল (স) বলেছেন, জাহান্নামের ওপর পুলসিরাত পাতা হবে। সে সময় রাসূলদের মধ্যে আমি এবং আমার উম্মতই সর্বপ্রথম তা পার হব। সেদিন রাসূলগণ ছাড়া কেউ কথা বলবে না। আর রাসূলগণও শুধু বলতে থাকবেন, আল্লাহু সাল্লেম, সাল্লেম। অর্থাৎ, হে আল্লাহ নিরাপদে রাখ। হে আল্লাহ নিরাপদে রাখ। আর জাহান্নামের মধ্যে সা‘দানের কাঁটার মত আংটা থাকবে, সে সব আংটাগুলোর বিরাটত্ব সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহই জানেন। ঐ আংটাগুলো মানুষদেরকে তাদের আমল অনুপাতে আঁকড়িয়ে ধরবে। সুতরাং কিছু সংখ্যক লোক নিজ আমলের জন্য ধ্বংস হবে এবং কিছু লোক টুকরা টুকরা হয়ে যাবে। আবার পরে নাজাত পাবে।

অবশেষে যখন আল্লাহ বান্দাদের বিচার-ফয়সালা শেষ করবেন এবং কিছু সংখ্যক ঐসব দোষখবাসীকে নাজাত দেয়ার ইচ্ছে করবেন, যারা এ সাক্ষ্য দিয়েছে যে, এক আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা‘বুদ নেই, তখন ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ করবেন যে, যারা একমাত্র আল্লাহর এবাদত করেছে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে আন। তখন তারা ঐ সকল লোকদের কপালে সিঁজ্‌দার চিহ্ন দেখে সনাক্ত করবেন এবং দোষ থেকে বের করে আনবেন। আর আল্লাহ তায়ালা সিঁজ্‌দার চিহ্নসমূহ পুড়িয়ে দম্‌ক করা আগুনের জন্য হারাম করে দিয়েছেন। ফলে দোষ থেকে নিষ্কণ্টি প্রতিটি আদম সন্তানের সিঁজ্‌দার স্থানটি ছাড়া তার গোটা দেহটি আগুন নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে। সুতরাং তাদেরকে এমন অগ্নিদম্‌ক অবস্থায় দোষ থেকে বের করা হবে, তারা একেবারে কালো কয়লা হয়ে গিয়েছে। তখন তাদের ওপর সজ্জীবনী পানি ঢেলে দেয়া হবে। এর ফলে তারা এমনভাবে তরতাজা ও সজীব হয়ে ওঠবে, যেমন কোন বীজ প্রবাহমান পানির ধারে অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে।

সে সময় দোষখবাসীদের মধ্য থেকে সর্বশেষে জান্নাতে প্রবেশকারী এক ব্যক্তি জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী স্থানে থেকে যাবে, যার মুখ হবে দোষখের দিকে। সে বলবে, হে আমার রব! দোষখের দিক থেকে আমার মুখখানা ফিরিয়ে দিন। কেননা দোষখের উত্তম হাওয়া আমাকে অত্যধিক কষ্ট দিচ্ছে এবং তার অগ্নিশিখা আমাকে দম্‌ক করে ফেলছে। তখন আল্লাহ তায়ালা বলবেন, তবে কি যা তুমি চাচ্ছ, যদি তোমাকে আমি দান করি তাহলে আরো অন্য কিছুও তো চাইতে পার? তখন সে বলবে, না তোমার ইচ্ছতের কসম করে বলছি, আমি আর কিছুই চাব না। তখন সে আল্লাহ তায়ালাকে আল্লাহর ইচ্ছানুসারে ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি প্রদান করবে। তখন আল্লাহ তায়ালা তার মুখকে দোষখের দিক থেকে ফিরিয়ে দিবেন। যখন সে জান্নাতের দিকে মুখ করবে এবং তার চাকচিক্য ও শ্যামল দৃশ্য দেখতে পাবে, তখন আল্লাহ যতক্ষণ নিশ্চুপ রাখতে চাবেন ততক্ষণ সে চুপ করে থাকবে। অতপর বলবে, হে আমার প্রভু! আমাকে জান্নাতের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দাও। এ কথা শুনে মহামহিম বরকতময় আল্লাহ বলবেন, তুমি কি ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি দাওনি যে, তুমি একবার যা চেয়েছ তা ছাড়া কখনো আর কিছুই চাইবে না? তখন সে বলবে, হে আমার রব! তুমি আমাকে তোমার সৃষ্টিকুলের মধ্যে সবচেয়ে হতভাগ্য বানিয়ে না! তখন আল্লাহ বলবেন, আচ্ছা, তোমাকে যদি এ সব কিছু দেয়া হয়, তাহলে পুনরায় অন্য আর কিছু চাইবে না তো? সে বলবে, না, তোমার ইচ্ছতের কসম! এটা ছাড়া আমি আর কিছুই চাইব না। তারপর সে আল্লাহ তায়ালাকে এই মর্মে ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি প্রদান করবে যা আল্লাহ ইচ্ছে করবেন। তখন তাকে জান্নাতের দরজার কাছে এগিয়ে দেয়া হবে। যখন সে জান্নাতের দরজার কাছে পৌঁছবে, তখন তার মধ্যকার আরাম-আয়েশ ও আনন্দের প্রাচুর্য দেখতে পাবে এবং আল্লাহ যতক্ষণ চুপ রাখতে চাবেন ততক্ষণ সে চুপ থাকবে। অতপর সে বলবে, হে আমার রব! আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিন। তখন মহামহিম বরকতময় আল্লাহ বলবেন, আফসোস হে আদম সন্তান! তুমি কি সাংঘাতিক ওয়াদা ভঙ্গকারী! তুমি কি এ মর্মে প্রতিশ্রুতি দাওনি যে, আমি যা কিছু দিব তাছাড়া অন্য আর কিছুই চাইবে না? তখন সে বলবে, হে আমার রব! আমাকে তোমার সৃষ্টির মধ্যে সবার চেয়ে দুর্ভাগ্য কর না। এ বলে সে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে থাকবে। এমনকি তার এ মিনতি দেখে আল্লাহ হেসে উঠবেন। যখন তিনি হেসে ফেলবেন তখন তাকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দিয়ে বলবেন, এবার যাও। তখন সে আল্লাহর কাছে মন খুলে চাইবে। এমনকি যখন তার আকাঙ্ক্ষাও শেষ হয়ে যাবে, তখন আল্লাহ তায়ালা বলবেন, এ সব কিছুই তোমাকে দেয়া হল এবং এর সাথে আরো অনুরূপ পরিমাণ দেয়া হল। আর হযরত আবু সাঈদের বর্ণনায় আছে—আল্লাহ তায়ালা বলবেন, যাও, তোমাকে এ সব কিছু তো দিলামই এবং এর ষষ্ঠও পরিমাণও এর সাথে দিলাম। —(বোখারী ও মুসলিম)

মানুষের আকাঙ্ক্ষার শেষ নেই

হাদীস : ৫২২২ ॥ হযরত ইবনে মাসুদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, সর্বশেষ যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ

করবে, সে জাহান্নাম থেকে বের হওয়ার সময় একবার চলবে, একবার সম্মুখের দিকে ঝুঁকে পড়বে এবং আরেকবার আগুন তাকে বলসিয়ে দিবে। অতপর যখন (এই অবস্থায়) সে দোযখের সীমানা পার হয়ে আসবে, তখন তার দিকে তাকিয়ে বলবে, বড়ই কল্যাণময় সেই মহান প্রভু! যিনি আমাকে তোমা থেকে মুক্তি দান করেছেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ তায়ালা আমাকে এমন কিছু দান করেছেন, যা আগের ও পেছনের কোন ব্যক্তিকেই তা প্রদান করেননি। অতপর তার সামনে একটি বৃক্ষ প্রকাশ করা হবে। তখন সে বলল, হে আমার প্রভু! আমাকে ঐ গাছটির কাছে পৌঁছিয়ে দিন, যাতে আমি তার নিচে ছায়া পেতে পারি এবং তার ঝর্ণা থেকে পানি পান করি। তখন আল্লাহ্ বলবেন, হে আদম সন্তান! যদি আমি তোমাকে এটা প্রদান করি, তখন হয়তো তুমি আমার কাছে অন্য কিছু চাইতে থাকবে। সে বলবে, না, হে আমার পরওয়ারদেগার! এবং সে আল্লাহ্র সাথে এ ওয়াদা-অঙ্গীকার করবে যে তা ছাড়া সে আর কিছুই চাবে না। অথচ তার অধৈর্য ও অস্থিরতা দেখে আল্লাহ্ তায়ালা তাকে অসহায় অবস্থায় পেয়ে তার মনের আশা পূরণ করবেন। তখন তাকে উক্ত গাছের কাছে পৌঁছে দিবেন। সে তার ছায়া উপভোগ করবে এবং পানি পান করবে।

অতপর আরেকটি গাছ প্রকাশ পাবে যা প্রথমটির চেয়ে উত্তম। তখন সে বলবে; হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ঐ গাছটির নিকটে করে দিন, যেন আমি সেখানে ঝর্ণার পানি পান করতে পারি এবং তার ছায়ায় বিশ্রাম করতে পারি, আমি এছাড়া অন্য আর কিছু তোমার কাছে চাব না। তখন আল্লাহ্ বলবেন, হে আদম সন্তান! তুমি কি আমার সাথে এ ওয়াদা করনি যে, তোমাকে যা কিছু দেয়া হয়েছে, তুমি তা ছাড়া আর কিছুই চাবে না? আল্লাহ্ আরো বলবেন, এমনও তো হতে পারে; যদি আমি তোমাকে তার কাছে পৌঁছে দেই, তখন তুমি অন্য আরো কিছু চেয়ে বসবে? তখন সে এ প্রতিশ্রুতি দিবে যে, সে তা ছাড়া আর কিছুই চাবে না। আল্লাহ্ তাকে অপারগ মনে করবেন। কেননা, তিনি ভালোভাবে অবগত আছেন যে, ঐখানে যাওয়ার পর সে যা কিছু দেখতে পাবে, তাতে সে লোভ সামলাতে পারবে না। অবশেষে আল্লাহ্ তাকে তার কাছাকাছি করে দিবেন। সে তার ছায়ায় আরাম উপভোগ করবে এবং পানি পান করবে। অতপর জান্নাতের দরজার কাছে এমন একটি গাছ প্রকাশ করবেন, যা প্রথম দুটির চেয়ে উত্তম। তা দেখে সে বলবে, হে আমার পরওয়ারদেগার! আমাকে ঐ গাছটির কাছে পৌঁছে দিন যাতে আমি তার ছায়া উপভোগ করি এবং তার পানি পান করি। তাছাড়া আর কিছুই তোমার কাছে চাব না। তখন আল্লাহ্ বলবেন, হে আদম সন্তান! তুমি কি আমার সাথে এ ওয়াদা করনি যে, তোমাকে যা কিছু দেয়া হয়েছে, তুমি তা ছাড়া আর কিছুই চাবে না? সে বলবে, হ্যাঁ, ওয়াদা তো করেছিলাম, তবে হে আমার প্রভু! আমার এ আকাঙ্ক্ষাটি পূরণ করে দাও, এরপর আমি আর কিছুই তোমার কাছে চাব না। এবং আল্লাহ্ তায়ালা তাকে অপারগ জানবেন। কেননা, তিনি জানেন, এরপর সে যা কিছু দেখতে পাবে, তাতে সে ধৈর্যধারণ করতে পারবে না। যখন তাকে তার কাছাকাছি করে দেয়া হবে। যখন সে গাছটির কাছে যাবে, জান্নাতবাসীদের শব্দ শুনতে পাবে তখন বলবে, হে আমার পরওয়ারদেগার! আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিন। তখন আল্লাহ্ বলবেন, হে আদম সন্তান! আমার কাছে তোমার চাওয়া কখন শেষ হবে? আচ্ছা, তুমি কি এতে সন্তুষ্ট হবে যে, আমি তোমাকে দুনিয়ার সমপরিমাণ জায়গা এবং তার সাথে অনুরূপ জায়গাও তোমাকে জান্নাতে প্রদান করি? তখন লোকটি বলবে, হে পরওয়ারদেগার! তুমি সকল জাহানের প্রভু হয়েও আমার সাথে ঠাট্টা করেছ? এ কথা বলার পর ইবনে মাসউদ (রা) হাসলেন। অতঃপর বললেন, তোমরা আমাকে কেন জিজ্ঞেস করছ না যে, আমার হাসার কারণ কি? তখন তারা জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা, বলুন তো আপনি কেন হাসলেন? তিনি বললেন, এভাবে রাসূলুল্লাহ্ (স) হেসেছিলেন। তখন সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেছিলেন। ইয়া রাসূলুল্লাহ্! কিসে আপনাকে হাসাল? উত্তরে তিনি বললেন, যখন ঐ লোকটি বলল, ‘তুমি রাসূল ‘আলামীন হয়েও আমার সাথে ঠাট্টা করেছ?’ তখন স্বয়ং আল্লাহ্ হেসে ফেলবেন অতপর আল্লাহ্ বলবেন, আমি তোমার সাথে ঠাট্টা করছি না; বরং আমি যা ইচ্ছে করি তা করতে সক্ষম।-মুসলিম। মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত আছে- তবে আল্লাহ্র উক্তি, “হে আদম সন্তান! কবে নাগাদ আমি তোমার চাহিদা থেকে রেহাই পাব?” এটা থেকে শেষ পর্যন্ত হাদীসের অংশটি তিনি বর্ণনা করেননি। অবশ্য এ কথাগুলো বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্ তাকে স্বরণ করিয়ে বলবেন, তুমি আমার কাছে এটা চাও, তা চাও। অবশেষে যখন তার আকাঙ্ক্ষা শেষ হয়ে যাবে, তখন আল্লাহ্ তায়ালা বলবেন, যাও, তোমার চাহিদামত তা তো তোমাকে দিলামই এবং অনুরূপ আরো দশগুণ প্রদান করলাম। নবী করীম (স) বলেছেন, সে জান্নাতে তার ঘরে প্রবেশ করবে এবং সাথে প্রবেশ করবে ‘হুরে ঈন’ থেকে তার দু জন স্ত্রী। তখন হুরয়্য বলবে; সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্র জন্য যিনি তোমাকে আমাদের জন্য জীবিত করেছেন এবং আমাদের তোমার জন্য জীবিত রেখেছেন। রাসূল (স) এটাও বলেছেন, তখন লোকটি বলবে, আমাকে যা কিছু দেয়া হয়েছে; এ পরিমাণ আর কাউকেও দেয়া হয়নি।

দোষখের শাস্তির পর বেহেশতে যাবে

হাদীস : ৫২২৩ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, কিছু সংখ্যক লোক তাদের কৃত গোনাহের কারণে শাস্তি স্বরূপ দোষখের আগুনে ঝলসিত হবে। অতপর আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর রহমত ও করুণায় তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। তবে সেখানে তাদেরকে 'জাহান্নামী' বলে ডাকা হবে।—(বোখারী)

একদল বেহেশতীকে জাহান্নামী ডাকা হবে

হাদীস : ৫২২৪ ॥ হযরত ইমরান ইবনে হোসাইন (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, একদল মানুষকে মুহাম্মদ (স)-এর শাফা'আতে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। অতপর তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের নাম রাখা 'জাহান্নামী'।—বোখারী, অপর এক বর্ণনায় আছে-তিনি বলেছেন, আমার উম্মতের একদল লোক আমার সুপারিশে জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করবে। তাদেরকে জাহান্নামী নামে ডাকা হবে।

দোষখ থেকে সর্বশেষ পবিত্রাণ পাওয়া দলের মর্যাদা ভিন্ন হবে

হাদীস : ৫২২৫ ॥ হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, জাহান্নাম থেকে সর্বশেষ মুক্তিপ্রাপ্ত এবং সবশেষে জান্নাতে প্রবেশকারীকে আমি খুব ভালোভাবেই চিনি। সে এমন এক ব্যক্তি, যে হামাগুড়ি দিয়ে দোষখ থেকে বের হয়ে আসবে। আল্লাহ্ তাকে বলবেন, যাও, তুমি জান্নাতে প্রবেশ কর। সে এসে ধারণা করবে যে, তা ভর্তি হয়ে আছে। তখন সে বলবে, হে আমার প্রভু! আমি তো তাকে ভরতি পেয়েছি, তখন আব্দুল্লাহ্ বলবেন, তুমি যাও এবং জান্নাতে প্রবেশ কর। তোমাকে জান্নাতে দুনিয়ার সমপরিমাণ এবং তার দশগুণ জায়গা দেয়া হল। তখন সে বলবে, হে প্রভু! আপনি কি আমার সাথে হাসি-ঠাট্টা করেছেন? অথচ আপনি তো (সকল বাদশাহর) বাদশাহ্! ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আমি দেখলাম, এ কথাটি বলে রাসূল (স) এমনভাবে হাসলেন যে, তাঁর মাড়ির দাঁত পর্যন্ত প্রকাশ হয়ে পড়ল। আর বলা হয়, এ ব্যক্তি মর্যাদার দিক দিয়ে হবে জান্নাতীদের সর্বনিম্ন স্তরের।—(বোখারী ও মুসলিম)

বড় গোনাহ সরিয়ে ফেলা হবে

হাদীস : ৫২২৬ ॥ হযরত আবু যর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমি এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে অবগত আছি, যে জান্নাতীদের মধ্যে সবশেষ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং সর্বশেষ জাহান্নামী, যে তা থেকে বের হয়ে আসবে। কিয়ামতের দিন তাকে আব্দুল্লাহ্ তায়ালা সামনে উপস্থিত করা হবে। তখন ফেরেশতাদেরকে বলা হবে, তার ছোট ছোট গোনাহসমূহ তার সামনে উপস্থিত কর এবং বড় বড় গোনাহগুলো সরিয়ে রাখ। তখন তার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোনাহগুলোই তার সামনে উপস্থিত করা হবে। তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হবে; আচ্ছা বল তো, অমুক দিন অমুক কাজটি তুমি করেছিলে? সে বলবে, হাঁ, করেছি। বস্তুত তা সে অস্বীকার করতে পারবে না। তবে তার বড় বড় গোনাহসমূহ উপস্থিত করা সম্পর্কে সে অত্যন্ত ভীত-সঙ্কস্ত থাকবে। তখন তাকে বলা হবে, যাও! তোমার প্রতিটি গোনাহের স্থলে তোমাকে এক একটি নেকী দেয়া হল। তখন সে বলবে, হে আমার পরওয়ারদিগার! আমি তো এমন কিছু (বড় বড়) গোনাহও করেছিলাম, যেগুলোকে আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি না। বর্ণনাকারী হযরত আবু যর গিফারী (রা) বলেন, এ সময় আমি রাসূল (স)-কে এমনভাবে হাসতে দেখেছি যে, তাঁর মাড়ির দাঁত পর্যন্ত প্রকাশ হয়ে পড়েছে।—(মুসলিম)

দোষখ থেকে মুক্তি দেয়া হবে

হাদীস : ৫২২৭ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, জাহান্নাম থেকে চার ব্যক্তিকে বের করে আব্দুল্লাহ্ তায়ালা সামনে উপস্থিত করা হবে। অতপর তাদেরকে আবার জাহান্নামে পাঠানোর জন্য নির্দেশ করা হবে। তখন তাদের একজন পেছন ফিরে তাকাবে এবং বলবে, হে প্রভু! আমি তো এ প্রত্যাশায় ছিলাম যে, যখন তুমি একবার আমাকে তা থেকে বের করে এনেছ, আবার আমাকে সেখানে ফেরত পাঠাবে না। তখন আব্দুল্লাহ্ তায়ালা তাকে দোষখ থেকে নাজাত দিয়ে দিবেন।—(মুসলিম)

বেহেশতের স্থান চিনতে পারবে

হাদীস : ৫২২৮ ॥ হযরত আবু সাঈদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ঈমানদারদেরকে দোষখ থেকে বের করে জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী একটি পুলের ওপর আটক রাখা হবে এবং দুনিয়াতে পরস্পর পরস্পরে যা যা জুলুম অত্যাচার হয়েছিল তা প্রতিশোধ অনুমতি দেয়া শেষে যখন তারা পবিত্র এবং পরিষ্কৃত হয়ে যাবে, তখন তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে। ঐ সত্তার কসম, যাঁর হাতে মুহাম্মদ প্রাণ! মু'মিনদের প্রত্যেকে দুনিয়াতে তার নিজ বাড়িকে যেমনিভাবে চিনত, তার চেয়ে সে বেহেশতে তার স্থান ভালরূপে চিনতে পারবে।—(বোখারী)

দোষখীদের বেহেশত দেখানো হয়

হাদীস : ৫২২৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কোনো ব্যক্তিই জান্নাতে প্রবেশ করবে না যে পর্যন্ত অপরাধ করলে দোষখে তাহার যে স্থান হত, তা সে দেখবে, যাতে সে অধিক শোকরগোষার হয়। আর কোন

দোযখীকে দোযখে প্রবেশ করা হবে না যে পর্যন্ত ভাল কাজ করলে জান্নাতে তার যে স্থান হত, তা সে দেখবে না, যেন তার আফসোস ও অনুশোচনা বৃদ্ধি পায়।—(বোখারী)

মুমিনগণ অনন্তকাল বেহেশতে অবস্থান করবে

হাদীস : ৫২৩০ ॥ হযরত ইবনে উমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন জান্নাতবাসীগণ জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তখন মৃত্যুকে বেহেশত ও দোযখের মধ্যবর্তী স্থানে উপস্থিত করা হবে এবং তাকে জবাই করে দেয়া হবে। অতপর একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে, হে জান্নাতবাসীগণ! এখানে আর কোন মৃত্যু নেই। হে জাহান্নামবাসীরা! আর মৃত্যু নেই। এতে বেহেশতবাসীদের আনন্দের ওপর আনন্দ আরো অধিক মাত্রায় বেড়ে যাবে, অন্যদিকে দোযখীদের দুশ্চিন্তার ওপর আরো দুশ্চিন্তা অধিক বৃদ্ধি পাবে।—(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হাউজে কাউসারের পানি মধুর চেয়ে মিষ্টি হবে

হাদীস : ৫২৩১ ॥ হযরত সওবান (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, আমার হাউদ আদন থেকে বালকার স্থানের মধ্যবর্তী দূরত্ব পরিমাণ হবে। তার পানি দুগ্ধ অপেক্ষা স্বাদ ও মধুর চেয়ে মিষ্টি এবং তার পানপাত্রের সংখ্যা আকাশের নক্ষত্রের মত অগণিত। যে তা থেকে এক ঢোক পান করবে, সে আর কখন পিপাসার্ত হবে না। উক্ত হাউজের কাছে সর্বপ্রথম ঐ সকল গরীব মুহাজেরীনগণ আসবে, যাদের মাথার চুল অবিন্যস্ত, পরনের কাপড়-চোপড় ময়লা, সজ্জাত পরিবারের মহিলাগণকে যাদের সাথে বিবাহ দেয়া হয় না এবং তাদের জন্য (গৃহের) দরজা খোলা হয় না।—(আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ্। এবং তিরমিযী বলেন, হাদীসটি গরীব।)

অগণিত লোক হাউজে কাউসারের পানি পান করবে

হাদীস : ৫২৩২ ॥ হযরত য়ায়েদ ইবনে আরকাম (রা) বলেন, একবার আমরা রাসূল (স)-এর সাথে কোন এক সফরে ছিলাম। এক মঞ্জিলে আমরা অবস্থান করলাম। তখন তিনি উপস্থিত লোকদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, হাউজে কাউসারের যে সকল লোকেরা য়ায়েদ ইবনে আরকামকে জিজ্ঞেস করল, সেদিন আপনাদের সংখ্যা কত ছিল? তিনি বললেন, সাত শত অথবা আটশত।—(আবু দাউদ)

প্রত্যেক নবীর হাউজ থাকবে

হাদীস : ৫২৩৩ ॥ হযরত সামুরা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, জান্নাতে প্রত্যেক নবীর এক একটি হাউজ হবে এবং নবীগণ নিজেদের হাউজ নিয়ে গর্ব করবেন যে, কার হাউজে আগমনকারীর সংখ্যা বেশি। কিন্তু আমি আশা রাখি যে, আমার হাউজে আগমনকারীর সংখ্যা হবে তাদের সবার চেয়ে অধিক।—(তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব।)

কিয়ামতের দিন রাসূল (স) তিন জায়গায় অবস্থান করবেন

হাদীস : ৫২৩৪ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-এর খেদমতে আরয় করলাম, কিয়ামতের দিন আপনি অনুগ্রহপূর্বক আমার জন্য বিশেষভাবে শাফা'আত করবেন। তিনি বললেন, আচ্ছা, আমি তা করব। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমি আপনাকে কোথায় খোঁজ করব? তিনি বললেন; সর্বপ্রথম তুমি আমাকে পুলসিরাতে ওপর খোঁজ করবে। বললাম, যদি আমি আপনাকে পুলসিরাতে দেখা না পাই? তিনি বললেন; তখন তুমি আমাকে মীযানের (আমলনামা ওজনের) কাছে খোঁজ করবে। বললাম, যদি আমি আপনাকে মীযানের কাছে দেখা না পাই? তিনি বললেন; তখন তুমি আমাকে হাউজে কাউসারের কাছে খোঁজ করবে। স্বরণ রেখ, আমি এ তিন জায়গা থেকে অনুপস্থিত থাকব না।—(তিরমিযী। এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব।)

বেহেশতে সর্বপ্রথম পোশাক পরানো হবে ইব্রাহীম (আ)-কে

হাদীস : ৫২৩৫ ॥ হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, একদা তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল; (আল্লাহর ওয়াদাকৃত) 'মাকামে মাহমূদ' কি? তিনি বললেন, তা এমন একদিন যেদিন আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর কুরসীতে অবতরণ করবেন এবং তা এমনভাবে কড়মড় করবে, যেমন সংকীর্ণতার কারণে কড়মড় করে থাকে চামড়ার তৈয়ারী নূতন গদি। সেই কুরসীর প্রশস্ততা হবে আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী ব্যবধানের পরিমাণ। অতপর তোমাদের বস্ত্রবিহীন, খালি পদযুগলে ও খত্নাবিহীন অবস্থায় উপস্থিত করা হবে। সেদিন যাদেরকে পোশাক পরিধান করান হবে, তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম ব্যক্তি হবেন হযরত ইব্রাহীম (আ)। আল্লাহ্ তায়ালা ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দিবেন আমার বন্ধু ইব্রাহীমকে তোমরা পোশাক পরিয়ে দাও। তখন জান্নাতের কোমল রেশমী ধবধবে সাদা দুখানা কাপড় আনা হবে এবং তা তাঁকে পরিধান করান হবে। অতপর পোশাক পরিধান করান হবে আমাকে। তারপর আমি আল্লাহ্ রাসূল আলামীনের ডান পাশে এমন এক মাকামে দণ্ডায়মান হব, যা দেখে আগের ও পরের নবীরা আমার প্রতি ঈর্ষা পোষণ করবেন।—(দারেমী)

যারা কবীরা গোনাহ করবে তারা শাফায়াত পাবে

হাদীস : ৫২৩৬ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমার উম্মতের কবীরা গোনাহকারীগণই বিশেষভাবে আমার শাফায়াত লাভ করবে। - (তিরমিযী ও আবু দাউদ। আর ইবনে মাজাহ হযরত জাবির (রা) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।)

যারা শিরক করবে তারা শাফায়াত পাবে না

হাদীস : ৫২৩৭ ॥ হযরত আওফ ইবনে মালিক (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমার পরম্পরদেগারের কাছ থেকে একজন আগমনকারী (ফেরেশতা) আসলেন এবং তিনি (আল্লাহর পক্ষ থেকে) আমাকে এ দুয়ের মধ্যে একটির এখতিয়ার প্রদান করলেন, হয়ত আমার উম্মতের অর্ধেক সংখ্যা জান্নাতে প্রবেশ করুক অথবা আমি (উম্মতের জন্য) শাফায়াতের সুযোগ গ্রহণ করি? অতপর আমি শাফায়াত গ্রহণ করলাম। অতএব, তা ঐসব লোকের জন্য, যারা আল্লাহর সাথে শিরক না করে মৃত্যুবরণ করেছে, তাদের জন্য আমার শাফায়াত কার্যকর হবে। - (তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

সুপারিশের কারণে অনেক লোক বেহেশতে যাবে

হাদীস : ৫২৩৮ ॥ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবুল জাদ'আ (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, আমার উম্মতের এক ব্যক্তির সুপারিশে বনী তামীম গোত্রের লোকসংখ্যার চেয়ে অধিক মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করবে। - (তিরমিযী, দারেমী ও ইবনে মাজাহ)

সকল উম্মতে মুহাম্মদী বেহেশতে প্রবেশ করবে

হাদীস : ৫২৩৯ ॥ হযরত আবু সাঈদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমার উম্মতের কোন ব্যক্তি এমন হবে, যে বিরাট একটি দলের জন্য সুপারিশ করবে, কেউ একটি গোত্রের জন্য সুপারিশ করবে। আবার কেউ আপন আত্মীয়-স্বজনের জন্য সুপারিশ করবে আবার কেউ শুধু একটি লোকের জন্য সুপারিশ করবে। অবশেষে আমার সকল উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবে। - (তিরমিযী)

চার লক্ষ লোক বিনা হিসেবে বেহেশতে যাবে

হাদীস : ৫২৪০ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ আমাকে এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি আমার উম্মতের চার লক্ষ ব্যক্তিকে বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। তখন হযরত আবু বকর (রা) বললেন, ইয়া রাসূল্লাহ! আমাদের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি করুন। তখন তিনি বললেন, এ পরিমাণ-এ বলে তিনি উভয় হাত একত্রিত করে অঞ্জলি একত্রিত করলেন। হযরত আবু বকর (রা) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি করুন। এবারও রাসূল (স) অনুরূপ অঞ্জলি একত্র করে দেখিয়ে বললেন, আরো এ পরিমাণ। তখন হযরত উমর (রা) বললেন, হে আবু বকর! আমাদের নিজ নিজ অবস্থায় থাকতে দাও। তখন আবু বকর (রা) বললেন, হে উমর! এতে তোমার কি ক্ষতি যদি আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেন? জবাবে উমর (রা) বললেন, যদি মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ ইচ্ছে করেন, তবে তাঁর সব সৃষ্ট মাখলুককে তিনি এক অঞ্জলিতেই জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারেন। এ কথা শুনে তখন রাসূল (স) বললেন: উমর সত্যই বলেছে। - (শরহে সুন্নাহ)

অযূর পানির বিনিময়ে সুপারিশ পাবে

হাদীস : ৫২৪১ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, জাহান্নামীগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে, তখন জান্নাতী এক ব্যক্তি তাদের কাছ দিয়ে চলে যাবে। এ সময় জাহান্নামীদের সারি থেকে এক ব্যক্তি বলবে, হে অমুক! তুমি আমাকে চিনতে পারনি? আমি, সে ব্যক্তি, যে একদিন তোমাকে পান করিয়েছিলাম। আর একজন বলবেন, আমি সে ব্যক্তি যে একদিন তোমাকে অযূর জন্য পানি দিয়েছিলাম। তখন সে বেহেশতী ব্যক্তি তার জন্য সুপারিশ করবে এবং জান্নাতে নিয়ে যাবে। - (ইবনে মাজাহ)

বিশেষ অনুগ্রহে বেহেশতে প্রবেশ

হাদীস : ৫২৪২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, জাহান্নামীদের মধ্য থেকে দু'ব্যক্তি খুব শোর-চিৎকার করতে থাকবে। তাদের চিৎকার শুনে মহান প্রভু ফেরেশতাদেরকে বলবেন, এ ব্যক্তিদ্বয়কে দোযখ থেকে ঝের করে আন। যখন তাদেরকে উপস্থিত করা হবে আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন, কি কারণে তোমারা দুজন এতো শোর-চিৎকার করছ? তারা বলবে, আমরা এরূপ করেছি যাতে আপনি আমাদের প্রতি রহম করেন। তখন আল্লাহ বলবেন, তোমাদের উভয়ের প্রতি আমার আমার অনুগ্রহ হল, জাহান্নামের যে স্থানে তোমারা অবস্থানরত ছিলে এখন সেখানে চলে যাও এবং সে স্থানেই তোমারা নিজেদেরকে স্বৈচ্ছায় নিষ্কেপ কর। এ নির্দেশ শুনে উভয়ের একজন স্বৈচ্ছায় নিজেকে দোযখে নিষ্কেপ করবে। তখন আল্লাহ দোযখের আগুনকে তার জন্য শীতল ও আরামদায়ক করে দিবেন। কিন্তু

দ্বিতীয় ব্যক্তিটি দাঁড়িয়ে থাকবে, সে নিজেকে তাতে নিক্ষেপ করবে না। তখন পরওয়ারদেগার তাকে বলবেন, যেভাবে তোমার সাথী নিজেকে দোষে নিক্ষেপ করেছে, কিসে তোমাকে অনুরূপভাবে নিক্ষেপ করা থেকে বিরত রাখল? তখন সে বলবে, হে আমার প্রভু! আমি এ আশা রাখি যে, জায়গা থেকে তুমি একবার আমাকে বের করেছ, আবার সেখানে তুমি আমাকে ফেরত পাঠাবে না। অতপর রাব্বুল আলামীন বলবেন, তুমি যে আশা পোষণ করেছ, তা পূরণ করা হল। তখন আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর বিশেষ অনুগ্রহে তাদের দু জনকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। -(তিরমিযী) হাদীস ৫২৪৩

বিদ্যুতের গতিতে পুলসিরাত পার হবে

হাদীস : ৫২৪৩ ॥ হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সকল মানুষ (পুলসিরাত অতিক্রমের সময়) জাহান্নামে উপস্থিত হবে এবং আমলের অনুপাতে নাজাত পাবে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম লোক সবার আগে বিদ্যুতের গতিতে চলে যাবে। কেউ প্রচণ্ড বাতাসের বেগে, কেউ দ্রুতগামী ঘোড়ার গতিতে, কেউ উটের গতিতে, কেউ মানুষের দৌড়ের গতিতে, অতপর পায়ে হাঁটার গতিতে। -(তিরমিযী ও দারেমী)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হাউজে কাউছারের পানি পান করলে তৃষ্ণার্ত হবে না

হাদীস : ৫২৪৪ ॥ হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের সামনে আমার হাউজ রয়েছে-দু কিনারার দূরত্ব 'জাররা ও আযরুহ' স্থানদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্বের সমান। কোন রাবী বলেছেন, এ দুটি সিরিয়ার দুই বস্তির নাম। এর মধ্যবর্তী দূরত্ব তিন রাতের পথ। অপর এক বর্ণনায় আছে- তার পেয়ালার সংখ্যা আকাশের নক্ষত্রের মত (অগণিত)। যে উক্ত হাউজে এসে একবার তা থেকে পান করবে, সে পরে আর কখনো পিপাসার্ত হবে না।

-(বোখারী ও মুসলিম)

বেহেশতের গভীরতা সত্তর বছর রাস্তার দূরত্বের সমান

হাদীস : ৫২৪৫ ॥ হযরত হোয়াইফা ও আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ্ তায়ালা কিয়ামতের দিন সকল মানুষদেরকে একত্রিত করবেন। অতপর মু'মিনগণ এক স্থানে দাঁড়াবেন, অবশেষে বেহেশতকে তাদের কাছাকাছি করা হবে। এরপর তারা হযরত আদম (আ)-এর কাছে এসে বলবে, হে আমাদের পিতা! আমাদের জন্য বেহেশত খুলে দিন। তিনি বলবেন, তোমাদের পিতার অপরাধই তো তোমাদের জান্নাত থেকে বহিষ্কার করেছে। সুতরাং আমি এ কাজের উপযুক্ত নই। তোমরা আমার পুত্র আল্লাহ্র বন্ধু ইব্রাহীম (আ)-এর কাছে যাও তিনি বলেন, তখন হযরত ইব্রাহীম (আ) বলবেন, এ কাজে উপযুক্ত আমি নই। আমি আল্লাহ্র বন্ধু ছিলাম বটে, কিন্তু পশ্চাতে; বরং তোমরা মূসার শরণাপন্ন হও। যার সাথে আল্লাহ্র সরাসরি কথাবার্তা বলেছেন। সুতরাং তারা হযরত মূসা (আ)-এর কাছে আসবে। তিনি বলবেন, আমি এর যোগ্য নই। তোমরা ঈসা (আ)-এর কাছে যাও। তিনি আল্লাহ্র কালেমা এবং তাঁর ক্রহ। তখন হযরত ঈসা (আ) বলবেন, আমি এর যোগ্য নই। অবশেষে তারা হযরত মুহাম্মদ (স)-এর কাছে আসবে। তখন তিনি আরশের ডান পাশে দাঁড়াবেন এবং শাফায়াতের জন্য অনুমতি চাইবেন তাঁকে অনুমতি দেয়া হবে। অতপর আমানত ও রেহেমকে (আত্মীয়তার সম্পর্ককে) পাঠানো হবে, তখন উভয়টি পুলসিরাতের ডানে ও বামে দু পাশে দাঁড়িয়ে যাবে। এবার লোকেরা তার ওপর দিয়ে পার হতে থাকবে। তোমাদের প্রথম দল বিদ্যুতের মত চলে যাবে। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি কুরবান হোক, বিদ্যুতের মত চলে যাবে এর অর্থ কি? তিনি বলবেন; তোমরা কি দেখতে পাও না, বিদ্যুতের রশ্মি কিরূপে তরির গতিতে চলে যায় এবং চোখের পলকেই আবার ফিরে আসে? তারপরের দল বাতাসের ন্যায় পার হবে। তারপরের দল উড়ন্ত পাখির মত এবং পুরুষদের দৌড়ের গতিতে যাবে। আমল অনুপাতে সবাইকেই তাদের আমল সামনের দিকে নিয়ে যাবে। আর তোমাদের নবী পুলসিরাতের ওপর দাঁড়িয়ে বলতে থাকবেন, "হে প্রভু! সাল্লেম সাল্লেম" অর্থাৎ, হে আমার রব্ব! আমার উম্মতকে নিরাপদে রাখ, নিরাপদে রাখ। পরিশেষে কিছুসংখ্যক বান্দার আমল এতোই স্বল্প হবে যে, তাদের পুলসিরাত পার হওয়ার সামর্থ্য থাকবে না। এমনকি সে সময় এক ব্যক্তি হামাগুড়ি দিতে দিতে পার হবে। রাসূল (স) বলেছেন; পুলসিরাতের উভয় কিনারায় আংটা ঝুলন্ত থাকবে। যাকে পাকড়াও করার নির্দেশ থাকবে উক্ত আংটা তাকে পাকড়াও করবে। ফলে কেউ কেউ ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় নাজাত পাবে। আবার কোনো কোনো ব্যক্তির হাত-পা বাঁধা অবস্থায় জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। কসম এ সত্তার যাঁর হাতে আবু হুরায়রার প্রাণ! জাহান্নামের গভীরতা সত্তর বছর দূরত্বের সমান।

-(মুসলিম)

কিয়ামতের দিন তিন শ্রেণীর লোক শাফায়াত করবে

হাদীস : ৫২৪৬ ॥ হযরত ওসমান ইবনে আফ্ফান (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামতের দিন তিন শ্রেণীর লোক সুপারিশ করবেন- নবীগণ, আলেমগণ ও শহীদগণ। -(ইবনে মাজাহ) Fj^ -৩১৮

জাহান্নাম থেকে বের হবে সা'আরীরের মত

হাদীস : ৫২৪৭ ॥ হযরত জাবির (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, শাফায়াতের দ্বারা এমন কিছুসংখ্যক লোক জাহান্নাম থেকে বের হবে, তারা 'সা'আরীরের' মতো। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, সা'আরীর কি? তিনি বললেন; তা হল ক্ষীরা। -(বোখারী ও মুসলিম)

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বেহেশতে প্রবেশকারীদের প্রতি ওরুতু

প্রথম পরিচ্ছেদ

জান্নাতুল ফেরদাউসের স্তর সর্বোপরি

হাদীস : ৫২৪৮ ॥ হযরত উবাদাহ ইবনে সামেত (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বেহেশতের স্তর হবে একশতটি, প্রত্যেক দু স্তরের মাঝখানের ব্যবধান হবে আসমান ও যমীনের দূরত্বের পরিমাণ। জান্নাতুল ফেরদাউসের স্তর হবে সর্বোপরি। তা থেকেই প্রবাহিত হয় চারটি ঋণাধারা এবং তার ওপরেই রয়েছে মহান পরওয়ারদেগারের আরশ। সুতরাং তোমরা যখনই আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে, তখন ফেরদাউস জান্নাতই চাইবে। - তিরমিযী, মেশকাত প্রণেতা বলেন, আলোচ্য হাদীসটি প্রথম পরিচ্ছেদে বর্ণিত হলেও আমি তাকে বোখারী, মুসলিম বা হোমাইদীর কিতাবে কোথাও খুঁজে পাইনি।

পুণ্যবানদের জন্য জান্নাত অফুরন্ত নেয়ামত

হাদীস : ৫২৪৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, “আমি আমার পুণ্যবান বান্দাদের জন্য এমন সব জিনিস প্রস্তুত রেখেছি, যা কখনো কোন চক্ষু দেখেনি; কোন কান কখনো শুনেনি এবং কোন অন্তকরণ যা কখনো কল্পনাও করেনি।” (তিনি বললেন), এর সত্যতা প্রমাণে তোমরা ইচ্ছে করলে এ আয়াতটি তেলাওয়াত করতে পারে। (অর্থঃ), “এতদভিন্ন তাদের জন্য চক্ষু শীতলকারী আনন্দদায়ক যে সব সামগ্রী গোপন রাখা হয়েছে, কোন প্রাণীরই খবর নেই। -(বোখারী ও মুসলিম)

বেহেশত গোটা দুনিয়া থেকে উত্তম

হাদীস : ৫২৫০ ॥ আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বেহেশতে একটি চাবুক রাখা পরিমাণ জায়গা গোটা দুনিয়া ও তার মধ্যে যা কিছু আছে, তা থেকে উত্তম। -(মুয়াত্তা)

আল্লাহর পথে সময় ব্যয় করা উত্তম

হাদীস : ৫২৫১ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহর পথে এক সন্ধ্যা এবং এক সন্ধ্যা ব্যয় করা দুনিয়া ও তার সব সম্পদ থেকে উত্তম। যদি জান্নাতবাসিনী কোন নারী (হর) পৃথিবীর পানে উঁকি দেয়, তবে সব জগতটা (তার রূপের ছটায়) আলোকিত হয়ে যাবে এবং আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী স্থানসমূহ সুগন্ধিতে মোহিত করে ফেলবে। এমনকি তাদের (হরদের) মাথার ওড়নাও গোটা দুনিয়া এবং তার সম্পদরাশি থেকে উত্তম। -(বোখারী)

বেহেশতে প্রকাণ্ড একটি গাছ আছে

হাদীস : ৫২৫২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বেহেশতে এমন একটি বিরাট গাছ আছে, যদি কোনো সওয়ারী তার ছায়ায় একশত বছরও পরিভ্রমণ করে, তবুও তার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পৌছতে পারবে না। বেহেশতে তোমাদের কার একটি ধনুকের পরিমাণ জায়গাও এর চেয়ে উত্তম, যার ওপর সূর্য উদিত হয় এবং অন্ত যায়।

-(বোখারী ও মুসলিম)

ষাট মাইল লম্বা একটি তাঁবু থাকবে

হাদীস : ৫২৫৩ ॥ হযরত আবু মুসা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বেহেশতে মু'মিনদের জন্য মুক্তা দিয়ে প্রস্তুত একটি তাঁবু থাকবে, যার মধ্যস্থল হবে ফাঁকা। তার প্রশস্ততা, অন্য বর্ণনায় তার দৈর্ঘ্য ষাট মাইল। তার প্রত্যেক কোণে থাকবে তার পরিবার। এক কোণের লোক অপর কোণের লোককে দেখতে পাবে না। ঈমানদারগণ এদের কাছে যাতায়াত করবে। দুটি বেহেশত হবে রূপার, তার ভিতরের পাত্র ও অন্যান্য সামগ্রী হবে রূপার এবং অপর দুটি বেহেশত হবে সোনার। যার পাত্র ও ভিতরের সব জিনিস হবে সোনার। আর আদন বেহেশতে বেহেশতবাসী এবং তাদের পরওয়ারদেগারের দর্শন লাভের মাঝখানে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের আভা ছাড়া আর কোনো আড়াল থাকবে না। -(বোখারী ও মুসলিম)

বেহেশতে রূপ সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে

হাদীস : ৫২৫৪ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বেহেশতে একটি বাজার আছে। বেহেশতবাসীগণ সপ্তাহের প্রত্যেক জুম'আর দিন সেখানে মিলিত হবে। তখন উত্তরা হাওয়া প্রবাহিত হবে এবং তা তাদের মুখমণ্ডলে ও কাপড়-চোপড়ের সুগন্ধি নিক্ষেপ করবে, ফলে তাদের রূপ-সৌন্দর্য আরো অধিক বৃদ্ধি পাবে। তারপর যখন তারা বর্ধিত সুগন্ধি ও সৌন্দর্য অবস্থায় নিজেদের স্ত্রীদের কাছে যাবে, তখন স্ত্রীগণ তাদেরকে বলবে, আল্লাহর কসম! তোমারা তো আমাদের অবর্তমানে সুগন্ধি ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে ফেলেছ। এর উত্তরে তারা বলবে, আল্লাহর কসম! আমাদের অবর্তমানে তোমাদের রূপ-সৌন্দর্যও বৃদ্ধি পেয়েছে। -(মুসলিম)

বেহেশতের প্রথম দল হবে পূর্ণিমার চাদের মত

হাদীস : ৫২৫৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, প্রথম যে দল বেহেশতে প্রবেশ করবে, পূর্ণিমার রজনীর চাঁদের মত রূপ ধারণ করেই তারা প্রবেশ করবে। আর তাদের পরবর্তী যে দল যাবে, তারা হবে আকাশের সমুজ্জ্বল তারকার ন্যায় চমকদার, জান্নাতবাসী সবার অন্তর এক ব্যক্তির অন্তরের মত হবে। তাদের মধ্যে কোনো কোন্দল থাকবে না এবং কোন হিংসা-বিদ্বেষও থাকবে না। তাদের প্রত্যেকের জন্য হুঁরে ঈন থেকে দু'দুজন স্ত্রী থাকবে। সৌন্দর্যের দরুণ তাদের হাড় ও মাংসের উপর থেকে নলার ভেতরের মজ্জা দেখা যাবে। তারা সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনায় রত থাকবে। তারা কখনো রোগাক্রান্ত হবে না। তাদের পেশাব হবে না, পায়খানাও করবে না, খুঁখু ফেলবে না, নাক দিয়ে শ্লেষ্মা ঝরবে না। তাদের পাত্রসমূহ হবে সোনা-রূপার। আর তাদের চিরুনি হবে সোনার এবং তাদের ধুনীর জ্বালানি হবে আগরের, তাদের গায়ের ঘর্ম হবে কত্তুরীর মত (সুগন্ধি)। তাদের স্বভাব হবে এক ব্যক্তির ন্যায়, শারীরিক গঠন অবয়বে হবে তাদের পিতা আদম (আ)-এর ন্যায়; উচ্চতায় ষাট গজ লম্বা। -(বোখারী ও মুসলিম)

বেহেশতীগণ মূল-মূত্র ত্যাগ করবে না

হাদীস : ৫২৫৬ ॥ হযরত জাবির (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, জান্নাতবাসীগণ তথায় আহার করবে, সেখানে পান করবে কিন্তু তারা খুঁখু ফেলবে না, মূল-মূত্র ত্যাগ করবে না এবং তাদের নাক থেকে শ্লেষ্মা ঝরবে না। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, এমনতাবস্থায় তাদের খাদ্যের পরিণতি কি হবে? তিনি বললেন; ঢেঁকুর এবং মেশকের মত সুগন্ধি ঘাম-এর দ্বারা নিঃশেষ হয়ে যাবে। আল্লাহর তসবীহ ও প্রশংসা তাদের অন্তরে এমনভাবে ঢেলে দেয়া হবে যেমনি শ্বাস-নিঃশ্বাস অবিরাম চলছে। -(বোখারী ও মুসলিম)

বেহেশতে আরাম আয়েশে থাকবে

হাদীস : ৫২৫৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশ করবে, সে সেখানে সুখে-স্বাস্থ্যে আয়েশের মধ্যে ডুবে থাকবে, কোন রকমের দুচ্ছিত্তা ও দুর্ভাবনা তাকে পাবে না এবং তার পোশাক-পরিচ্ছদ ময়লা বা পুরাতন হবে না, আর তার যৌবনও নিঃশেষ হবে না। -(মুসলিম)

বেহেশতীগণ রোগাক্রান্ত হবে না

হাদীস : ৫২৫৮ ॥ হযরত আবু সাঈদ ও আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বেহেশতবাসী বেহেশতে প্রবেশ করার পর একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা দিবেন, তোমরা সবসময় সুস্থ থাকবে, আর কখনো রোগাক্রান্ত হবে না। তোমরা সবসময় জীবিত থাকবে, আর কখনো মৃত্যুবরণ করবে না। তোমরা সবসময় যুবক থাকবে, আর কখনো বৃদ্ধ হবে না এবং তোমরা সবসময় আরাম-আয়েশে থাকবে, আর কখনো হতাশা ও দুচ্ছিত্তা তোমাদের পাবে না। -(মুসলিম)

যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে তারা বেহেশতী

হাদীস : ৫২৫৯ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, নিশ্চয়ই জান্নাতবাসীগণ তাদের উর্ধ্বের বালাখানার বাসিন্দাগণকে এমনভাবে দেখতে পাবে, যেমনিভাবে আকাশের পূর্ব কিংবা পশ্চিম দিহন্তে তোমরা একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র দেখতে পাও। তাদের মধ্যে মর্যাদার পার্থক্যের কারণে এক্রূপ হবে। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তা তো হবে আখিয়াযে কেরামদেরই স্থান, অন্যরা তো সেখানে পৌছতে পারবে না। রাসূলুল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে এবং রাসূলগণের সত্যতা স্বীকার করবে, তারাও সেখানে পৌছতে সক্ষম হবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

পাখীদের অন্তরের ন্যায় একদল লোক বেহেশতে যাবে

হাদীস : ৫২৬০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, এমন একদল লোক বেহেশতে প্রবেশ করবে, যাদের অন্তরকরণ হবে পাখীদের অন্তরের মত। -(মুসলিম)

আল্লাহ বেহেশতীদের প্রতি সন্তুষ্ট

হাদীস : ৫২৬১ ॥ হযরত আবু সাঈদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা বেহেশতবাসীদেরকে লক্ষ্য

করে বললেন, হে বেহেশতবাসীগণ! জবাবে তারা বলবেন, “আমরা উপস্থিত, সৌভাগ্য তোমার কাছ থেকে অর্জিত এবং যাবতীয় কল্যাণ তোমারই হাতে।” তখন আল্লাহ বলবেন, “তোমরা কি সন্তুষ্ট?” তারা উত্তরে বলবে, “কেন সন্তুষ্ট হব না হে আমাদের রব্ব! অথচ আপনি আমাদের এমন জিনিস দান করেছেন যা আপনার সৃষ্ট জগতের কাউকেও দান করেননি।” তখন আল্লাহ বলবেন, আমি কি এটা অপেক্ষাও উত্তম জিনিস তোমাদের দান করব না? তারা বলবে, হে প্রভু! এটার চেয়ে উত্তম কিছু হতে পারে? তারপর আল্লাহ বলবেন, “আমি তোমাদের উপর আমার সন্তুষ্ট দান করেছি, সুতরাং এরপর তোমাদের উপর আর কখনো আমি সন্তুষ্ট হব না।” – (বোখারী ও মুসলিম)

বেহেশতে বান্দার আশা আকাঙ্ক্ষার দ্বিগুণ দেয়া হবে

হাদীস : ৫২৬২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বেহেশতে সর্বাপেক্ষা নিম্নমানের হবে, তাকে বলা হবে; তোমার আকাঙ্ক্ষা শেষ হয়েছে? সে বলবে, হ্যাঁ। তারপর আল্লাহ বলবেন, তুমি যতটুকু আশা-আকাঙ্ক্ষা করেছ তা এবং তার সমপরিমাণ (দ্বিগুণ) তোমাকে দেয়া হল। – (মুসলিম)

ফোরাতে ও নীল নদ বেহেশতের নহর

হাদীস : ৫২৬৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সায়হান, জায়হান, ফোরাতে ও নীল-এই সব নদীগুলো জান্নাতের নহর। – (মুসলিম)

বেহেশত পরিপূর্ণ হয়ে যাবে

হাদীস : ৫২৬৪ ॥ হযরত উতবা ইবনে গাযওয়ান (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমাদের সামনে রাসূল (স) বর্ণনা করেন যে, যদি জাহান্নামের ওপরের কিনারা থেকে একটি পাখর নিক্ষেপ করা হয়, তা সত্তর বছরেও দোযখের এ গভীরতা পরিপূর্ণ করা হবে এবং এটাও বর্ণনা করা হয় যে, বেহেশতের দরজার উভয় কপাটের মধ্যবর্তী জায়গা চল্লিশ বছরের দূরত্ব হবে নিশ্চয় এক দিন এমনভাবে আসবে যে, তাও ভরপুর হয়ে যাবে। – (মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বেহেশতীদের পোশাক ময়লা হবে না

হাদীস : ৫২৬৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূল্লাহ! আল্লাহ তায়ালা সকল মাখলুককে কি দিয়ে তৈয়ার করেছেন? তিনি বললেন, পানি দিয়ে। আবার জিজ্ঞেস করলাম, জান্নাতের নির্মাণ কি দিয়ে? তিনি বললেন; এক ইট স্বর্ণের এবং এক ইট রৌপ্যের। তার খামির বা মসল্লা হল সুপঙ্কম কস্তুরী এবং তার কংকর মনি-মুক্তা আর জাফরানের মাটি। যে ব্যক্তি তাতে প্রবেশ করবে সে সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকবে, কখনো হতাশা ও দুশ্চিন্তায় পতিত হবে না। সেখানে চিরস্থায়ী থাকবে, কখনো মরবে না, তাদের পোশাক-পরিচ্ছেদ ময়লা-পুরান হবে না এবং তাদের যৌবনও শেষ হবে না। – (আহমদ, তিরমিযী ও দারেমী)

বেহেশতের সব গাছ স্বর্ণের তৈরি

হাদীস : ৫২৬৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বেহেশতের সব গাছেরই কাণ্ড হবে স্বর্ণের। – (তিরমিযী)

বেহেশতের একশতটি স্তর আছে

হাদীস : ৫২৬৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বেহেশতের একশতটি স্তর আছে, প্রত্যেক দু স্তরের মধ্যে শত বছরের দূরত্ব। – তিরমিযী, তিনি বলেছেন হাদীসটি হাসান-গরীব।

সার্বা বিশ্বের লোক বেহেশতের এক স্তর হবে

হাদীস : ৫২৬৮ ॥ হযরত আবু সাঈদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বেহেশতের একশত স্তর আছে। যদি সারা বিশ্বের লোক একত্রিত হয়ে একটিতে সমবেত হয়, তবুও তা সবার জন্য যথেষ্ট হবে। – তিরমিযী। এবং তিনি বলেছেন হাদীসটি গরীব।

মুহাম্মদ - ১১৭০

বেহেশতের বিছানার উচ্চতা আসমান ও যমিনের মধ্যবর্তী ব্যবধানের সমান

হাদীস : ৫২৬৯ ॥ হযরত আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেন, আল্লাহ তায়ালা বাণী (সুউচ্চ বিছানা)-এর সম্পর্কে বলেছেন, ঐ সমস্ত বিছানার উচ্চতা, আসমান ও যমিনের মধ্যবর্তী ব্যবধানের পরিমাণ অর্থাৎ পাঁচশত বছরের পথ। – (তিরমিযী। এবং তিনি বলেছেন হাদীসটি গরীব।)

বেহেশতের প্রথম দল হবে পূর্ণিমার চাঁদের মত

হাদীস : ৫২৭০ ॥ হযরত আবু সাঈদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যেই দলটি

বেহেশতে প্রবেশ করবে, তাদের চেহারার জ্যোতি হবে পূর্ণিমার রাতের চাঁদের ন্যায় জ্যোতির্ময়। আর দ্বিতীয় দলটির চেহারা হবে আকাশের সর্বাধিক উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত ঝকঝকে। তথায় প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য দু দু জন করে বিবি থাকবে, তাদের প্রত্যেক বিবির পরিধানে সত্তর জোড়া কাপড় থাকবে, যাদের পায়ের নলার মজ্জা কাপড়ের ওপর দিয়ে দেখা যাবে।
-(তিরমিযী)

বেহেশতে প্রত্যেক ব্যক্তির একশ পুরুষের সমান শক্তি হবে

হাদীস : ৫২৭১ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, 'বেহেশতে মু'মেনদেরকে এত এত সহবাসের শক্তি প্রদান করা হবে। জিজ্ঞেস করা হল, ইয়া রাসূলান্নাহ এক ব্যক্তি এত শক্তি রাখবে কি? তিনি বললেন; প্রত্যেক ব্যক্তিকে একশত পুরুষের শক্তি দান করা হবে। -(তিরমিযী)

তিনি বললেন; যখন প্রত্যেক পুরুষকে একশত যুবকের শক্তি দেয়া হবে, তবে দশ জন স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে অসমর্থ কেন হবে?

জান্নাতীদের নখের জ্যোতি সূর্যের থেকে আলোকিত হবে

হাদীস : ৫২৭২ ॥ হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত রাসূল (স) বলেছেন, যদি জান্নাতের বস্তু সামগ্রী থেকে নখ অপেক্ষা একটি ক্ষুদ্র জিনিসও দুনিয়াতে প্রকাশ হয়ে পড়ে, তবে আসমান ও যমীনের সব পাশ-প্রান্তসমেত সুসজ্জিত হয়ে যাবে। আর যদি জান্নাতের কোন এক ব্যক্তি দুনিয়ার দিকে উঁকি মারে এবং তার (হাতের) কংকন প্রকাশ পায়, তবে এর জ্যোতি সূর্যের জ্যোতিকে এমনভাবে বিলীন করে দিবে, যেমন সূর্যের জ্যোতি তারকার জ্যোতিকে বিলীন করে দেয়। -(তিরমিযী) এবং তিনি বলেছেন হাদীসটি গরীব।)

জান্নাতীগণ কেশ ও দাড়ি বিহীন হবেন

হাদীস : ৫২৭৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, জান্নাতবাসী কেশবিহীন ও দাড়িবিহীন হবে, তাদের চোখে সুরমায়িত হবে, তাদের যৌবন ক্রোন দিনই বিলুপ্ত হবে না এবং তাদের কাপড়-চোপড় পুরান হবে না। - (তিরমিযী ও দারেমী)

জান্নাতে যুবকবেশে প্রবেশ করবে

হাদীস : ৫২৭৪ ॥ হযরত মুয়ায ইবনে জবল (রা) থেকে বর্ণিত রাসূল (স) বলেছেন, জান্নাতবাসীগণ কেশবিহীন, দাড়ি বিহীন ও সুরমায়িত চক্ষু রিগিষ্ট ত্রিশ বা তেত্রিশ বছর বয়সীর মত জান্নাতে প্রবেশ করবে। -(তিরমিযী)

বেহেশতের পাছের ফল হবে মটকার মত

হাদীস : ৫২৭৫ ॥ হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা) বলেন, আমি রাসূল (স) কে বলতে শুনেছি এবং যখন তাঁর সঙ্গে 'সিদরাতুল মুনতাহা'র আলোচনা করা হল তিনি বললেন, তার শাখার ছায়ায় দ্রুতগামী সওয়ারী একশত বছর ভ্রমণ করতে পারবে অথবা বলেছেন; একশত সওয়ারী তার ছায়ায় আশ্রয় নিতে পারবে। এ দু বাক্যের মধ্যে রাসূল (স) কোন বাক্যটি বলেছেন এতে বর্ণনাকারীর সন্দেহ রয়েছে। তা সোনার পতঙ্গ দিয়ে বেষ্টিত থাকবে। তার ফল মটকার ন্যায় বৃহদাকারের হবে। -(তিরমিযী) আর তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব) **যহফ-১১৬২**

বেহেশতে পাখি থাকবে যাদের গর্দান উটের গর্দানের মত

হাদীস : ৫২৭৬ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করা হল, 'কাওছার' কি জিনিস? তিনি বললেন, তা একটি নহর- যা আল্লাহ্ তায়ালা আমাকে দান করেছেন। তা জান্নাতে অবস্থিত। তার পানি দুধ অপেক্ষা অধিক সাদা এবং মধুর চেয়ে মিষ্টি। তাতে এমন কিছু পাখী থাকবে, যাদের গর্দার উটের গর্দানের ন্যায়। হযরত উমর (রা) বলে ওঠলেন, ঐ সব পাখীগুলো নিশ্চয় খুব হুটপুট হবে। তখন রাসূল (স) বললেন, সে সব পাখীগুলো ভক্ষণকারীগণ তাদের চেয়েও হুটপুট হবে। -(তিরমিযী)

বেহেশতে সবকিছু চাওয়া মাত্র পাওয়া যাবে

হাদীস : ৫২৭৭ ॥ হযরত বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত, একদা জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলান্নাহ! বেহেশতে ঘোড়া পাওয়া যাবে কি? তিনি বললেন, যদি আল্লাহ্ তায়ালা তোমাকে বেহেশতে প্রবেশ করান আর তুমি ঘোড়ায় সওয়ার হবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ কর, তখন তোমাকে লাল বর্ণের মুক্তার ঘোড়ার সওয়ার করান হবে এবং তুমি বেহেশতের যেখানে যাওয়ার ইচ্ছা করবে ঘোড়া তোমাকে দ্রুত উড়িয়ে সেখানে নিয়ে যাবে। আর এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলান্নাহ! বেহেশতে উট পাওয়া যাবে কি? বর্ণনাকারী বলেন, তিনি আগের ব্যক্তি যেভাবে উত্তর দিয়েছেন, এ ব্যক্তিকে সেভাবে উত্তর না দিয়ে বললেন। যদি আল্লাহ্ তায়ালা তোমাকে বেহেশতে প্রবেশ করান, তবে তুমি সে সব জিনিস পাবে, যা কিছু তোমার মনে চাবে এবং তোমার নয়ন জুড়াবে। -(তিরমিযী) **যহফ-১১৬২**

বেহেশতে মুক্তার তৈরি ঘোড়া থাকবে

হাদীস : ৫২৭৮ ॥ হযরত আবু আইউব আনসারী (রা) বলেন, একদিন এক বেদুইন রাসূল (স)-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলান্নাহ! আমি ঘোড়াকে খুব বেশি পছন্দ করি, বেহেশতে ঘোড়া আছে কি? উত্তরে রাসূল (স) বললেন, যদি তোমাকে বেহেশতে প্রবেশ করানো হয়, তবে তোমাকে মুক্তার তৈরী এমন একটি ঘোড়া দেয়া হবে, যার দুটি ডানা রয়েছে, তোমাকে তার ওপরে সওয়ার করান হবে। তারপর তুমি যেখানে যেতে চাবে, তা উড়িয়ে তোমাকে তথায় নিয়ে যাবে। - (তিরমিযী) **৫২৭৮**

হাদীস বর্ণনা দুর্বল গণ্য করা হয়। তিরমিযী আরো বলেছেন, আমি মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল বোখারীকে বলতে শুনেছি, আবু সাওবা 'মুনকারুল হাদীস', তিনি মুনকার হাদীস বর্ণনা করেন।

উম্মতে মুহাম্মদী হবে আশি কাতার

হাদীস : ৫২৭৯ ॥ হযরত বুরাইদা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বেহেশ্তবাসীদের একশত বিশ কাতার হবে। তার মধ্যে আশি কাতার হবে এ উম্মতের আর অবশিষ্ট চল্লিশ কাতার হবে অন্যান্য উম্মতের। - তিরমিযী, দারেমী ও বায়হাকী তার কিতাবুর বা'হে ওয়ানুশুরে

বেহেশতের দরজা তিন বছর পথের দূরত্বের সমান প্রশস্ত হবে

হাদীস : ৫২৮০ ॥ হযরত সালাম তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমার উম্মত বেহেশতের যে দরজার দিয়ে প্রবেশ করবে, তার প্রশস্ততা হবে উত্তম অশ্বারোহীর তিন দিন অথবা তিন বছরের পথের দূরত্ব। এতদসত্ত্বেও দরজা পার হওয়ার সময় এতো ভীড় হবে যে, থাকার চোটে তাদের কাঁধ ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হবে। - তিরমিযী, আর তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব। তিনি আরো বলেন, আমি মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল বোখারী (র.)-কে অত্র হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি হাদীসটি সম্পর্কে অবগত নন বলে ব্যক্ত করেছেন এবং বলেছেন, অধস্তন রাবী ইয়াখুদ ইবনে আবু বকর মুনকার হাদীস বর্ণনা করেন। **৫২৮০**

বেহেশতে ক্রয়-বিক্রয় নেই

হাদীস : ৫২৮১ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বেহেশতে একটি বাজার রয়েছে, সেখানে ক্রয়-বিক্রয় নেই; বরং তাতে নারী - পুরুষের আকৃতিসমূহ থাকবে। সুতরাং যখনই কেউ কোন আকৃতিকে পছন্দ করবে, তখন সে সে আকৃতিতে প্রবেশ করবে। - তিরমিযী। তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব। **৫২৮১**

আল্লাহ বেহেশতের কাননে আত্মপ্রকাশ করবেন

হাদীস : ৫২৮২ ॥ হাদীস সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব (র.) থেকে বর্ণিত, একদা তিনি হযরত আবু হুরায়রা (রা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তখন আবু হুরায়রা (রা) বললেন, আমি আল্লাহর কাছে এ দোয়া করি, তিনি যেন আমাকে ও তোমাকে বেহেশতের বাজারে একত্রিত করেন। তখন সাঈদ বললেন, সেখানে কি বাজারও আছে? তিনি জবাবে বললেন, হ্যাঁ, আমাকে রাসূল (স) বলেছেন, বেহেশ্তবাসীগণ যখন বেহেশতে প্রবেশ করবে, তখন তারা নিজ নিজ আমলের মান অনুযায়ী স্থান লাভ করবে। তারপর দুনিয়ার দিনগুলোর হিসেব ও পরিমাণ অনুযায়ী সপ্তাহের জুমার দিন তাদেরকে ইট বিশেষ অনুমতি প্রদান করা হবে; আর তা হলো তারা তাদের পরওয়ারদেগারের সাক্ষাৎ লাভ করবে। সেদিন আল্লাহ তায়ালা তাঁর আরাশকে জনগণের সামনে খুলে দিবেন এবং বেহেশ্তবাসীদের সামনে বেহেশতের বৃহৎ কাননসমূহের একটি কাননে আত্মপ্রকাশ করবেন এবং বেহেশ্তবাসীদের সামনে তাদের জন্য মান ও মর্যাদা অনুপাতে নূরের মণি-মুক্তার, যমরূদের এবং সোনার-চাঁদ্রির মিশ্র স্থাপন করা হবে। তাদের মধ্যে মামুলী মর্যাদাবান ব্যক্তি অথচ বেহেশ্তবাসীদের মধ্যে কোন হানি হবে না। কাফুর-কসতারীর টিলার ওপর উপবেশন করবেন। এ সব টিলায় উপবেশনকারীগণ কুরসী বা আসনে উপবেশনকারীগণকে নিজেদের চেয়ে অধিক মর্যাদালাভকারী বলে ধারণা করবে না।

আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলান্নাহ! আমরা কি আমাদের পরওয়ারদেগারকে দেখতে পাব? তিনি বললেন, হ্যাঁ, দেখতে পাবে। আচ্ছা বল দেখি! সূর্য এবং পূর্ণিমার রাতে চাঁদ দেখতে তোমাদের কোন রকমের সন্দেহ হয়? আমরা বললাম, না। কোন সন্দেহ হয়নি। রাসূল (স) বললেন, অনুরূপভাবে তোমাদের প্রভুকে দেখতে তোমাদের কোন রকমের সন্দেহ হবে না এবং মজলিসে এমন কোন লোক অবশিষ্ট থাকবে না, যার সাথে আল্লাহ তায়ালা সরাসরি কথা বলবেন না। এমনকি আল্লাহ তায়ালা উপস্থিত এক বলবেন, হে অমুকের পুত্র অমুক! তোমার কি স্বরণ আছে যে, অমুক দিন তুমি এ এ কথাটি বলেছিলে, মোটকথা, দুনিয়াতে সে যে সব অপরাধ করেছিল তার কিছু কিছু তাকে আল্লাহ তায়ালা স্বরণ করিয়ে দিবেন। তখন সে বলবে, হে আমার প্রভু! তুমি কি আমাকে ক্ষমা করে দাওনি? আল্লাহ বলবেন, হ্যাঁ নিশ্চয়! আমার ক্ষমার বদৌলতে তুমি আজ এ মর্যাদার অধিকারী হয়েছ। আসল কথা, তারা এ

অবস্থায় থাকতেই এক ঋণ মেঘ এসে তাদেরকে উপর থেকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে এবং তা তাদের ওপর এমন সুগন্ধি বর্ষণ করবে যে, অনুরূপ সুগন্ধি তারা আর কখনো পায়নি। তারপর আল্লাহ্‌ তায়াল্লা বলবেন, তোমারা ওঠ এবং তার দিকে চল, যা আমি তোমাদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি। আর তোমাদের মনে যা যা চায় তা থেকে নিয়ে যাও।

তারপর আমরা এক একটি বাজারে আসব, যাকে ফেরেশতাগণ বেঁটন করে রেখেছেন। এতে এমন সব জিনিস রক্ষিত থাকবে- যা মানুষের চোখ কখনো দেখতে পায়নি, তার সংবাদ কানে শুনতে পায়নি, এমনকি মানুষের অন্তরও কল্পনা করতে পারেনি। সুতরাং আমাদের সে বাজার থেকে এমন সব কিছু দেয়া হবে যা আমরা পছন্দ করব, অথচ উক্ত বাজারে কোনো জিনিসই বেচা-কেনা হবে না; বরং তথায় বেহেশতীগণ একজন অন্য জনের সাথে সাক্ষাৎ করবে। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ (স) বলেছেন, সে বাজারে একজন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি একজন মামুলী ধরনের ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করবে- অবশ্য বেহেশতীদের মধ্যে কেউ হীন নয়। তখন সে তার পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে আশ্চর্যান্বিত হবে কিন্তু তার কথা শেষ হতে না হতেই সে অনুভব করবে যে তার পোশাক তার চেয়ে আরো উত্তম হয়ে গিয়েছে। আর এটা এ জন্য যে, বেহেশতে কোন ব্যক্তির অনুতপ্ত ও দুশ্চিন্তায় পতিত হওয়ার অবকাশ থাকবে না। তারপর আমরা আপন আপন বাসস্থানের দিকে প্রত্যাবর্তন করব। এ সময় আমাদের স্ত্রীগণ আমাদের সাথে দেখা করবে এবং বলবে, মারহাবা, খোশ আমদেদ! বস্তুতঃ যখন তোমরা আমাদের কাছ থেকে পৃথক হয়েছিলেন, সে অবস্থা অপেক্ষা এখন তোমরা আরো অধিক খুব সুরত ও সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে আমাদের কাছে ফিরে এসেছ। তখন আমরা বলব, আজ আমরা আমাদের মহাপরাক্রমশালী প্রভুর সাথে বসার সৌভাগ্য লাভ করেছি। কাজেই এ মর্যাদার অধিকারী হয়ে প্রত্যাবর্তন করা আমাদের জন্য যথার্থ উপযোগী হয়েছে এবং এরূপ হওয়াই বাঞ্ছনীয় ছিল। - (তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ্‌। ইমাম তিরমিযী বলেছেন হাদীসটি গরীব।)

হাদীস - ১১৫৬

বেহেশতীগণের বাহাত্তর জন স্ত্রী থাকবে

হাদীস : ৫২৮৩ ॥ হযরত আবু সাঈদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, নিম্নমানের জান্নাতবাসীর জন্য আশি হাজার খাদেম এবং বাহাত্তর জন স্ত্রী হবে, তার জন্য গল্পজ আকৃতির ছাউনি স্থাপন করা হবে, যা মণি-মুক্তা, হীরা ও ইয়াকুত দিয়ে নির্মিত। উক্ত ছাউনির প্রশস্ততা হবে জাবিয়া থেকে সান'আ পর্যন্ত মধ্যবর্তী দূরত্বের পরিমাণ।

উক্ত সনদে আরো বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (স) বলেছেন, ক্ষুদ্র বয়সে কিংবা বৃদ্ধ বয়সে যেকোনো বেহেশতী লোক (দুনিয়াতে) মারা যাবে, সে বেহেশতে ত্রিশ বছর বয়সী (যুবক) হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এবং এ বয়স কখন বৃদ্ধি পাবে না। দোষখবাসীরাও অনুরূপ হবে।

হাদীস - ১১৫৭

উক্ত সনদে অপর এক বর্ণনায় আছে, রাসূল (স) বলেছেন, বেহেশতবাসীদের মাথায় এমন মুকুট রাখা হবে, যার মামুলী মুক্তা দুনিয়ার পূর্ব প্রান্ত থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত আলোকিত করবে।

এ সনদে অপর এক বর্ণনায় আছে, রাসূল (স) বলেছেন, বেহেশতবাসী যখন বেহেশতে সন্তান কামনা করবে, তখন গর্ভ, প্রসব এবং তার বয়স চাহিদা অনুযায়ী মুহূর্তের মধ্যে সংঘটিত হয়ে যাবে। ইসহাক ইবনে ইব্রাহীম বলেন, মু'মিন যখনই বেহেশতে সন্তানের আকাঙ্ক্ষা করবে, তখনই সে সন্তান পাবে, তবে কেউই এ আকাঙ্ক্ষা করবে না। - তিরমিযী। তিনি বলেছেন হাদীসটি গরীব। ইবনে মাজাহ্‌ চতুর্থটি আর দারেমী কেবলমাত্র শেষ অংশটি বর্ণনা করেছেন।

বেহেশতীগণ দুশ্চিন্তায় পতিত হবে না

হাদীস : ৫২৮৪ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বেহেশতের হরণ এক জায়গায় সমবেত হয়ে বুলন্দ আওয়াজে এমন সুন্দর লহরীতে গাবে, সৃষ্ট জীব সে ধরনের লহরী কখনো শুনতে পায়নি। তারা বলবে, আমরা চিরদিন থাকব, কখনো ধ্বংস হব না। আমরা হামেশা সুখে-আনন্দে থাকব, কখনো দুঃখ-দুশ্চিন্তায় পতিত হব না। আমরা সবসময় সন্তুষ্ট থাকব, কখনো নাখোশ হব না। সুতরাং তাকে ধন্যবাদ, যার জন্য আমরা এবং আমাদের জন্য যিনি।

হাদীস - ১১৫৮

বেহেশতে মধু ও দুধের নহর থাকবে

হাদীস : ৫২৮৫ ॥ হযরত হাকীম ইবনে মুয়াবিয়া (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বেহেশতে রয়েছে পানির সমুদ্র, মধুর সমুদ্র, দুধের সমুদ্র এবং শরাবের সমুদ্র। তারপর তা থেকে আরো বহু নদী প্রবাহিত হবে। - তিরমিযী, আর 'দারেমী' হাদীসটি হযরত মুয়াবিয়া (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বেহেশীগণ সত্তরটি তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসবে

হাদীস : ৫২৮৬ ॥ হযরত আবু সাঈদ (রা) বলেন, রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, কোন বেহেশতী ব্যক্তি সত্তরটি তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসবে।

কাঁধে টাকা দিবে, তখন সে উক্ত মহিলার দিকে ফিরে চাবে, তার চেহারার উজ্জ্বলতা আয়নার চেয়ে অধিক স্বচ্ছ হবে এবং তার গায়ের রক্ষিত মামুলী মুক্তার আলো পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের মধ্যবর্তী স্থানকে উজ্জ্বল করে ফেলবে। মহিলাটি উক্ত পুরুষটিকে সালাম করবে, সে সালামের জওয়াব দিয়ে বলবে, তুমি কে? মহিলাটি উত্তরে বলবে, আমি 'অতিরিক্তের অস্তিত্ব'। তার পরনে রং-বেরংয়ের সত্তরখানা কাপড় থাকবে এবং তার ভেতর দিয়েই তার পায়ের নলার মজ্জা দেখা যাবে। আর তার মাথায় এমন মুকুট হবে, যার নিম্নমানের মুক্তার আলো পূর্ব থেকে পশ্চিম প্রান্তের মধ্যবর্তী স্থান রৌশন করে দিবে। -(আহমদ) **হাদীস - ১১৮৯**

বেহেশতীগণ কৃষিকাজ করবে

হাদীস : ৫২৮৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, একদা রাসূল (স) বলেছিলেন। এ সময় তাঁর কাছে একজন গ্রাম্য বেদুইন উপস্থিত ছিল। রাসূল (স) বললেন, জান্নাতবাসী এক ব্যক্তি সেখানে কৃষিকাজ করার জন্য তার পরওয়ারদেগারের কাছে অনুমতি চাবে। তখন আল্লাহ্ তায়ালা তাকে বলবেন, তোমার যা কিছু প্রয়োজন তা কি তোমার কাছে নেই? সে বলবে, হ্যাঁ, তবে আমি কৃষিকাজ ভালবাসি। তারপর সে বীজ বপন করবে এবং চোখের পলকে তা অঙ্কুরিত হবে, পোক্ত হবে এবং ফসল কাটা হবে। এমনকি পাহাড়ের পরিমাণ স্তূপ হয়ে যাবে। তখন আল্লাহ্ তায়ালা বলবেন, হে আদম সন্তান! নিয়ে যাও, কোন কিছুতেই তোমার তৃপ্তি হয় না। তখন গ্রাম্য বেদুইন লোকটি বলল, ইয়া রাসূলান্নাহ! আল্লাহর কসম! দেখবেন, সে হয়তো কোন কোরাইশ অথবা আনসার গোত্রীয় লোক হবে। কেননা, তারাই কৃষিকাজ করে থাকে। আর আমরা তো কৃষিকাজ করি না। তার কথা শুনে রাসূল (স) হেসে দিলেন। -(বোখারী)

বেহেশতীগণ নিদ্রা যাবে না

হাদীস : ৫২৮৮ ॥ হযরত জাবির (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করল, বেহেশতবাসীগণ কি ঘুমাবে? তিনি বললেন, নিদ্রা তো মৃত্যুর সহোদর। আর বেহেশতবাসী মরবে না। - (বায়হাকী শোআবুল ইমানে)

চতুর্দশ অধ্যায়

আল্লাহ তায়ালার দর্শনলাভ

প্রথম পরিচ্ছেদ

নামায যথাসময়ে পড়তে হবে

হাদীস : ৫২৮৯ ॥ হযরত জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ্ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, অচিরেই তোমরা নিশ্চিত তোমাদের পরওয়ারদেগারকে স্বচক্ষে প্রকাশ্যে দেখতে পাবে এবং অপর এক বর্ণনায় আছে-জারীর (রা) বলেন, আমরা রাসূল (স)-এর কাছে বসা ছিলাম। তিনি পূর্ণিমার রাতে চাঁদের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমরা অচিরেই তোমাদের প্রভুকে দেখতে পাবে, যেমন তোমরা এ চাঁদকে দেখছ। তাঁর দীদারে তোমরা কোনরূপ বাধাপ্রাপ্ত হবে না। সুতরাং তোমরা সাধ্যমত চেষ্টা করবে সূর্য উদয়ের পূর্বের নামায সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং সূর্যাস্তের পূর্বের নামায সূর্যাস্তের পূর্বে আদায় করতে যেন ব্যর্থ না হও। তারপর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করলেন, “সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং সূর্যাস্তের পূর্বে আপন পরওয়ারদেগারের প্রশংসা ও স্তুতি বর্ণনা কর।” -(বোখারী ও মুসলিম)

অতিরিক্ত পুরস্কার দীদারে এলাহী

হাদীস : ৫২৯০ ॥ হযরত সুহায়ব (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, বেহেশতবাসীগণ যখন বেহেশতে প্রবেশ করবে, তখন আল্লাহ্ তাদেরকে লক্ষ্য করে বলবেন, তুমি কি আমাদের মুখমণ্ডলকে উজ্জ্বল করনি? তুমি কি আমাদের বেহেশতে প্রবেশ করাওনি এবং তুমি কি আমাদের দোষখ থেকে নাজাত দাওনি? রাসূল (স) বলেন, তারপর আল্লাহ্ তায়ালা হেজাব বা পর্দা তুলে ফেলবেন, তখন তারা আল্লাহ্ তায়ালার দীদার বা দর্শন লাভ করবে। বস্তুত আল্লাহ্ তায়ালার দর্শন লাভ ও তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকার চেয়ে অধিকতর প্রিয় কোন বস্তুই এ যাবত তাদেরকে প্রদান করা হয়নি। তারপর রাসূল (স) কুরআনের এ আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন, (অর্থ) “যারা উত্তম কাজ করেছে তার প্রতিদান নেকই অর্থাৎ, জান্নাত। তার উপর অতিরিক্ত হল, তাদের জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিদান এবং এর ওপর অতিরিক্ত দান (অর্থাৎ, দীদারে এলাহী)। -(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কিয়ামতের দিন কিছু চেহারা উজ্জ্বল হবে

হাদীস : ৫২৯১ ॥ হযরত ইবনে উমর (রা) কর্তক বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, নিম্নমানের জান্নাতী তার

উদ্যানসমূহ, স্ত্রীগণ, নেয়ামতের সারি, খাদেম ও সেবককুল এবং তার আসনসমূহ এক হাজার বছরের দূরত্ব পরিমাণ বিস্তীর্ণ দেখতে পাবে। আর আল্লাহ্ তায়ালায় কাছে সে ব্যক্তিই উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ও সম্মানী হবে, যে সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহ্ তায়ালায় দর্শন লাভ করবে। তারপর রাসূল (স) এ আয়াতটি পাঠ করলেন—(অর্থাৎ), “সেদিন কিছুসংখ্যক চেহারা আপন পরওয়ারদেগারের দর্শন লাভে তরতাজা ও উজ্জ্বল হয়ে ওঠবে এবং তাদের প্রভুর দিকে তাকিয়ে থাকবে।

হাফ্‌যা-১১১০

—(আহমদ ও তিরমিযী)

কিয়ামতের দিন আল্লাহকে পরিষ্কারভাবে দেখা যাবে

হাদীস : ৫২৯২ ॥ হযরত আবু রাযীন উকাইলী (রা) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কিয়ামতের দিন আমাদের প্রত্যেক ব্যক্তিই কি স্বতন্ত্রভাবে তার প্রভুকে দেখতে পাবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, দেখতে পাবে। আবু রাযীন বলেন, আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা, তাঁর সৃষ্টিকুলের মধ্যে এর কোন দৃষ্টান্ত আছে কি? উত্তরে তিনি বললেন, হে আবু রাযীন! তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তি কি মানুষের ভীড় ছাড়া আলাদাভাবে পূর্ণিমার চাঁদ দেখতে পায় না? আবু রাযীন বললেন, হ্যাঁ। তখন রাসূল (স) বললেন, চাঁদ হল আল্লাহ্ পাকের সৃষ্টিকুলের একটি সৃষ্টি। অথচ আল্লাহ্ পাক হল সুমহান ও বিরাট সত্তা। —(আবু দাউদ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহ পাক একটি বিরাট জ্যোতি

হাদীস : ৫২৯৩ ॥ হযরত আবু যর (রা) বলেন, রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি (মে'রাজের রাতে) আপনার প্রভুকে দেখেছেন? জবাবে তিনি বললেন, তিনি তো এক বিরাট জ্যোতি বা আলো, সুতরাং আমি তাঁকে কিভাবে দেখতে পারি? —(মুসলিম)

রাসূল (স) আল্লাহকে দুবার দেখেছেন

হাদীস : ৫২৯৪ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি **ما كذب الزاد.. الخ** এই আয়াতের তাফসীর বা ব্যাখ্যায় বলেছেন, হযরত মুহাম্মদ (স) অন্তর-চক্ষু দিয়ে আল্লাহ্ পাককে দুবার দেখেছেন। — মুসলিম আর তিরমিযীর রেওয়াজেতে আছে-উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, মুহাম্মদ (স) তাঁর রব্বকে দেখেছেন। ইকরামা বলেন, আমি ইবনে আব্বাসকে প্রশ্ন করলাম, আল্লাহ্ তায়ালা কি বলেননি—

تَنبِيْرُهُ الْاَبْصَارَ وَهُوَ يَدْرِكُ الْاَبْصَارَ (অর্থাৎ, চক্ষুসমূহ তাঁকে দেখতে পারে না, কিন্তু চক্ষুসমূহকে দেখতে পান।) উত্তরে ইবনে আব্বাস বললেন, তোমার প্রতি আক্ষেপ! আরে! তা তো সে সময়ের ব্যাপারে বলা হয়েছে, যখন আল্লাহ্ পাক তাঁর বিশেষ জ্যোতিতে আত্মপ্রকাশ করবেন (তখন তাঁকে দেখা সম্ভব নয়)। তবে মুহাম্মদ (স) তাঁর প্রভুকে স্বাভাবিক অবস্থায় দুবার দেখেছেন। **হাফ্‌যা-১১১১**

রাসূল (স) আল্লাহকে দেখেছেন কিনা এ ব্যাপারে মতভেদ আছে

হাদীস : ৫২৯৫ ॥ হযরত শা'বী (র.) বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর সাথে আরাক্ফাত এর মাঠে হযরত কা'বে আহযাব (রা)-এর দেখা হলে তিনি তাকে এক ব্যাপারে অর্থাৎ, আল্লাহ্ পাকের দর্শন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তা শুনে হযরত কা'ব (রা) এমন জোরে আল্লাহ্ আক্বাবর ধ্বনি দিলেন যে পাহাড় পর্যন্ত প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠল। তখন হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বললেন, আমরা হাশেমের বংশধর। অর্থাৎ, যথার্থ জ্ঞানের অধিকারী, সুতরাং অবাস্তব ও অযৌক্তিক কথা আমরা বলি না। তারপর হযরত কা'ব (রা) বললেন, আল্লাহ্ তায়ালা তাঁর দর্শন ও বচনকে হযরত মুহাম্মদ (স) ও হযরত মুসা (আ)-এর মধ্যে বিভক্ত করেছেন। অতএব, হযরত মুসা (আ) আল্লাহ্র সাথে দুবার কথাবার্তা বলেছেন এবং হযরত মুহাম্মদ (স) আল্লাহকে দুবার দেখেছেন।

হযরত মাসরুক (রহ) বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রা)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, মুহাম্মদ (স) তাঁর প্রভুকে দেখেছেন কি? জবাবে আয়েশা (রা) বললেন, হে মাসরুক! তুমি আমাকে এমন এক কথা জিজ্ঞেস কররহ, যা শ্রবণে আমার গায়ের পশম খাড়া হয়ে গিয়েছে। মাসরুক বলেন, আমি বললাম, আপনি আমাকে অবকাশ দিন তারপর আমি এ আয়াতটি পাঠ করলাম, **لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى** অর্থাৎ, মুহাম্মদ (স) তাঁর প্রভু: বিরাট নিদর্শনসমূহ দেখেছেন। তখন হযরত আয়েশা (রা) বললেন, এ আয়াত তোমাকে কোথায় নিয়ে পৌছেছে? অর্থাৎ: এর অর্থ তুমি যা বুঝেছ তা নয়। বরং এটা দিয়ে জিবরাঈলকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

তারপর হযরত আয়েশা (রা) মাসরুককে লক্ষ্য করে বললেন, যে ব্যক্তি তোমাকে বলে, মুহাম্মদ (স) তাঁর প্রভু: দেখেছেন অথবা তাঁকে যা কিছু নির্দেশ করা হয়েছে, তা থেকে তিনি কিছু গোপন করেছেন অথবা মুহাম্মদ (স) নে **نَالَهُ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنْزِلُ الْغَيْثَ**

সে ব্যক্তি মুহাম্মদ (স)-এর উপর জঘন্য মিথ্যা আরোপ করল। প্রকৃত কথা হল, না তিনি আল্লাহকে দেখেছেন, না তিনি আল্লাহর কোন বিধান গোপন রেখেছেন, আর না তিনি এ পাঁচটি ব্যাপারে অবগত ছিলেন, যেগুলোর জ্ঞান আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত ও তাঁর একক বৈশিষ্ট্য হ্যাঁ; বরং তিনি হযরত জিব্রাইলকে দেখেছেন। অবশ্য জিব্রাইলকেও তিনি তাঁর আসলরূপে মাত্র দুবার দেখেছেন। একবার সিদরাতুল মুনতাহার কাছে, আরেকবার 'আজ্জিয়াদে'। আজ্জিয়াদ মক্কা নগরীতে একটি বস্তির নাম। **باب الاجياد** নামে হেরেম শরীফের একটি দ্বারও আছে। রাসূলুল্লাহ (স) যখন তাঁকে আসল আকৃতিতে দেখেছেন তখন তাঁর ছয়শত ডানা ছিল এবং তা গোটা আকাশ জুড়ে ছিল। - (তিরমিযী)

তবে বোখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় কিছু বাক্য বৃদ্ধি ও পার্থক্যসহ বর্ণিত আছে। যথা- মাসরূক বলেন, আমি হযরত আয়েশাকে প্রশ্ন করলাম, ব্যাপার যদি তাই হয়, যা আপনি বলেছেন, তাহলে আল্লাহর বাণী **ثم دنا فتدلى فكان قاب** অর্থাৎ, এমনকি তিনি দুই ধনুকের ব্যবধানে ছিলেন কিংবা আরো নিকটবর্তী হয়েছিলেন। এর অর্থ কি? উত্তরে হযরত আয়েশা (রা) বললেন, এর দ্বারা জিব্রাইল (আ)-কে বুঝানো হয়েছে। তিনি সাধারণত মানুষের আকৃতিতে রাসূল (স)-এর কাছে আসতেন, কিন্তু এবার তিনি তাঁর আসলরূপে রাসূল (স)-এর সামনে এসেছিলেন, ফলে তাতে গোটা আকাশ জুড়ে গিয়েছিল। **মহুৱ - ১১৯২**

ঈমানদারগণ কিয়ামতে আল্লাহকে চাক্ষুষ দেখবে

হাদীস : ৫২৯৬ ॥ হযরত ইবনে মাসউদ (রা) আল্লাহর বাণী **قوسين او ادنى** ও **فكأن قاب قوسين او ادنى** এসব আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, রাসূল (স) হযরত জিব্রাইলকে দেখেছেন যে, তাঁর ছয়শত ডানা আছে। - বোখারী ও মুসলিম। আর তিরমিযীর বর্ণনায় আছে- ইবনে মাসউদ (রা) এর সম্পর্কে বলেছেন, রাসূল (স) জিব্রাইলকে এক জোড়া সবুজ পোশাক পরিহিত অবস্থায় দেখেছেন, তিনি আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী শূন্যতাকে জুড়ে রেখেছেন। আর বোখারীর এক বর্ণনায় আছে **ما كذب الفواد ما رأى** এর ব্যাখ্যায় ইবনে মাসউদ (রা) বলেছেন, রাসূল (স) সবুজ বর্ণের রফরফ দেখেছেন, যা গোটা আকাশ জুড়ে রেখেছে। **لقد رأى من آيات ربه الكبرى**

হযরত ইমাম মালিক ইবনে আনাস (রা)-কে আল্লাহর বাণী **الى ربها ناظرة** সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় এবং বলা হয়, এক সম্প্রদায় (মু'তায়েলাগণ) বলে যে, এর অর্থ তারা নিজ সওয়াবের দিকে তাকিয়ে থাকবে। তখন ইমাম মালিক বলেন, তারা মিথ্যা বলেছে। তারা এ আয়াতের কি ব্যাখ্যা করবে? **كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون** অর্থাৎ, কাফেরদেরকে তাদের প্রভুর দর্শন থেকে আড়ালে রাখা হবে। সুতরাং ইমাম মালিক (র.) বলেন, আয়াতটির ভাষ্য থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ঈমানদার লোকেরা কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌তায়ালাকে চাক্ষুষ দেখতে পাবে। তিনি আরো বলেন, কিয়ামতের দিন যদি ঈমানদারগণ তাদের প্রভুকে দেখতে না পেল, তাহলে **يهم يومئذ لمحجوبون** এ বাক্য দিয়ে আল্লাহ্‌ তায়ালার কাফেরদেরকে তাঁর দর্শন না পাওয়াতে তিরস্কার করতেন না। - (শরহে সুন্নাহ)

পঞ্চদশ অধ্যায়

জাহান্নামবাসীদের প্রতি গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

জাহান্নামের সত্তরটি লাগাম থাকবে

হাদীস : ৫২৯৭ ॥ হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামতের দিন জাহান্নামকে এমন অবস্থায় হাজির করা হবে যে, তার সত্তরটি লাগাম হবে এবং প্রতিটি লাগামের সাথে সত্তর হাজার ফেরেশতা থাকবে, তারা তা টেনে আনবে। - (মুসলিম)।

জাহান্নামের আগুন দুনিয়ার আগুনের চেয়ে উনসত্তর গুণ বেশি উত্তাপ

হাদীস : ৫২৯৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের ব্যবহৃত আগুনের উত্তাপ জাহান্নামের আগুনের উত্তাপের সত্তর ভাগের একভাগ মাত্র। বলা হল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! জাহান্নামীদের শাস্তিদানের জন্য দুনিয়ার আগুনই তো যথেষ্ট ছিল! তিনি বললেন; দুনিয়ার আগুনের ওপর তার সমপরিমাণ তাপসম্পন্ন জাহান্নামের আগুন আরো উনসত্তর ভাগ বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। - (বোখারী ও মুসলিম)

আগুনের জ্বুতা হবে সবচেয়ে কম শাস্তি

হাদীস : ৫২৯৯ ॥ হযরত নোমান ইবনে বাশীর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন দোযখীদের মধ্যে সবচেয়ে সহজর শাস্তি ঐ ব্যক্তির হবে, যাকে আগুনের ফিতাসহ দুখানা জ্বুতা পরিধান করান হবে, এতে তার মগজ এমনিভাবে ফুটতে থাকবে, যেমনিভাবে তোমার পাত্র ফুটতে থাকে। সে ধারণা করবে, তার চেয়ে কঠিন আযাব আর কেউ ভোগ করছে না, অথচ সে হবে সবচেয়ে সহজতর শাস্তিপ্ৰাপ্ত ব্যক্তি। -(বোখারী ও মুসলিম)

দোযখে কম শাস্তি হবে আবু তালিবের

হাদীস : ৫৩০০ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দোযখীদের মধ্যে সবচেয়ে সহজতর শাস্তি হবে আবু তালিবের। তার দু পায়ে দুখানা আগুনের জ্বুতা পরিয়ে দেয়া হবে, এতে তার মাথার মগজ ফুটতে থাকবে। (বোখার)

মালদার ব্যক্তিকে দোযখে প্রবেশ করিয়ে বের করা হবে

হাদীস : ৫৩০১ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামতের দিন দোযখীদের মধ্য থেকে দুনিয়ার সর্বাধিক মালদার-সম্পদশালী ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হবে এবং তাকে দোযখের আগুনে ঢুকিয়ে তোলা হবে। তারপর তাকে বলা হবে, হে আদম-সন্তান! তুমি কি কখনো আরাম-আয়েশ দেখেছ? আগে কখনো তোমার নেয়ামতের সুখ অর্জিত হয়েছিল? সে বলবে, না, আল্লাহর কসম, হে আমার প্রভু! আমি কখনো সুখ-ভোগ করিনি। তারপর বেহেশতবাসীদের থেকে এমন এক ব্যক্তিকে হাজির করা হবে, যে দুনিয়াতে সবচেয়ে দুঃখ-কষ্টের জীবন-যাপন করেছিল। তখন তাকে মুহূর্তের জন্য জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে জিজ্ঞেস করা হবে, হে আদম সন্তান! তুমি কি কখনো দুঃখ-কষ্ট দেখেছ? এবং তুমি কি কখনো কঠোরতার মুখোমুখি হয়েছিলে? সে বলবে, না, আল্লাহর কসম, হে আমার প্রভু! আমি কখনো দুঃখ-কষ্টে পতিত হইনি। আর কখনো কোন কঠোর অবস্থায় সম্মুখীন হইনি। -(মুসলিম)

আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা যাবে না

হাদীস : ৫৩০২ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন সবচেয়ে কম ও সহজতর শাস্তিপ্ৰাপ্ত ব্যক্তিকে বলবেন, যদি গোটা পৃথিবী পরিমাণ সম্পদ তোমার থাকত, তাহলে তুমি কি সমুদয়ের বিনিময়ে এ আযাব থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করত? সে বলবে; হ্যাঁ, তখন আল্লাহ তায়ালা বলবেন, আদমের ওরসে থাকাকালে এর চেয়েও সহজতর বিষয়ের আমি হুকুম করেছিলাম যে, আমার সঙ্গে কাউকেও শরীক কর না, কিন্তু তুমি এটা অমান্য করেছ এবং আমার সাথে শরীক করেছ। -(বোখারী ও মুসলিম)

দোযখের আযাব হবে আমলের কম-বেশির ভিত্তিতে

হাদীস : ৫৩০৩ ॥ হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, দোযখীদের মধ্যে কোন কোন লোক এমন হবে, দোযখের আগুন তার পায়ের টাখনু পর্যন্ত পৌছবে। তাদের মধ্যে কারো হাঁটু পর্যন্ত আগুন পৌছবে, কারো কারো কোমর পর্যন্ত এবং কারো কারো গর্দার পর্যন্ত পৌছবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

কাফেরের দাঁত হবে পাহাড়ের মত

হাদীস : ৫৩০৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, জাহান্নামের মধ্যে কাফেরের উভয় ঘাড়ের দূরত্ব হবে কোন দ্রুতগামী অশ্বারোহীর তিন দিনের সফরের দূরত্ব পরিমাণ। অপর এক বর্ণনায় আছে, কাফেরের এক একটি দাঁত হবে ওহুদ পাহাড়ের সমান এবং তার গায়ের চামড়া হবে তিন দিনের সফরের দূরত্ব পরিমাণ পুরু বা মোটা। -(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দোযখের আগুনকে তিন হাজার বছর উত্তাপ দেয়া হয়েছে

হাদীস : ৫৩০৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দোযখের আগুনকে প্রথমে এক হাজার বছর পর্যন্ত প্রজ্জ্বলিত করা হয়েছে, এতে তা লাল হয়ে যায়। তারপর এক হাজার বছর প্রজ্জ্বলিত করা হয়, ফলে তা সাদা হয়ে যায়। তারপর এক হাজার বছর পর্যন্ত প্রজ্জ্বলিত করা হয়, অবশেষে তা কালো হয়ে যায়। সুতরাং তা এখন ঘোর অন্ধকার কাল অবস্থায় রয়েছে। -(তিরমিযী)

কাফেরদের রান হবে বাইয়া পাহাড়ের মত

হাদীস : ৫৩০৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামতের দিন কাফেরের দাঁত হবে ওহুদ পাহাড়ের ন্যায়, রান ও উরু হবে 'বাইয়া' পাহাড়ের মত মোটা এবং দোযখে তার বসার স্থান হবে তিন দিনের দূরত্ব পরিমাণ প্রশস্ত। যেমন মদীনা থেকে 'রাবায়' পর্যন্ত দূরত্বের ব্যবধান। -(তিরমিযী)।

কাফেরদের গায়ের চামড়া হবে বিয়াল্লিশ হাত মোটা

হাদীস : ৫৩০৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দোযখের মধ্যে কাফেরের গায়ের চামড়া হবে বিয়াল্লিশ হাত মোটা, দাঁত হবে ওহুদ পাহাড়ের সমান এবং জাহান্নামে তার বসার স্থান হবে মক্কা-মদীনার মধ্যবর্তী ব্যবধান পরিমাণ। - (তিরমিযী)

কাফেরদের জিহ্বা হবে দুক্রোশ লম্বা

হাদীস : ৫৩০৮ ॥ হযরত ইবনে উমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দোযখে কাফের তার জিহ্বা এক ক্রোশ-দুই ক্রোশ পর্যন্ত বের করে হেঁচড়িয়ে চলবে এবং লোকেরা তা মাড়িয়ে চলবে। - আহমদ ও তিরমিযী, এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব।

কাফের ব্যক্তি দোযখের মধ্যে পাহাড়ে আরোহণ করতে থাকবে

হাদীস : ৫৩০৯ ॥ হযরত আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, জাহান্নামে সাউদ নামে একটি পাহাড় আছে (কুরআনেও এর উল্লেখ রয়েছে।) কাফেরকে সত্তর বছরে তার ওপরে ওঠানো হবে এবং সেখান থেকে তাকে নিচে নিক্ষেপ করা হবে। এ অবস্থায় সবসময় ওঠা-নামা করতে থাকবে। - (তিরমিযী)

দোযখে জয়তুন তেলের উত্তাপে মুখের চামড়া উঠে যাবে

হাদীস : ৫৩১০ ॥ হযরত আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) আল্লাহ্ তায়ালায় বাণী- **كالمهل** এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, তা জয়তুন তেলের নিচের তণ্ড গাদের মত। যখন তা তার মুখের কাছে নেয়া হবে, তখন গরম উত্তাপে তার মুখের চামড়া-মাংস খসে পড়বে। - (তিরমিযী)

দোযখীদের মাথায় গরম পানি ঢালা হবে

হাদীস : ৫৩১১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, দোযখীদের মাথার উপর তণ্ড-গরম পানি ঢালা হবে এবং তা তার পেটের মধ্যে প্রবেশ করবে, ফলে পেটের ভেতরে যা কিছু আছে, সব কিছু বিগলিত হয়ে পায়ের দিক দিয়ে নির্গত হবে। কুরআনের বর্ণিত **الصهر** দ্বারা এটাই বুঝান হয়েছে। আবার সে পূর্ব অবস্থায় ফিরে আসবে পুনরায় তা ঢালা হবে। - (তিরমিযী)

পূজ, রক্ত জাহান্নামীদের পান করানো হবে

হাদীস : ৫৩১২ ॥ হযরত আবু উমামাহ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) আল্লাহুর বাণী **صديد ينجر يجرصه** অর্থাৎ, দোযখীদের পূজ ও কদর্য-রক্ত জাহান্নামীদেরকে পান করান হবে, যা তারা চপচপ করে গলাধঃকরণ করবে। এ আয়াত-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, উক্ত পানীয় তার মুখের কাছে নেয়া হবে, কিন্তু সে তাকে পছন্দ করবে না। আর যখন তাকে মুখের কাছাকাছি নেয়া হবে, তখন তার চেহারা দন্ধ হয়ে যাবে এবং তার মাথার চামড়া খসে পড়বে। আর যখন তা পান করবে তখন তার নাড়িভুঁড়ি খণ্ড খণ্ড হয়ে মলদ্বার দিয়ে নির্গত হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন, “এবং জাহান্নামীদেরকে এমন তণ্ড-গরম পানি পান করানো হবে যে, তাতে তাদের নাড়িভুঁড়ি খণ্ড খণ্ড হয়ে বের হবে।” আল্লাহ্ আরো বলেছেন, “জাহান্নামীগণ যখন পানি চাইবে তখন তেলের গাদের মত পানি তাদেরকে দেয়া হবে, যাতে তাদের চেহারা দন্ধ হয়ে যাবে। এটা অতীব মন্দ পানীয় বস্তু”। - (তিরমিযী)

দোযখ চারটি প্রাচীর দিয়ে ঘেরা থাকবে

হাদীস : ৫৩১৩ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, দোযখ চারটি প্রাচীর দিয়ে বেষ্টিত। প্রত্যেক প্রাচীর চল্লিশ বছরের দূরত্ব পরিমাণ পুরু বা মোটা। - (তিরমিযী)

দোযখীদের পানীয় পূজ অতি দুর্গন্ধযুক্ত হবে

হাদীস : ৫৩১৪ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দোযখীদের কদর্য-পূজের এক বালতি যদি দুনিয়াতে ঢেলে দেয়া হয়, তাহলে এটা গোটা দুনিয়াবাসীকে দুর্গন্ধময় করে দিবে। - (তিরমিযী)

হাদীস : ৫৩১৫ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, একা রাসূল (স) এ আয়াতটি পাঠ করলেন, “তোমরা

যাকুম ফল দোযখীদের খাদ্য হবে

আল্লাহকে যথাযথ ভয় কর এবং পুরো মুসলমান না হয়ে মূর্খ বরণ কর না।” তারপর রাসূল (স) বললেন, যদি ‘যাকুম’ গাছের এক ফোঁটা এ দুনিয়ায় পড়ে, তবে গোটা দুনিয়াবাসীর জীবনধারণের উপকরণসমূহ বিনষ্ট হয়ে যাবে। এমনভাবেই ঐ সকল লোকদের দুর্দশা কিরূপ হবে, এটা তাদের খাদ্য হবে? - (তিরমিযী, তিনি বলেছেন, হাদীসটি হাসান-সহীহ।)

হাদীস : ৫৩১৬ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, একা রাসূল (স) এ আয়াতটি পাঠ করলেন, “তোমরা

দোযখীদের ওপরের ঠোট মাথার তালুতে গিয়ে ঠেকবে

হাদীস : ৫৩১৬ ॥ হযরত আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহর বাণী এর অর্থ হল, দোযখী ব্যক্তির অবস্থা এই হবে যে, আগুনের প্রচণ্ড তাপে তার মুখ ভাজা-পোড়া হয়ে ওপরের ঠোট সঙ্কুচিত হয়ে মাথার মধ্যস্থলে পৌছবে এবং নিচের ঠোট ঝুলে নাভির সাথে এসে লাগবে। -(তিরমিযী) **হাফেজ - ১২০৬**

দোযখীদের চোখ দিয়ে রক্ত প্রবাহিত হবে

হাদীস : ৫৩১৭ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, হে মানুষ সব! তোমরা আল্লাহর ভয়ে খুব বেশি বেশি ক্রন্দন কর। যদি কাঁদতে ব্যর্থ হও, তাহলে ক্রন্দনের রূপ ধারণ কর। কেননা, দোযখী দোযখের মধ্যে কাঁদতে থাকবে, এমনকি পানির নালার ন্যায় তাদের চেহারার অশ্রু প্রবাহিত হবে। একসময় অশ্রুও শেষ হয়ে যাবে এবং রক্ত প্রবাহিত হতে থাকবে, এতে চার চক্ষুসমূহে এমন গভীরভাবে ক্ষত হবে যে, যদি তাতে নৌকা চালাতে হয় তবে তাও চলবে। -(শরহে সুন্নাহ) **হাফেজ - ১২০৪**

দোযখে কাফেরদের কোন কথাই আল্লাহ শুনবেন না

হাদীস : ৫৩১৮ ॥ হযরত আবু দারুদা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দোযখীদেরকে ভীষণ ক্ষুধায় লিপ্ত করা হবে এবং ক্ষুধার যাতনা সেই আযাবের সমান হবে, যা তারা আগে থেকে দোযখে ভোগ করছিল। তারা ফরিয়াদ করবে। এর প্রেক্ষিতে তাদেরকে যারী' নামক এক প্রকার কাঁটায়ুক্ত দুর্গন্ধময় খাদ্য দেয়া হবে। তা তাদেরকে তৃপ্ত করবে না এবং ক্ষুধাও নিবারণ করবে না। তারপর পুনরায় খাদ্যের জন্য ফরিয়াদ করবে, এবার এমন খাদ্য দেয়া হবে, যা তাদের গলায় আটকিয়ে যাবে। তখন তাদের দুনিয়ার ঐ কথাটি মনে আসবে যে, এভাবে গলায় কোন খাদ্য আটকিয়ে গেলে তখন পানি গলধঃকরণ করে তাকে নিচের দিকে ঢুকান হত, সুতরাং তারা পানির জন্য ফরিয়াদ করবে, তখন তপ্ত-গরম পানি লোহাঙ্ক কড়া দিয়ে ওঠিয়ে কাছে ধরা হবে, যখন তা তাদের মুখের কাছাকাছি নেয়া হবে, তখন তাদের মুখের গোশত ভাজা-পোড়া হয়ে যাবে, আর যখনই সে পানি তাদের পেটের ভেতরে ঢুকবে, তা তাদের পেটের ভেতরে যা কিছু আছে, তা খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলবে। এবার দোযখীগণ পরস্পরে বলবে, দোযখের রক্ষীদেরকে আহ্বান কর, যেন আমাদের শাস্তি হ্রাস করায়। তখন রক্ষীগণ বলবেন, তোমাদের কাছে কি আল্লাহর রাসূলগণ স্পষ্ট দলিল-প্রমাণ নিয়ে উপস্থিত হননি? তারা বলবে হ্যাঁ, এসেছিলেন, তবে আমরা তাঁদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছিলাম তখন রক্ষীগণ বলবেন, তোমাদের ফরিয়াদ তোমরা নিজেরাই কর। অথচ কাফেরদের ফরিয়াদ নিরর্থক অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা তা কবুল করবেন না। রাসূল (স) বলেন, এবার দোযখীগণ বলাবলি করবে, দোযখের দারোগা মালিককে ডাক। তখন তারা বলবে, হে মালিক! তুমি আমাদের জন্য তোমার রক্বের কাছে এ আবেদন কর, তিনি যেন আমাদের মৃত্যু দান করেন। উত্তরে মালিক বলবেন তোমরা হামেশার জন্য এখানে এই অবস্থায় থাকবে।

অধস্তন রাবী আ'মশ বলেন, আমাকে বর্ণনা করা হয়েছে; দোযখীর আহ্বান বা ফরিয়াদ আর মালেকের জওয়াবের মাঝখানে এক হাজার বছর পার হবে। রাসূল (স) বলেন; দোযখীগণ সবদিক থেকে নিরাশ হয়ে তারপর তারা পরস্পরে বলবে, এবার তোমরা তোমাদের প্রভুর কাছে সরাসরি ফরিয়াদ কর। তোমাদের রক্বের চেয়ে উত্তম আর কেউই নেই। তখন তারা বলবে, হে আমাদের প্রভু! আমাদের দুর্ভাগ্য আমাদের ওপর প্রবল হয়ে গিয়েছে, ফলে আমরা গোমরাহ সম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছি। হে আমাদের রক্ব! আমাদের এ দোযখ থেকে বের করে দাও। এরপরও যদি আমরা আবাক্ক নাফরমানীতে লিপ্ত হই, তাহলে আমরাই হব নিজেদের ওপর অত্যাচারী। রাসূল (স) বলেন, তখন আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে উত্তর দিবেন হে হতভাগার দল! দূর হও, জাহান্নামেই পড়ে থাক, তোমরা আমার সাথে আর কথা বলবে না। রাসূল (স) বলেন, এ সময় তারা আল্লাহ তায়ালায় সব রকমের কল্যাণ থেকে নিরাশ হয়ে পড়বে। এবং এরপর থেকে তারা দোযখের মধ্যে থেকে বিকটভাবে চিৎকার ও হু-হতাশ এবং নিজের ওপর খিকার করতে থাকবে। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান বলেন, লোকেরা এ হাদীসটি মরফুরূপে বর্ণনা করেন না। -(তিরমিযী) **হাফেজ - ১২০৫**

রাসূল (স) উন্নতকে দোযখ সম্পর্কে হুঁশিয়ার করেছেন

হাদীস : ৫৩১৯ ॥ হযরত নো'মান ইবনে বশীর (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, "আমি তোমাদের দোযখের আগুন থেকে ভীতি প্রদর্শন করছি, আমি তোমাদের দোযখের আগুন থেকে ভীতি প্রদর্শন করছি।" তিনি এ বাক্যগুলো বারবার এমনভাবে উচ্চ আওয়াজে বলতে থাকলেন যে, বর্তমানে আমি যে স্থানে বসে আছি, যদি রাসূলুল্লাহ (স) এ স্থান থেকে উচ্চ বাক্যগুলো বলতেন, তবে তা বাজারের লোকেরাও শুনত। আর তিনি এমনভাবে হেলে-দুলে বাক্যগুলো বলেছেন যে, তাঁর কাঁধের ওপর রক্ষিত চাদরখানা পায়ের উপরে গড়িয়ে পড়েছিল। -(দারেমী)

আসমান যমীনের দূরত্ব পাঁচশত বছরের রাস্তা

হাদীস : ৫৩২০ ॥ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) বলেন, নবী করীম (স) বলেছেন, যদি একখানা সীসার এরূপ গ্লোব, এ কথা বলে তিনি মাথার খুলির ন্যায় গোল জিনিসের প্রতি ইংগিত করলেন, আকাশ থেকে যমীনের দিকে ছেড়ে দেয়া হয়, তখন তা একটি রাত শেষ হওয়ার আগেই যমীনে পৌঁছে যাবে, অথচ এ দুয়ের মধ্যবর্তী শূন্য স্থানটি পাঁচশত বছরের রাস্তা। কিন্তু যদি তাকে ঐ শিকল বা জিজিরের এক পাশ থেকে ছেড়ে দেয়া হয়, যা দিয়ে দোযখীদেরকে বাঁধা হবে, তখন তা দিবা-রাত্র অতিক্রম করতে করতে চল্লিশ বছর পর্যন্তও তার মূলে অথবা বলেছেন; তার গভীর তলদেশে পৌঁছতে পারবে না। - (তিরমিযী) **হাফ্‌য - ১১০৬**

হাব্‌হাব নামে দোযখে একটি গর্ত আছে

হাদীস : ৫৩২১ ॥ হযরত আবু বুরদাহ (রা) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (স) বলেছেন, দোযখের মধ্যে এমন একটি নালা বা গর্ত আছে, যার নাম 'হাব্‌হাব'। প্রত্যেক স্বৈরাচারী-অহংকারীকে সেখানে রাখা হবে। **হাফ্‌য - ১১০৭** - (দারেমী)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দোযখীদের দেহ হবে বিরাট আকৃতির

হাদীস : ৫৩২২ ॥ হযরত ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, দোযখে দোযখীদের দেহ হবে প্রকাণ্ড ও বিরাট। এমনকি তাদের কানের লতি থেকে ঘাড় পর্যন্ত ব্যবধান হবে সাত শত বছরের দূরত্ব, গায়ের চামড়া হবে সত্তর গজ মোটা এবং এক একটি দাঁত হবে ওহুদ পাহাড়ের মত। **হাফ্‌য - ১১০৮**

দোযখের সাপ হবে খোয়াসানী উটের ন্যায়

হাদীস : ৫৩২৩ ॥ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে হারেস ইবনে যায়িদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দোযখের মধ্যে খোয়াসানী উটের মত বিরাট সাপ আছে, সে সাপের একটি একবার দংশন করলে তার বিষ ও ব্যথার ক্রিয়া চল্লিশ বছর পর্যন্ত অনুভব করবে। আর জাহান্নামের মধ্যে এমন সব কিছু আছে, যা পালান বাঁধা খচ্ছরের মত। এর একটি একবার দংশন করলে তার বিষ-ব্যথার ক্রিয়াও চল্লিশ বছর পর্যন্ত অনুভব করবে। - হাদীস দুটি আহমদ রেওয়ায়েত করেছেন

চন্দ্র ও সূর্য পনিরের আকৃতিতে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে

হাদীস : ৫৩২৪ ॥ হাসান বসরী (র.) বলেন, হযরত আবু হুরায়রা (রা) আমাদের রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, কিয়ামতের দিন সূর্য ও চাঁদকে দুটি পনিরের আকৃতি বানিয়ে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। তখন হাসান বসরী জিজ্ঞেস করলেন, তাদের অপরাধ কি? জবাবে আবু হুরায়রা বললেন, আমি রাসূল (স) থেকে এ সম্পর্কে যা কিছু শুনেছি, তাই বর্ণনা করলাম এর অধিক কিছু আমি জানি না। এ কথা শুনার পর হাসান বসরী নীরব হয়ে গেলেন।

-(বায়হাকী)

হতভাগ্য ছাড়া কেউই দোযখে যাবে না

হাদীস : ৫৩২৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, হতভাগ্য ছাড়া কোন ব্যক্তি দোযখে যাবে না। জিজ্ঞেস করা হল, ইয়া রাসূল্লাহ! হতভাগ্য কে? তিনি বললেন; যে আল্লাহ্‌ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের জন্য আনুগত্য করে না এবং তাঁর নাক্ষরমানীর কাজ পরিত্যাগ করে না। - (ইবনে মাজাহ) **হাফ্‌য - ১১০৯**

ষোড়শ অধ্যায়

জাহান্নাত ও জাহান্নামের সৃষ্টি

প্রথম পরিচ্ছেদ

কিয়ামতের দিন আল্লাহ কারো প্রতি অবিচার করবেন না

হাদীস : ৫৩২৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বেহেশ্ত ও দোযখ উভয়ে তাদের রন্ধের কাছে অভিযোগ করল। দোযখ বলল, ব্যাপার কি? আমাকে শুধু অহংকারী ও স্বৈরাচারীদের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে? আর বেহেশ্ত বলল, ব্যাপার কি? আমার মধ্যে কেবলমাত্র দুর্বল, নিম্নস্তরের ও নির্বোধ লোকেরাই প্রবেশ করবে? তখন আল্লাহ্‌ তায়াল্লা বেহেশ্তকে বললেন : তুমি আমার রহমতের বিকাশ। সুতরাং আমার বান্দাদের থেকে যাকে চাইব, আমি তোমার মাধ্যমে তার প্রতি অনুগ্রহ করব। আর দোযখকে বললেন, তুমি আমার আযাবের বিকাশ। অতএব, আমার বান্দাদের যাকে চাইব, আমি তোমার মাধ্যমে তাকে আযাব ও শাস্তি দিব এবং তোমাদের প্রত্যেককে পরিপূর্ণ করা হবে।

অবশ্য দোযখ তখন পর্যন্ত পূর্ণ হবে না; যতক্ষণ না আল্লাহ তায়ালা তাঁর পবিত্র পা তার মধ্যে রাখবেন। তখন দোযখ বলবে, যথেষ্ট যথেষ্ট, যথেষ্ট হয়েছে। এ সময় দোযখ পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। এবং তার এক অংশকে আরেক অংশের সাথে চাপিয়ে দেয়া হবে। বক্তৃত আল্লাহ তায়ালা তাঁর মাখলুকের কারো প্রতি সামান্য পরিমাণও অবিচার করবেন না। আর বেহেশতের ব্যাপার হল, তার খালি অংশ পূরণের জন্য আল্লাহ নতুন নতুন মাখলুক সৃষ্টি করবেন। – (বোখারী ও মুসলিম)

আল্লাহ পাক পা রাখলে দোযখ পূর্ণ হবে

হাদীস : ৫৩২৭ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, দোযখে অনবরত জ্বিন-ইনসানকে নিক্ষেপ করা হবে। তখন দোযখ বলতে থাকবে, আরো অধিক কিছু আছে কি? এভাবে ততক্ষণ পর্যন্ত বলতে থাকবে, যতক্ষণ না মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তার মধ্যে নিজের পবিত্র পা রাখবেন। তখন দোযখের একাংশ অপর অংশের সাথে চেপে যাবে এবং বলবে, তোমার মর্যাদা ও অনুগ্রহের কসম! যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে। আর বেহেশতের মধ্যে লোকদের প্রবেশের পরও অতিরিক্ত স্থান থেকে যাবে, এমনকি আল্লাহ তায়ালা তার জন্য নতুন নতুন মাখলুক সৃষ্টি করে তাদেরকে বেহেশতের সে সমস্ত খালি জায়গায় অবস্থান করাবেন। – বোখারী ও মুসলিম, এবং এ প্রসঙ্গে হযরত আনাস কর্তৃক বর্ণিত হাদীস ‘রিকাক’ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বেহেশত ও দোযখ জিব্রাইল (আ) দুকে ঘুরে দেখলেন

হাদীস : ৫৩২৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ পাক যখন বেহেশত তৈরি করলেন, তখন জিব্রাইল (আ)-কে বললেন, যাও, বেহেশতখানা দেখে আস। তিনি গিয়ে তা এবং তার অধিবাসীদের জন্য যে সব জিনিস আল্লাহ তৈরি করে রেখেছেন, সবকিছু দেখে আসলেন এবং বললেন, হে প্রভু! তোমার ইজ্জতের কসম! যে কেউ এ বেহেশতের অবস্থা সম্পর্কে শুনবে, সে অবশ্যই তাতে প্রবেশ করবে। অর্থাৎ, প্রবেশের আকাঙ্ক্ষা করবে। তারপর আল্লাহ তায়ালা বেহেশতের চারপাশ কষ্টসমূহ দিয়ে বেষ্টন করে দিলেন, তারপর আবার জিব্রাইলকে বললেন, হে জিব্রাইল! আবার যাও এবং আবার বেহেশত দেখে আস। তিনি গিয়ে তা দেখে আসলেন এবং বললেন, হে আমার পরওয়ারদিগার! এখন যা কিছু দেখলাম, তার প্রবেশপথ যে কষ্টকর। এতে আমার আশংকা হচ্ছে যে, কোন একজনই তাতে প্রবেশ করবে না।

রাসূল (স) বলেন, তারপর আল্লাহ তায়ালা যখন দোযখকে সৃষ্টি করলেন, তখন বললেন, হে জিব্রাইল! যাও, দোযখটি দেখে আস। তিনি গিয়ে দেখলেন তারপর এসে বললেন, আয় রব! তোমার ইজ্জতের কসম! যে কেউ এ দোযখের ভয়ংকর অবস্থার কথা শুনবে, সে কখনো তাতে প্রবেশ করবে না অর্থাৎ, এমন কাজ করবে, যাতে তা বেঁচে থাকতে পারে। তারপর আল্লাহ তায়ালা দোযখের চারপাশে প্রবৃত্তির আকর্ষণীয় বস্তু দিয়ে বেষ্টন করলেন এবং আবার জিব্রাইলকে বললেন, আবার যাও এবং দ্বিতীয়বার তা দেখে আস। তিনি গেলেন এবং এবার দেখে এসে বললেন, হে প্রভু! তোমার ইজ্জতের কসম করে বলছি, আমার আশংকা হচ্ছে, একজন লোকও তাতে প্রবেশ ছাড়া বাকী থাকবে না। – (তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসাই)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) নামাযে বেহেশত ও দোযখ দেখলেন

হাদীস : ৫৩২৯ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূল (স) আমাদের নামায পড়ালেন। তারপর মিশরে ওঠলেন এবং মসজিদের কেবলার দিকে ইংগিত করে বললেন, এখন আমি তোমাদের নামায পড়বার সময় বেহেশত ও দোযখকে এ দেয়ালের সামনে এক বিশেষ বিশেষ রূপ ও আকৃতিতে দেখতে পেয়েছি, কিন্তু আজকের মত এত উত্তম এবং এত নিকৃষ্ট এর আগে আর কখনো দেখতে পাইনি। – (বোখারী)

সপ্তদশ অধ্যায়

সৃষ্টির সূচনা ও নবীদের আলোচনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

বনু তামীম গোত্র শুভ সংবাদ গ্রহণ করল না

হাদীস : ৫৩৩০ ॥ হযরত ইমরান ইবনে হোসাইন (রা) বলেন, একদিন আমি রাসূল (স)-এর খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। এ সময় আমি আমার উষ্ট্রটি বাইরে দরজার সাথে বেঁধে রেখেছিলাম। তখন তাঁর দরবারে বনু তামীমের কতিপয়

লোক আগমন করল। তিনি বললেন, হে বনু তামীম, তোমরা শুভ সংবাদ গ্রহণ কর! জবাবে তারা বলল, আপনি শুভ সংবাদ তো শুনিয়েছেন, এবার আমাদের কিছু দানও করুন। পরক্ষণে তাঁর খেদমতে ইয়ামনের কিছু লোক আগমন করল। তিনি তাদেরকে বললেন; হে ইয়ামনবাসী! শুভ সংবাদ গ্রহণ কর। কেননা, বনু তামীম তা গ্রহণ করেনি। তারা জবাব দিল; আমরা তা কবুল করলাম। অবশ্য আমরা দ্বীনের বিধান সম্পর্কে কিছু অবগত হওয়ার জন্য আপনার খেদমতে হাজির হয়েছি। বললেন; আদিতে একমাত্র আল্লাহই ছিলেন এবং তাঁর আগে কিছুই ছিল না। আর তাঁর আরশ স্থাপিত ছিল পানির ওপরে। তারপর তিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেন এবং লওহে মাহফুজে প্রত্যেক জিনিসের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। ইমরান ইবনে হোসাইন বলেন, এ সময় এক ব্যক্তি এসে আমাকে বলল, হে ইমরান! তুমি তোমার উষ্ট্রের খোঁজ কর, তা তো পালিয়েছে। সুতরাং আমি তার খোঁজে চলে গেলাম। আল্লাহর কসম! যদি উষ্ট্রটি চলে যেত আর আমি তথা থেকে উঠে না যেতাম, তাই আমার কাছে প্রিয় ছিল। -(বোখারী)

রাসূল (স) সৃষ্টির সূচনা বর্ণনা করলেন

হাদীস : ৫৩৩১ ॥ হযরত উমর (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিলেন, এতে তিনি সৃষ্টির সূচনা থেকে বেহেশতবাসীদের তাদের বাসস্থানে ঢুকা এবং দোযখীদের তাদের শাস্তির স্থলের ঢুকা পর্যন্ত আলোচনা করলেন। সে কথাগুলো যে স্বরণ রাখার সে স্বরণ রেখেছে, আর যে ভুলার সে ভুলে গেছে অর্থাৎ, কেউ স্বরণ রেখেছে আর কেউ ভুলে গিয়েছে। -(বোখারী)

আল্লাহর রহমত আযাবের ওপর অগ্রগামী

হাদীস : ৫৩৩২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তায়ালা সারা মান্ব্যলুক সৃষ্টি করার আগে এটা লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন যে, ‘আমার রহমত আমার গণ্যবের উপর সবসময়ই অগ্রগামী,’ আর এ বাক্যটি তাঁর কাছে আরশের উপরে লিপিবদ্ধভাবে রয়েছে। -(বোখারী ও মুসলিম)

ফেরেশতা নূরের তৈরি

হাদীস : ৫৩৩৩ ॥ উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, ফেরেশতাদেরকে নূরের দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। আর জ্বিন জাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে ঘোঁরা মিশ্রিত অগ্নিশিখা হতে এবং হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে ঐ বস্তু দিয়ে, যার বর্ণনা (কুরআনে) তোমাদের বলা হয়েছে। -(মুসলিম)

আদমের আকৃতির মধ্যে শয়তান প্রবেশ করেছিল

হাদীস : ৫৩৩৪ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হযরত রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা যখন বেহেশতে আদমের দেহ-আকৃতি তৈরি করেন এবং যতদিন ইচ্ছে আল্লাহ তায়ালা এ অবস্থায় রেখে দিলেন, তখন ইবলীস উক্ত আকৃতির চারপাশে ঘোরা-ফেরা করতে এবং তার প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। তারপর যখন সে দেখতে পেল তার মধ্যস্থল শূন্য, তখন সে বুঝতে পারল যে, এটা এমন একটি মান্ব্যলুক; যে নিজেকে আয়ত্তে রাখতে পারবে না।

-(মুসলিম)

হযরত ইব্রাহীম নিজ হাতে নিজের খতনা করেছেন

হাদীস : ৫৩৩৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, হযরত ইব্রাহীম (আ) স্বয়ং নিজ হাতে নিজের খতনা করেছেন ‘কদুম’ (অর্থাৎ কুঠার জাতীয় অস্ত্র।) দিয়ে এবং তখন তাঁর বয়স ছিল আশি বছর।

-(বোখারী ও মুসলিম)

হযরত ইব্রাহীম (আ) তিনটি মিথ্যা বলেছিলেন

হাদীস : ৫৩৩৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, হযরত ইব্রাহীম (আ) তিনবার ছাড়া আর কখনো মিথ্যা বলেননি। এর মধ্যে দুবার ছিল শুধু আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য। যেমন- তিনি বলেছিলেন, “আমি রুগ্ন” এবং তাঁর অপর কথাটি হল; “বরং তাদের এ বড় মূর্তিটিই এটা করেছে।” আর একটি ছিল তাঁর নিজস্ব বিষয়ে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, একদা হযরত ইব্রাহীম (আ) ও তাঁর স্ত্রী সারা এক যালিম শাসনকর্তার এলাকায় (মিসরে) এসে পৌঁছলেন। শাসনকর্তাকে খবর দেয়া হল যে, এখানে একজন লোক এসেছে, তার সাথে আছে অতি সুন্দরী এক রমণী। রাজা তখন ইব্রাহীম (আ)-এর কাছে লোক পাঠাল। সে তাঁকে জিজ্ঞেস করল; এ রমণীটি কে? ইব্রাহীম (আ) জওয়াব দিলেন; আমার ভগ্নি। তারপর ইব্রাহীম (আ) সবার কাছে আসলেন এবং তাঁকে বললেন, হে সারা! যদি এ যালিম জানতে পারে যে, তুমি আমার স্ত্রী তাহলে সে তোমাকে আমার কাছ থেকে জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিবে। সুতরাং যদি সে তোমাকে জিজ্ঞেস করে, তখন বলে দিবে তুমি আমার ভগ্নি। মূলত তুমি আমার দ্বীনী বোন। বস্তুত আমি এবং তুমি ছাড়া এ যমীনের উপর আর কোন মুমিন নেই। এবার রাজা সারার কাছে তাকে আনার জন্য লোক পাঠাল। তাকে উপস্থিত

করার হল। অন্যদিকে ইব্রাহীম (আ) নামায পড়ার জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন। তারপর সারা যখন রাজপ্রাসাদে ঢুকলেন তখন রাজা তাকে ধরার জন্য হাত বাড়াল, তখনই সে আল্লাহর গণ্যবে পাকড়াও হল। অন্য বর্ণনায় রয়েছে- তার দম বন্ধ হয়ে গেল, এমনকি যমীনে পা পরতে লাগল। যালিম অবস্থা বেগতিক দেখে সারাকে বলল, আমার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া কর, আমি তোমার ক্ষতি করব না। তখন সারা তার জন্য আল্লাহর কাছে দোআ করলেন। ফলে সে মুক্তি পেল। তারপর সে দ্বিতীয়বার তাঁকে ধরার জন্য হাত বাড়াল। তখন সে আগের মত কিংবা আরো কঠিনভাবে পাকড়াও হল। এবারও সে বলল; আমার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করো আমি তোমার কোন অনিষ্ট করব না। সুতরাং সারা আবারও আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন। ফলে সে মুক্তি পেল। তখন রাজা তার একজন দারোয়ানকে ডেকে বলল, তোমরা তো আমার কাছে কোন মানুষকে আননি; বরং তোমরা আমার কাছে এনেছ একটি শয়তানকে। এরপর সে সারার খেদমতের জন্য 'হাজেরা' নামে একটি রমণীকে দান করল। তারপর সারা ইব্রাহীমের কাছে ফিরে আসলেন, তখনও তিনি দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিলেন। নামাযের মধ্যেই হাতের ইশারায় সারাকে জিজ্ঞেস করলেন, ঘটনা কি হল? সারা বললেন, আল্লাহ তায়ালা কাকেরের চক্রান্ত তারই বক্ষে পাষ্টা নিক্ষেপ করেছেন এবং সে আমার খেদমতের জন্য 'হাজেরা'-কে দান করেছে। হযরত আবু হুরায়রা (রা) হাদীসটি বর্ণনা করে বললেন, হে আকাশের পানির সন্তান! অর্থাৎ হে আরববাসীগণ! এ 'হাজেরাই' তোমাদের আদি মাতা। -(বোখারী ও মুসলিম)

হযরত ইউসুফ (আ) ধৈর্যশীল ছিলেন

হাদীস : ৫৩৩৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ইব্রাহীম (আ) অপেক্ষা আমাদের সন্দেহ পোষণ করা অধিক যুক্তিযুক্ত। যখন তিনি বলেছিলেন, হে আমার পরওয়ারদেগার! আপনি কিভাবে মৃতকে জীবিত করবেন তা আমাকে দেখিয়ে দিন। অর্থাৎ, তাঁর এ উক্তি সন্দেহবশত ছিল না। তারপর তিনি হযরত লুত (আ)-এর ঘটনা উল্লেখ করে বলেন, আল্লাহ লুত (আ)-এর উপর অনুগ্রহ করুন! আল্লাহর ধীন প্রচারে অসহায়তার দরুন তিনি একটি মজবুত খুঁটির আশ্রয় পেতে চেয়েছিলেন। আর ইউসুফ (আ) যত দীর্ঘ সময় কয়েদখানায় ছিলেন, এত দীর্ঘ সময় আমিও যদি কারাগারে থাকতাম, আর বাদশাহর তরফ থেকে মুক্তির আহ্বান পেতাম, তবে তখন তখনই আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দিতাম। -(বোখারী ও মুসলিম)

হযরত মুসা (আ) দোষ মুক্ত হলেন

হাদীস : ৫৩৩৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, হযরত মুসা (আ) ছিলেন খুবই লাজুক প্রকৃতির লোক। সব সময় শরীর আবৃত রাখতেন লজ্জাশীলতার কারণে তাঁর দেহের কোন অংশ কখনো খোলা দেখা যেত না। বনী ইসরাঈল গোত্রের একদল লোক এ বিষয়টিকে ভিত্তি করে তাঁকে ভীষণভাবে কষ্ট দিল। তারা (তাঁর ওপর অভিযোগ এনে বলল, তিনি যে শরীর ঢেকে রাখতে এত বেশি তৎপর, এর একমাত্র কারণ হল, তাঁর শরীরে নিশ্চয় কোন দোষ আছে। হযরত শ্বেত (কুঠ) রোগ রয়েছে কিংবা অণ্ডকোষে একশিরা আছে। মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর দোষমুক্ততা প্রকাশ করার ইচ্ছে করলেন। সুতরাং একদিন গোসল করার জন্য হযরত মুসা (আ) একা এক নির্জন স্থানে গেলেন এবং পরনের কাপড় খুলে একটি পাথরের ওপর রাখলেন এবং অমনি তাঁর কাপড়সহ পাথরটি ছুটে চলল। সাথে সাথে মুসা (আ) পাথরটিকে ধাওয়া করলেন; আর চীৎকার দিয়ে বলতে লাগলেন, হে পাথর, আমার কাপড়! হে পাথর, আমার কাপড়! শেষ পর্যন্ত পাথরটি বনী ইসরাঈলের এক মজলিসে এসে পৌঁছল। ফলে তারা হযরত মুসাকে বিবস্ত্র অবস্থায় দেখে ফেলল। তারা দেখতে পেল, মুসা আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে সর্বাধিক সৌন্দর্যে ভরপুর এবং সকলে এক বাক্যে বলে ওঠল আল্লাহর কসম! মুসার শরীরে কোন রকমের দোষ নেই। এবার তিনি কাপড়টি নিয়ে পরিধান করলেন এবং হাতের লাঠি দিয়ে পাথরকে খুব জোরে মারত লাগলেন। আল্লাহর কসম! এতে পাথরের গায়ে তিন, চার কিংবা পাঁচটি আঘাতের দাগ পড়ে গেল। -(বোখারী ও মুসলিম)

হযরত আইয়ুব (আ) নগ্ন অবস্থায় গোসল করেছেন

হাদীস : ৫৩৩৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, একদা হযরত আইউব (আ) নগ্নাবস্থায় গোসল করছিলেন, এমনি অবস্থায় তাঁর উপর সোনালী পঙ্গপাল পতিত হল। তখন আইউব (আ) সেগুলোকে দ্রুত ধরে ধরে কাপড়ে রাখতে লাগলেন। তখন তাঁর পরওয়ারদেগার তাঁকে সম্বোধন করে বললেন, হে আইউব! তুমি যা দেখেছ, আমি কি তা থেকে তোমাকে অমুখাপেক্ষী করে দেইনি! জবাবে তিনি বললেন, হ্যাঁ, নিশ্চয় আপনার ইজ্জতের কসম! কিন্তু আপনার বরকত ও কল্যাণ থেকে তো আমি অভাবমুক্ত নই। -(বোখারী)

নবীদের মর্যাদা কমবেশি করা যাবে না

হাদীস : ৫৩৪০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একবার একজন মুসলমান ও একজন ইহুদী পরস্পরে গালাগালিতে লিপ্ত হল। মুসলমান লোকটি বলল, সেই মহান সত্তার কসম! যিনি মুহাম্মদ (স)-কে সারা দুনিয়ার উপর মনোনীত করেছেন। তখন ইহুদী বলে ওঠল; কসম সেই সত্তার! যিনি মূসা (আ)-কে সারা জাহানের ওপর মনোনীত করেছেন। এ কথাটি শুনামাত্রই মুসলমান লোকটি ইহুদীর গালে একটি খান্ধড় মারল। তারপর সে ইহুদী রাসূল (স)-এর কাছে গিয়ে তার ও মুসলমান লোকটির মধ্যে সংঘটিত ব্যাপারটি তাঁকে জানাল। তখন রাসূল (স) লোকটিকে ডেকে আনলেন এবং ঘটনাটির সত্যতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, সেও ঘটনাটি আদ্যোপান্ত বর্ণনা করল। তখন রাসূল (স) বললেন; আমাকে মূসা (আ)-এর ওপর প্রাধান্য দিতে যেয়ো না। কেননা, কিয়ামতের দিন সকল মানুষই বেহুঁশ হয়ে পড়বে, আমিও তাদের সাথে বেহুঁশ থাকব। তবে আমিই সর্বপ্রথম হুঁশ ফিরে পেয়ে দেখব, মূসা (আ) আরশের একপাশ ধরে রয়েছেন। তবে আমি জানি না তিনিও বেহুঁশ হয়েছেন কিনা? এবং আমার আগেই হুঁশপ্রাপ্ত হয়েছেন কিনা অথবা তিনি তাদেরই অন্তর্ভুক্ত, যাদেরকে মহান আল্লাহ্ বেহুঁশ হওয়া থেকে বাদ দিয়েছেন।

অপর এক বর্ণনায় আছে- রাসূল (স) বলেছেন, আমি জানি না, 'তুর' পাহাড়ের ঘটনার দিন তিনি যে বেহুঁশ হয়েছিলেন, তা হিসেবে রাখা হয়েছে এবং তার বিনিময়ে আজ এখানে আদৌ বেহুঁশ হননি অথবা আমার আগেই তিনি হুঁশ ফিরে পেয়েছেন? তিনি আরো বলেছেন; "আমি এটাও বলব না যে, কোন ব্যক্তি হযরত ইউনুস ইবনে মাত্তার চেয়ে উত্তম। অপর এক বর্ণনায় হযরত আবু সাঈদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা নবীদের পরস্পরের মধ্যে একজনকে আরেকজনের উপর প্রাধান্য দিও না। - বোখারী ও মুসলিম আর আবু হুরায়রা (রা)-এর অপর এক বর্ণনায় আছে- রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা নবীদের মধ্যে একজনকে আরেকজনের ওপর মর্যাদা প্রদান কর না।

কোন নবীকে অন্য নবীর উপর প্রাধান্য দেয়া যাবে না

হাদীস : ৫৩৪১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কারো পক্ষেই এ কথা বলা উচিত নয় যে, আমি (মুহাম্মদ) হযরত ইউনুস ইবনে মাত্তার চেয়ে উত্তম। - বোখারী ও মুসলিম, বোখারীর অপর এক বর্ণনায় আছে- রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি বলবে আমি (মুহাম্মদ) হযরত ইউনুস ইবনে মাত্তার (আ) থেকে উত্তম, সে মিথ্যা বলেছে।

হযরত খিযির (আ) কাফের বালককে হত্যা করেছিলেন

হাদীস : ৫৩৪২ ॥ হযরত উবাই ইবনে কা'ব (র.) বলেন, যে বালকটিকে হযরত খিযির হত্যা করেছিলেন, সে ছিল জন্মগত কাফের। যদি সে বেঁচে থাকত, তাহলে সে তার পিতা-মাতাকে নাকরমানী ও কুফরের মধ্যে ফেলে দিত অথচ তারা ছিলেন ঈমানদার। -(বোখারী ও মুসলিম)

খিযির নাম হওয়ায় কারণ

হাদীস : ৫৩৪৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, খিযিরকে খাযের নামে আখ্যায়িত করার কারণ হল, একদিন তিনি একটি শুষ্ক সাদা জায়গায় বসেছিলেন। তাঁর উঠে যাওয়ার পরই হঠাৎ ঐ জায়গাটি সবুজের সমারোহে পরিপূর্ণ হয়ে গেল সেই ঘটনা থেকে তাঁর নাম 'খিযির' হয়ে গেল। -(বোখারী)

হযরত মূসা (আ)-এর ইন্তেকাল

হাদীস : ৫৩৪৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, মৃত্যুর ফেরেশতা হযরত মূসা ইবনে ইমরান (আ)-এর কাছে এসে বললেন, আপনার প্রভুর ডাকে সাগা দিন। তখন হযরত মূসা (আ) মৃত্যুর ফেরেশতার চোখের ওপর চপেটাঘাত করলেন। ফলে তার চক্ষু উপড়িয়ে গেল। তিনি বলেন; তারপর ফেরেশতা আল্লাহ্ তায়ালার কাছে ফিরে গিয়ে বললেন, আপনি আমাকে আপনার এমন এক বান্দার কাছে পাঠিয়েছেন, যে মরতে চায় না। এমনকি সে আমার চক্ষু উপড়িয়ে ফেলেছে। রাসূল (স) বলেছেন, তখন আল্লাহ্ তায়ালার তার চক্ষু ফিরিয়ে দিলেন এবং বললেন, তুমি পুনরায় আমার সেই বান্দার কাছে যাও এবং বল, তুমি কি বেঁচে থাকতে চাও? যদি তুমি বেঁচে থাকতে চাও, তাহলে একটি ষাঁড়ের পিঠে হাত রাখ এবং তোমার হাত তার যতগুলো পশম ঢেকে ফেলবে, প্রতিটি পশমের বদলে তোমাকে এক এক বছর আয়ু দান করা হবে। এটা শুনে হযরত মূসা (আ) জিজ্ঞেস করলেন; আচ্ছা, তারপর কি হবে? ফেরেশতা বললেন; তারপর তোমাকে মরতে হবে। তখন হযরত মূসা (আ) বললেন, তাহলে কাছাকাছি সময়ে এখনই হোক। এরপর তিনি দো'য়া করলেন, হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে পবিত্র ভূমি থেকে একটি টিল নিক্ষেপের দূরত্ব পর্যন্ত কাছে পৌঁছে দিন। অর্থাৎ, সেখানে যেন আমাকে দাফন করা হয়। রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ্‌র কসম! যদি আমি সেখানে উপস্থিত থাকতাম, তবে পশ্বিপাশে লাল বালুর টিলার কাছে তাঁর কবর আমি তোমাদের দেখিয়ে দিতাম।

-(বোখারী ও মুসলিম)

হযরত জিব্রাইল (আ) দেহইয়া ফালবির সদৃশ

হাদীস : ৫৩৪৫ ॥ হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, মে'রাজের রাত্রিতে নবীগণকে আমার সামনে হাজির করা হয়। তার মধ্যে হযরত মুসা (আ)-কে দেখলাম, তিনি মাঝারি ধরনের পুরুষ। মনে হচ্ছিল তিনি যেন শানুয়া গোত্রেরই একজন লোক। আর হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ)-কেও দেখলাম, আমি যে সব লোকদেরকে দেখেছি, তাদের মধ্যে তিনি উরওয়া ইবনে মাসউদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুর অর্থাৎ, রাসূল (স)-এর সদৃশের লোক। আর হযরত জিব্রাইল (আ)-কে দেখলাম, তিনি হল আমার দেখা লোকদের মধ্যে দেহইয়া ইবনে খলীফার সদৃশ। -(মুসলিম)

মে'রাজে রাসূল (স) যাদের সদৃশ্য দেখেছেন

হাদীস : ৫৩৪৬ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যেই রাতে আমার মে'রাজ হল, সে রাতে আমি হযরত মুসা (আ)-কে দেখেছি, তিনি শ্যামবর্ণ, দীর্ঘকায় এবং কৌকড়ান চুলবিশিষ্ট লোক। দেখতে 'শানুয়া' গোত্রের লোকদের একজন বলে মনে হয়। আর হযরত ঈসা (আ)-কে দেখেছি মধ্যম গড়নের লাল-সাদা সংমিশ্রিত বর্ণের মাথার চুলগুলো সোজা। তারপর আমি দেখতে পেয়েছি দোষখের দারোগা মালিক এবং দাছজালকেও ঐ সব নিদর্শনগুলোর মধ্যে, যেগুলো আল্লাহ্ তায়ালা আমাকে দেখিয়েছেন। অতএব, তার সাথে তোমার যে দেখা হবে, এতে তুমি কোন সন্দেহ পোষণ কর না। -(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স) মে'রাজে দুধ পান করেছিলেন

হাদীস : ৫৩৪৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমার মে'রাজের রাতে আমি হযরত মুসা (আ)-এর সাক্ষাৎ পেয়েছি। রাবী বলেন, রাসূল (স) তাঁর আকৃতি বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, তিনি হালকা গড়নের কিষ্কিৎ কৌকড়ানো চুলবিশিষ্ট, দেখতে যেন 'শানুয়া' গোত্রের একজন লোক। তিনি আরো বলেছেন; আমি হযরত ঈসা (আ)-এর সাক্ষাৎও পেয়েছি। তিনি ছিলেন মাঝারি গড়নের লাল-বর্ণবিশিষ্ট। মনে হয় যেন তিনি এইমাত্র হামামখানা (গোসলখানা) থেকে বের হয়েছেন। আর আমি হযরত ইবরাহীম (আ)-কেও দেখেছি। তাঁর বংশধরদের মধ্যে আমিই সকলের চেয়ে বেশি তাঁর সদৃশ। রাসূল (স) বলেন, তারপর আমার সামনে দুটি পেয়ালা আনা হল। একটিতে দুধ এবং অপরটিতে ছিল সরাব। আমাকে বলা হল, আপনি দুটির যেটি ইচ্ছে তুলে নিন। তখন আমি দুধের পেয়ালাটি তুলে নিলাম এবং তা পান করলাম। তখন আমাকে বলা হল, আপনাকে ফিতরতের পথ প্রদর্শন করা হয়েছে। জেনে রাখুন! আপনি যদি সরাবের পাত্রটি নিতেন, আপনার উম্মত গোমরাহ্ থেকে যেত। -(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স) উপত্যকায় মুসা (আ)-কে দেখলেন

হাদীস : ৫৩৪৮ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, একদিন আমরা রাসূল (স) এর সঙ্গে মক্কা এবং মদীনার মধ্যবর্তী স্থানে সফরে ছিলাম। এ সময় আমরা একটি উপত্যকা পার হচ্ছিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটা কোন উপত্যকা? লোকেরা বলল; এটা 'আয়রাক' উপত্যকা। তিনি বললেন, আমি যেন হযরত মুসা (আ)-কে দেখছি। তারপর তিনি তাঁর (মুসার) গায়ের রং ও মাথার চুলের কিছু বর্ণনা দিলেন এবং বললেন, তিনি যেন উভয় কানের মধ্যে অঙ্গুলি রেখে উচ্চস্বরে তালবিয়া পড়তে পড়তে এ উপত্যকা পার হয়ে আল্লাহ্র (ঘরের) দিকে ছুটে যাচ্ছেন। রাবী বলেন, তারপর আমরা আরো কিছুদূর সামনে এগিয়ে একটি গিরিপথে এসে উপস্থিত হলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটা কোন গিরিপথ? লোকেরা বলল, এটা 'হারশা' অথবা বলল 'লিফত'। তখন তিনি বললেন, আমি যেন হযরত ইউনুস (আ)-কে এমন অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি যে তিনি একটি লাল বর্ণের উষ্ট্রীর ওপর সওয়ার, তার গায়ে পরিহিত একটি পশমী জোকা, উষ্ট্রীর লাগাম খেজুর পাতার তৈরি, তিনি 'তালবিয়া' উচ্চারণ করতে করতে এ ময়দান পার হচ্ছেন। -(মুসলিম)

হযরত দাউদ (আ)-কে যাবুর কিতাব দেয়া হয়েছিল

হাদীস : ৫৩৪৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, হযরত দাউদ (আ)-এর জন্য যাবুর কিতাব তিলাওয়াত করা সহজ করে দেয়া হয়েছিল। এমন কি তিনি তাঁর সওয়ারীর ওপর গদি বাঁধার আদেশ করতেন। তখন তার ওপর গদি বাঁধা হত। অথচ সওয়ারীর পশুর ওপর গদি বাঁধা শেষ হওয়ার আগেই তিনি যাবুর কিতাব পরিপূর্ণভাবে তিলাওয়াত করে শেষ করে ফেলতেন। আর তিনি নিজ হাতের উপার্জন ছাড়া কিছুই খেতেন না।

-(বোখারী)

অপূর্ব বিচার পদ্ধতি

হাদীস : ৫৩৫০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দুজন মহিলা এবং তাদের সাথে দুটি শিশু সন্তানও ছিল। এমন সময় হঠাৎ একটি বাঘ এসে তাদের একজনের শিশুটি নিয়ে গেল। তখন সঙ্গের অপর মহিলাটি বলল; বাঘে তোমার শিশুটি নিয়েছে। দ্বিতীয় মহিলাটি বলল; বাঘে নিয়েছে তোমার শিশু। তারপর উভয় মহিলা হযরত

দাউদ (আ)-এর কাছে এর মীমাংসার জন্য বিচারপ্রার্থী হল। তখন হযরত দাউদ (আ) শিশুটির বিষয়ে বয়স্কা মহিলাটির পক্ষে রায় দিলেন। এরপর মহিলা দুজন বের হয়ে দাউদ (আ) পুত্র হযরত সুলাইমান (আ)-এর সামনে দিয়ে যাচ্ছিল। এবং তারা উভয়ে তাঁকে সংশ্লিষ্ট মামলার রায়ের বিবরণ শুনা। তখন হযরত সুলাইমান (আ) উপস্থিত লোকজনকে বললেন, তোমরা আমার কাছে একটি ছোঁরা নিয়ে আস। আমি শিশুটিকে কেটে দ্বি-খণ্ডিত করে তাদের মধ্যে ভাগ করে দিব। একথা শুনে কম বয়স্কা মহিলাটি বলে ওঠল-এ কাজ করবেন না। আল্লাহ্ আপনার প্রতি রহম করুন। আমি মেনে নিয়েছি শিশুটি তারই। তখন তিনি সে কম বয়স্কা মহিলাটির পক্ষেই রায় দিয়েছিলেন। -(বোখারী ও মুসলিম।)

হযরত সুলায়মান (আ)-এর ইনশাআল্লাহ না বলার ফল

হাদীস : ৫৩৫১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, একদা হযরত সুলাইমান (আ) কসম করে বললেন, অবশ্যই আমি আজ রাতে আমার নব্বই জন স্ত্রীর কাছে গমন করব, অপর এক বর্ণনায় আছে- একশত স্ত্রীর কাছে গমন করব। আর প্রত্যেক স্ত্রী একজন করে অশ্বারোহী মুজাহিদ গর্ভে ধারণ করবে এবং এরা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে। তখন ফেরেশতা তাঁকে বলেন, 'ইনশাআল্লাহ' বলুন। কিন্তু সুলাইমান (আ) তা বলতে ভুলে যান। তারপর তিনি সকল স্ত্রীদের কাছে গমন করলেন, কিন্তু একজন স্ত্রী ছাড়া তাদের আর কেউ গর্ভধারণ করল না। সেও অর্ধাঙ্গের একটি সন্তান প্রসব করল। রাসূল (স) বলেন, সে মহান সন্তান কসম, যার হাতে মুহাম্মদ (স)-এর প্রাণ! যদি তিনি ইনশাআল্লাহ বলতেন, তাহলে সবগুলো সন্তানই জন্ম নিত এবং তারা সবাই অশ্বারোহী হয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করত। -(বোখারী ও মুসলিম)

হযরত যাকারিয়া (আ) সুতার মিত্রি ছিলেন

হাদীস : ৫৩৫২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, হযরত যাকারিয়া (আ) সুতার মিত্রি ছিলেন। -(মুসলিম)

নবীগণ পরস্পর আল্লাতি ভাই

হাদীস : ৫৩৫৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমি দুনিয়া এবং আখেরাতে ইসা ইবনে মারইয়ামের সবচেয়ে বেশি নিকটতম। নবীগণ পরস্পরের 'আল্লাতী ভাই' তাঁদের মা ভিন্ন ভিন্ন এবং তাঁদের স্বীন এক। আর আমার ও তাঁর মাঝখানে কোন নবী নেই। -(বোখারী ও মুসলিম)

শয়তান শিশু সন্তানকে খোঁচা দেয়

হাদীস : ৫৩৫৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, প্রতিটি আদম সন্তান জন্মাভকালে শয়তান অঙ্গুলী দিয়ে তার পার্শ্বস্থলে খোঁচা দেয় ইসা ইবনে মারইয়াম ছাড়া। শয়তান তাঁকে খোঁচা দিতে গেলে তখন শুধু তাঁর আবরণে খোঁচা দিতে সক্ষম হয় তাঁর শরীরে আঘাত করতে পারেনি। -(বোখারী ও মুসলিম)

হযরত আয়েশা (রা)-এর মর্যাদা

হাদীস : ৫৩৫৫ ॥ হযরত আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত রাসূল (স) বলেছেন, পুরুষদের মধ্যে অনেকেই কামেল হয়েছে, কিন্তু নারীদের মধ্যে ইমরানের কন্যা মারইয়াম এবং ফেরাউনের স্ত্রী আছিয়া ছাড়া আর কেউ কামেল হননি। তিনি আরো বলেছেন; সব নারীর ওপর আয়েশার মর্যাদা এমন, যেমন সব রকমের খাদ্য-সামগ্রীর ওপর 'সারীদের' মর্যাদা। -(বোখারী ও মুসলিম)

আর হযরত আনসারের **يا خير البرية** এবং আবু হুরায়রা হাদীস **اي الناس اكرم** আর ইবনে উমরের হাদীস **الكرم بن الكرم** মুফাখারাত ও আছাবিয়াত অধ্যায়ের উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহ পানির মধ্যে ছিলেন

হাদীস : ৫৩৫৬ ॥ হযরত আবু রায়ীন (রা) বলেন, আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূল্লাহ! সৃষ্টিকুল সৃষ্টির আগে আমাদের পরওয়ারদেগার কোথায় ছিলেন? তিনি বললেন, 'আমা'-এর মধ্যে ছিলেন। তার নিচেও খালি ছিল এবং ওপরেও খালি ছিল। আর তিনি তাঁর আরশকে পানির ওপরেই সৃষ্টি করেছেন। - তিরমিযী, ইমাম তিরমিযী বলেন, উর্ধ্বতন রাবীদের অন্যতম ইয়াযীদ ইবনে হারুন বলেছেন, 'আমা'-এর অর্থ, যার সাথে অন্য কোন বস্তু নেই।

আল্লাহ কোথায় থাকেন তার বর্ণনা

হাদীস : ৫৩৫৭ ॥ হযরত আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব (রা) বলেছেন, এক দিন তিনি একদল লোকসহ মুহাছাব উপত্যকায় বসা ছিলেন, রাসূল (স) ও তাদের মধ্যে উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় এক খণ্ড মেঘ তাদের ওপর দিয়ে পার হচ্ছিল। লোকেরা তার প্রতি তাকাল, তখন রাসূল (স) বললেন, তোমরা একে কি নামে আখ্যায়িত কর? তারা বলল, 'সাহাব' হযরত (স) বললেন; এবং 'মুয়ন';ও বল। লোকের বলল, 'মুয়ন'ও বলা হয়। তিনি বললেন, একে 'আনান'ও বল।

লোকেরা বলল, ‘আনান’ও বলা হয়। তারপর রাসূল (স) বললেন; তোমরা কি জান, আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী দূরত্ব কত? লোকেরা বলল, আমরা জানি না। তিনি বললেন, উভয়টির মাঝখানে একান্তর, বাহান্তর অথবা তেহান্তর বছরের দূরত্ব। এবং সেই আসমান থেকে তার পরের আসমানের দূরত্বও অনুরূপ। এভাবে তিনি সাত আসমান পর্যন্ত গণনা করলেন। তারপর বললেন, সপ্তম আসমানের উপর রয়েছে একটি সমুদ্র। তার উপর ও নিচের পানির স্তরের মধ্যবর্তী দূরত্ব-যেমন দূরত্ব দুই আসমানের মাঝখানে রয়েছে। তারপর সে সমুদ্রের ওপরে আছে আটটি বিরাট আকারের পাঁঠা অর্থাৎ, অনুরূপ আকৃতির ফেরেশতা এবং তাদের পায়ের খুর ও কোমরের মাঝখানে ব্যবধান হল দু আসমানের মধ্যবর্তী দূরত্বের মত। তারপর তাদের পিঠের উপর রয়েছে ‘আরশ’। তার নিচ ও উপরের মধ্যবর্তী ব্যবধান হল দু আসমানের মধ্যবর্তী ব্যবধানের মত। তারপর তার উপরেই রয়েছেন আল্লাহ পাক সোবহানাহ তায়াল্লা। -(তিরমিযী ও আবু দাউদ)

আল্লাহর মর্যাদা অতি মহান হাফেজ-১১১১

হাদীস : ৫৩৫৮ ॥ হযরত জুবাইর ইবনে মুতয়িম (রা) বলেন, এক দিন একজন গ্রাম্য বেদুইন রাসূল (স)-এর কাছে এসে বলল, লোকের অসহনীয় দুঃখে নিপতিত হয়েছে। পরিবার-পরিজন ক্ষুধার্ত, মাল-সম্পদ ধ্বংসের উপক্রম এবং গবাদিপশুসমূহ মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। সুতরাং আল্লাহর কাছে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করুন। আমরা আপনাকে আল্লাহর কাছে উসীলা বানান্ছি এবং আল্লাহকে আপনার কাছে শাফা‘আতকারী হিসেবে সাব্যস্ত করেছি। তার কথা শুনে রাসূল (স) বললেন, আল্লাহ তায়াল্লা অতি পবিত্র। আল্লাহ তায়াল্লা মহাপবিত্র। তিনি এ বাক্যটি বারবার উচ্চারণ করতে থাকলেন, এমনকি তাঁর চেহারা মুবারকের বর্ণ পরিবর্তন হতে দেখে উপস্থিত সাহাবায়ে কেরামদের মুখমণ্ডলসমূহও বিবর্ণ হয়ে গেল। তারপর তিনি বললেন, আফসোস তোমার প্রতি! তুমি জেনে রাখ, আল্লাহ তা‘আলাকে কারো কাছে সুপারিশকারী সাব্যস্ত করা যায় না। আল্লাহ তায়াল্লা শান ও মর্যাদা অতি মহান ও বিরাট। আক্ষেপ তোমার প্রতি! তুমি কি আল্লাহ জ্ঞাত ও সত্তা সম্পর্কে অবগত আছ? তাঁর আরশ সব আকাশমণ্ডলীকে এভাবে বেঁটন করে রেখেছে। এ কথা বলে তিনি স্বীয় আঙ্গুলি দিয়ে একটি গম্বুজের ন্যায় গোলাকৃতি বস্তু দেখিয়ে বললেন, আল্লাহর আরশ সব আকাশমণ্ডলীকে অনুরূপভাবে বেঁটন করে রাখা সত্ত্বেও আল্লাহর বিরাটত্বের চাপে তা এমনভাবে কড়মড় শব্দ করে, যেমন- কোন সওয়ারীর গদি কড়মড় শব্দ করতে থাকে। -(আবু দাউদ) হাফেজ-১১১২

ফেরেশতার অবস্থা

হাদীস : ৫৩৫৯ ॥ জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত রাসূল (স) বলেছেন, আমাকে এ অনুমতি দেয়া হয়েছে যে, আমি আল্লাহ তায়াল্লার আরশ বহনকারী ফেরেশতাদের মধ্য থেকে একজন ফেরেশতার অবস্থা প্রকাশ করব। সে ফেরেশতার কানের লতি থেকে তার গর্দানের মধ্যবর্তী দূরত্ব সাতশত বছরের পথ। -(আবু দাউদ)

কৈপে ওঠলেন জিবরাঈল

হাদীস : ৫৩৬০ ॥ হযরত যুরারাহ ইবনে আওফা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) একদা হযরত জিবরাঈলকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি তোমার প্রভুকে দেখেছ? এ কথা শুনে জিবরাঈল কৈপে ওঠলেন এবং বললেন, ইয়া মুহাম্মদ! আমার ও তাঁর মাঝখানে সত্তরটি নূরের পর্দা রয়েছে। যদি আমি তার কোন একটির কাছাকাছি হই, তবে আমি পুড়ে যাব। এরূপ ‘মাসাবীহ’ কিতাবে বর্ণিত। আর আবু নোআইম তাঁর ‘হিলইয়া’ গ্রন্থে হযরত আনাস (রা)-এর সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তবে জিবরাঈলের কৈপে ওঠার কথাটি সেই বর্ণনায় উল্লেখ নেই। হাফেজ-১১১৬

ইসরাফীল ও আল্লাহর মাঝখানে সত্তরটি নূরের পর্দা রয়েছে

হাদীস : ৫৩৬১ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়াল্লা যেদিন হযরত ইসরাফীলকে সৃষ্টি করেছেন, তিনি তখন থেকে নিজের দু পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছেন। চক্ষু তুলেও দেখেন না। তাঁর এবং তাঁর রব্বের মাঝখানে সত্তরটি নূরের পর্দা রয়েছে। তিনি তার যে কোন একটি পর্দার কাছাকাছি হলে তখনই তা থেকে জ্বালিয়ে ফেলবে। - তিরমিযী, এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি সহীহ।

মানুষ আল্লাহর সেরা সৃষ্টি

হাদীস : ৫৩৬২ ॥ হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়াল্লা যখন আদম (আ) ও তাঁর বংশধরকে সৃষ্টি করলেন, তখন ফেরেশতাগণ বললেন, হে পরওয়ারদিগার! তুমি এমন এক মাখলুক সৃষ্টি করেছ যারা খাওয়া-দাওয়া ও পানাহার করবে, বিবাহ-শাদী করবে এবং যানবাহনে সওয়ার হবে। সুতরাং তাদেরকে দুনিয়া তথা পার্থিব সম্পদ দিয়ে দাও এবং আমাদের পরকাল প্রদান কর। আল্লাহ তায়াল্লা বললেন, আমি যাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি এবং তার মধ্যে আমার রূহ ফুঁকেছি, তাকে ঐ মাখলুকের সমান করব না যাকে (আ-পৃ.১০৭৭) (হয়ে যাও) শব্দ দ্বারা সৃষ্টি করেছি। -(বায়হাকী শোআবুল ইমানে) হাফেজ-১১১৮

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কামেল মুমিন ফেরেশতার চেয়ে মর্যাদাবান

হাদীস : ৫৩৬৩ ॥ আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) বলেছেন, (কামেল) মু'মিন আল্লাহর কাছে কোন কোন ফেরেশতা থেকে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন। - (ইবনে মাজাহ) ১৫২০ - ১১৭৮

আল্লাহ আদমকে সৃষ্টি করেছেন শুক্রবারে

হাদীস : ৫৩৬৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) আমার হাত ধরে বললেন, আল্লাহ তায়াল্লা যমীন সৃষ্টি করেছেন শনিবারে, পাহাড়-পর্বত সৃষ্টি করেছেন রবিবারে, গাছ-গাছালি সৃষ্টি করেছেন সোমবারে, জিনিসসমূহ বানিয়েছেন মঙ্গলবারে, আলো বা জ্যোতি সৃষ্টি করেছেন বুধবারে, জীব-জন্তু ও প্রাণীজগতকে সৃষ্টি করে গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছেন বৃহস্পতিবারে। আর আদম (আ)-কে সৃষ্টি করেছেন জুম'আবারে আসরের সময়ের পরে। বস্তুত এটাই সর্বশেষ সৃষ্টি, দিনের শেষ সময়েই সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ আসর ও রাতের মধ্যবর্তী সময়ে। - (মুসলিম)

আসমান সাতটি

হাদীস : ৫৩৬৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, এক দিন আল্লাহর রাসূল (স) ও তাঁর সাহাবীগণসহ বসেছিলেন। এমন সময় একখণ্ড মেঘ তাদের ওপর দিয়ে পার হল। তখন রাসূল (স) জিজ্ঞেস করলেন, এটা 'আনান', এটা জমি সেচনকারী। একে আল্লাহ তায়াল্লা এমন এমন কণ্ডমের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যান, যারা শোর করে না এবং তাঁকে ডাকেও না তারপর হযর (স) বললেন, তোমরা কি জান, তোমাদের মাথার ওপরে কি? তারা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভাল জানেন। তিনি বললেন, এটা রকী' (প্রথম আসমান) যা সুরক্ষিত ছাদ এবং স্থিরীকৃত। তারপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জান, তোমাদের এবং আসমানের মাঝখানের দূরত্ব কত? তারা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অধিক জানেন। তিনি বললেন, পাঁচশত বছরের ব্যবধান। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জান, তার উপরে কি আছে? তারা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অধিক জ্ঞাত। তিনি বললেন, দুইখানা আসমান আছে, সেই দুইখানার মাঝখানের দূরত্ব হল পাঁচশত বছরের রাক্তা। এভাবে তিনি আসমানের সংখ্যা সাতখানা বর্ণনা করলেন এবং প্রত্যেক দুই আসমানের মাঝখানের দূরত্ব, আসমান ও যমীনের দূরত্বের সমান অর্থাৎ পাঁচশত বছরের রাক্তা। তারপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জান, তার উপরে কি আছে? তারা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অধিক জানেন। তিনি বললেন, তার উপরে রয়েছে আল্লাহর আরশ, আরশ ও আসমানের মাঝখানের ব্যবধান হল দুই আসমানের মধ্যের দূরত্বের সমান।

তারপর তিনি বললেন, তোমরা কি জান, তোমাদের নিচে কি? তারা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অধিক জানেন। তিনি বললেন, যমীন। এরপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জান এর নিচে কি? তারা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অধিক জানেন। তিনি বললেন, তার নিচের আরেক যমীন এবং উভয় যমীনের মাঝখানের ব্যবধান হল পাঁচশত বছর। এমনকি তিনি যমীনের সংখ্যা সাতখানা বর্ণনা করলেন এবং বললেন, প্রত্যেক দুই যমীনের মাঝখানে পাঁচশত বছরের ব্যবধান। তারপর তিনি বললেন, সে মহান সত্তার কসম যার হাতে মুহাম্মদ (স)-এর প্রাণ। যদি তোমরা একটি রশি নিচে যমীনের দিকে ঝুলিয়ে দাও, তা অবশ্যই আল্লাহর কাছে গিয়ে পৌছাবে। তারপর তিনি কুরআনের এ আয়াতটি পাঠ করলেন, (অর্থাৎ, তিনি প্রথম, তিনি শেষ, তিনি প্রকাশ্য, তিনি গোপন)। - আহমদ ও তিরমিযী

ইমাম তিরমিযী বলেন, রাসূল (স) এ আয়াতটি পাঠ করে এ কথাটি বুঝাতে চেয়েছেন যে, "কাছে পৌছবে" দ্বারা উদ্দেশ্য হল, আল্লাহর জ্ঞান, কুদরত ও ক্ষমতায় গিয়ে পৌছাবে। কারণ, আল্লাহর জ্ঞান তাঁর ক্ষমতা এবং রাজত্ব সর্বস্থান বেষ্টিত এবং তিনি আরশের উপরে বিরাজমান। যেমন, তাঁর পবিত্র কিতাবে তিনি এভাবেই পরিচিতি দান করেছেন।

১৫২০ - ১১৭৮

আদম (আ)-এর উচ্চতা ষাট হাত ছিল

হাদীস : ৫৩৬৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত রাসূল (স) বলেছেন, হযরত আদম ছিলেন কায়ার ষাট হাত লম্বা এবং পাশে ছিলেন সাত হাত চওড়া।

প্রথম নবী ছিলেন হযরত আদম (আ)

হাদীস : ৫৩৬৭ ॥ হযরত আবু যর (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! নবীদের মধ্যে সর্বপ্রথম নবী কে ছিলেন? তিনি বললেন, হযরত আদম (আ)। আমি বললাম, তিনি কি 'নবী' ছিলেন? বললেন, হ্যাঁ, তিনি এমন নবী ছিলেন যার সাথে কথাবার্তা বলা হয়েছে। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! 'রাসূল' কতজন ছিলেন? বললেন, তিনশত দশজনেরও কিছু বেশি এক বিরাট দল।

তাবেসী হযরত আবু উমার বর্ণনায় আছে, হযরত আবু যর (রা) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! নবীদের শূর্ণ সংখ্যা কত? বললেন, এক লক্ষ চব্বিশ হাজার। তন্মধ্যে 'রাসূল' ছিলেন, তিনশত পনের জনের এক বিরাট জমা' বা কাফেলা।

১৫২০ - ১১৭৮

শোনা খবর চোখে দেখার মত স্পষ্ট নয়

হাদীস : ৫৩৬৮ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, খবর শুনা চাক্ষুষ দেখার মত নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, হযরত মুসা (আ)-এর কণ্ঠ গরুর বাচ্চা পূজা করা সম্পর্কে আদ্বাহ তায়াল্লা মুসাকে যে খবর দিয়েছেন, এতে তিনি হাতে রক্ষিত তাম্বুরাতের কণিখানি ফেলে দেননি, কিন্তু যখন তাদের মধ্যে গিয়ে নিজ চোখে তাদের কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ করলেন, তখন তখ্তিখানা ছুঁড়ে ফেললেন, ফলে তা ভেঙ্গে গেল।

-(হাদীস তিনটি আহমদ রেওয়ায়েত করেছেন।)

অষ্টাদশ অধ্যায়

নবীকুল শিরোমণি মুহাম্মদ (স)-এর প্রতি গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূল কিয়ামতে নেতা হবেন

হাদীস : ৫৩৭১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামতের দিন আমি আদম সন্তানদের সরদার হব। আমিই সবার আগে কবর থেকে উত্থিত হব। সবার পূর্বে আমিই সুপারিশ করব এবং সর্বপ্রথম আমার শাফায়াত কবুল করা হবে। -(মুসলিম)।

উম্মতে মুহাম্মদীর সংখ্যা বেশি হবে

হাদীস : ৫৩৭২ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামতের দিন নবীদের মধ্যে আমার অনুসারীর সংখ্যা হবে সর্বাপেক্ষা বেশি, আর আমিই সর্বপ্রথম বেহেশতের দরজা খুলে নেব। -(মুসলিম)

সবার আগে বেহেশতের দরজা খোলা হবে রাসূল (স)-এর জন্য

হাদীস : ৫৩৭৩ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামতের দিন আমি বেহেশতের দরজায় এসে তা খোলার জন্য বলব। তখন তার পাহারাদার বলবেন, তুমি কে? বলব, আমি মুহাম্মদ (স)। তখন পাহারাদার বলবেন, আপনার সম্পর্কে আমাকে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আপনার আগে আমি যেন অন্য কারো জন্য এ দরজা না খুলি। -(মুসলিম)

রাসূল (স)-এর উম্মত হবে সবচেয়ে বড়

হাদীস : ৫৩৭৪ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমার সর্বপ্রথম বেহেশতের জন্য শাফায়াতকারী। এত অধিক সংখ্যক লোক আমার নবুওয়্যাত ও রেসালাতকে বিশ্বাস করেছে যে, কোন নবীকেই অনুরূপ সংখ্যক লোক বিশ্বাস করেনি এবং এমন নবীও অতিবাহিত হয়েছেন যার মধ্যে শুধু এক ব্যক্তি তাঁকে বিশ্বাস করেছে।

-(মুসলিম)

রাসূল (স) নবুয়্যত প্রাসাদের শেষ ইঁট

হাদীস : ৫৩৭৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমার দৃষ্টান্ত ও (আমার পূর্ববর্তী) অন্যান্য নবীদের দৃষ্টান্ত হল এরূপ- যেমন, একটি প্রাসাদ, যা সৌন্দর্যমণ্ডিত করে নির্মাণ করা হয়েছে, কিন্তু এক স্থানে একটি ইঁটের জায়গা খালি রাখা হয়েছে। তারপর লোকেরা তা ঘুরে দেখে বিস্মিত হয় যে, তার নির্মাণ কত সুন্দর, কিন্তু একটি ইঁটের স্থান খালি রয়েছে। রাসূল (স) বলেন, আমিই উক্ত খালি ইঁটের স্থানটি পূর্ণ করি। আমাকে দিয়ে উক্ত প্রাসাদটি শেষ করা হয়েছে এবং আমাকে দিয়েই নবী আগমনের সিলসিলা শেষ করা হয়েছে।

অপর এক রেওয়ায়েতে আছে, আমিই সে ইঁট এবং আমিই নবীদের সিলসিলা শেষকারী। -(বোখারী ও মুসলিম)

হযরত মুহাম্মদ (স) প্রতিশ্রুতি নবী

হাদীস : ৫৩৬৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমি আদম সন্তানদের প্রত্যেক যমানার উত্তম শ্রেণীতে যুগের পর যুগ স্থানান্তরিত হয়ে এসেছি। অবশেষে ঐ যুগে জনপ্রিয় করি, যেই যুগে আমি বর্তমানে আছি। -(বোখারী)

বনু হাশেম থেকে নবী মনোনীত

হাদীস : ৫৩৭০ ॥ হযরত ওয়াসিলা ইবনুল আস্কা' (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, আদ্বাহ তায়াল্লা ইসমাইলের বংশধর থেকে 'কেনানা'র খান্দানকে নির্বাচন করেছেন। আবার কেনানার খান্দান থেকে কুরাইশ বংশকে নির্বাচন করেছেন। আবার কুরাইশ বংশ থেকে বনু হাশেম পরিবারকে নির্বাচন করেছেন। সবশেষে বনু হাশেম পরিবার থেকে আমাকেই মনোনীত করেছেন। - মুসলিম, তিরমিযীর বর্ণনায় আছে- আদ্বাহ তায়াল্লা ইব্রাহীমের বংশে ইসমাইলকে এবং ইসমাইলের বংশে বনু কেনানাকে মনোনীত করেছেন।

রাসূল (স)-এর অনুসারী হবেন সর্বাধিক

হাদীস : ৫৩৭৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, এমন কোন নবী অভিবাহিত হননি যাকে অনুরূপ কিছু মু'জ্জিয়া দেয়া হয়নি, যার অনুপাতে লোকেরা ইমান এনেছে। কিন্তু আমাকে যা দেয়া হয়েছে তা হল অহী, যা আল্লাহ্ তায়ালা আমার কাছে ওহী নাখিল করেছেন। সুতরাং আমি আশা করি, কিয়ামতের দিন তাঁদের তুলনায় আমার অনুসারীর সংখ্যা হবে সর্বাধিক। -(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স)-এর পাঁচটি বিশেষত্ব

হাদীস : ৫৩৭৭ ॥ হযরত জাবির (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমাকে এমন পাঁচটি জিনিস দেয়া হয়েছে, যা আমার আগে আর কাউকেও দেয়া হয়নি। ১. আমাকে এক মাসের দূরত্বের মধ্যে ভীতি দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে। ২. আমার জন্য মাটিকে মসজিদ ও পবিত্রতা অর্জনের উপাদান বানান হয়েছে। কাজেই আমার উম্মতের কোন ব্যক্তির যেখানেই নামাযের সময় হয়ে যাবে, সে যেন সেখানেই নামায আদায় করে। ৩. আমার জন্য গনীমতের মাল হালাল করা হয়েছে, যা ইতিপূর্বে কারো জন্য হালাল ছিল না। ৪. আমাকে শাফায়াতের অধিকার দেয়া হয়েছে। ৫. প্রত্যেক নবী প্রেরিত হয়েছেন শুধুমাত্র আপন আপন সম্প্রদায়ের জন্য, কিন্তু আমি প্রেরিত হয়েছি সব মানুষ জাতির জন্য।

-(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স) সকল মানব জাতির জন্য

হাদীস : ৫৩৭৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, আমাকে ছয়টি বিষয়ে অন্যান্য নবীদের উপরে মর্যাদা দেয়া হয়েছে। (১) আমি 'জাওয়ামেউল কালিম' প্রাপ্ত হয়েছি (অর্থাৎ, আমাকে অল্প কথায় ব্যাপক অর্থ ব্যক্ত করার যোগ্যতা দেয়া হয়েছে)। (২) রো'ব দ্বারা আমাকে সাহায্য করা হয়েছে। (৩) আমার জন্য গনীমতের মাল হালাল করা হয়েছে। (৪) সব যমীন আমার জন্য মসজিদ ও পবিত্রতার উপাদান করা হয়েছে। (৫) গোটা বিশ্বের মাখলুকের জন্য আমাকে (নবীরূপে) প্রেরণ করা হয়েছে। এবং (৬) নবী আগমনের সিলসিলা আমার মাধ্যমেই শেষ করা হয়েছে। -(মুসলিম)

ব্যাপক অর্থবোধক বাক্যের যোগ্যতাপ্রাপ্ত

হাদীস : ৫৩৭৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, আমাকে ব্যাপক অর্থবোধক বাক্যের যোগ্যতাসহ প্রেরণ করা হয়েছে এবং আমাকে ব্যক্তিত্বের প্রভাব দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে। একরাতে আমি যখন নিদ্রিতাবস্থায় ছিলাম, এ সময় আমার কাছে পৃথিবীর যাবতীয় ধনভাণ্ডারের চাবিসমূহ আনা হয়, তার তা আমার হাতে রেখে দেয়া হয়। -(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স)-এর জন্য ভূপৃষ্ঠকে সংকুচিত করা হয়েছে

হাদীস : ৫৩৮০ ॥ হযরত সওবান (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ্ তায়ালা সব ভূপৃষ্ঠকে আমার জন্য সংকুচিত করলেন, তখন আমি তার পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত দেখতে পেলাম। অদূর ভবিষ্যতে আমার উম্মতের রাজত্ব সেই পর্যন্ত পৌছে যাবে, যে পর্যন্ত যমীন আমার জন্য সংকুচিত করা হয়েছিল। আর আমাকে দুটি ধনভাণ্ডার দেয়া হয়েছে, একটি লাল এবং অপরটি সাদা (অর্থাৎ, কায়সার ও কিসরার ধনভাণ্ডার) আর আমি আমার প্রভুর কাছে আমার উম্মতের জন্য এ প্রার্থনা করি যেন তাদেরকে ব্যাপক দুর্ভিক্ষে ধ্বংস না করা হয়। আর তাদের ওপর যেন স্বজাতি ছাড়া অন্য শত্রুকে এমনভাবে চাপিয়ে না দেয়া হয় যে, তারা মুসলমানদের কেন্দ্রস্থলকে গ্রহণ করে নেয়। আমার প্রভু বললেন, হে মুহাম্মদ! আমি যখন কোন বিষয়ে ফয়সালা করে ফেলি, তখন তা পরিবর্তন হয় না। আমি তোমাকে তোমার উম্মতের বিষয়ে এ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, আমি তাদেরকে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দিয়ে ধ্বংস করব না এবং তাদের স্বজাতি ছাড়া শত্রুকে তাদের ওপর এমনভাবে চাপিয়ে দেব না, যাতে তারা মুসলমানদের কেন্দ্রস্থল ধ্বংস করতে পারে। এমনকি যদি দুনিয়ার সব কাফের বিশ্বের সব প্রান্ত হতেও একত্রিত হয়ে মুসলমানদের ওপর আক্রমণ চালায়। অবশ্য তারা (মুসলমানরা) পরস্পরে লড়াই করবে। একে অন্যকে ধ্বংস করতে থাকবে এবং কয়েদ ও বন্দী করতে থাকবে। -(মুসলিম)

রাসূল (স)-এর উম্মত দুর্ভিক্ষ ও পানিতে ডুবে শেষ হবে না

হাদীস : ৫৩৮১ ॥ হযরত সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বনু মুয়াবিয়ার মসজিদের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তাতে প্রবেশ করে দু' রাকাত নামায পড়লেন এবং আমারও তাঁর সাথে নামায আদায় করলাম। নামায শেষে তিনি এক দীর্ঘ দো'য়া করলেন, তারপর আমাদের দিকে ফিরে বললেন, আমি আমার প্রভুর কাছে তিনটি বিষয়ে প্রার্থনা করেছিলাম। তিনি আমাকে দু'টি দিয়েছেন এবং একটি নিষেধ করেছেন। (১) আমি আমার প্রভুর কাছে প্রার্থনা করেছি ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দিয়ে যেন আমার উম্মতকে ধ্বংস না করা হয়। আমার এ দো'য়া তিনি কবুল করেছেন। (২) আমি আমার

প্রভুর কাছে এটাও চেয়েছিলাম যেন আমার উম্মতকে পানিতে ডুবিয়ে ধ্বংস করা না হয়। তিনি আমার এ দোয়াও কবুল করেছেন। এবং (৩) আমি তাঁর কাছে চেয়েছিলাম যেন আমার উম্মতের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ বিগ্রহ না হয়। কিন্তু তিনি এটা আমাকে দান করেননি। -(মুসলিম)

তাওরাতে রাসূল (স)-এর গুণাবলি

হাদীস : ৫৩৮২ ॥ হযরত আতা ইবনে ইয়াসার (রা) বলেন, একদা আমি আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আসের সাথে দেখা করে তাঁকে বললাম, তাওরাতে রাসূল (স)-এর যে গুণ বর্ণিত আছে, সে সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন তিনি বললেন, হাঁ, আল্লাহর কসম! কুরআনে বর্ণিত তাঁর কিছু গুণাবলীসহ তাওরাতে তাঁর গুণাগুণ বর্ণনা করা হয়েছে, “হে নবী, আমি তোমাকে সাক্ষ্যদাতা সুসংবাদদাতা সতর্ককারী হিসেবে এবং উম্মাদের রক্ষাকারী হিসেবে পাঠিয়েছি।” তুমি আমার বান্দা ও রাসূল। আমি তোমার নাম দিয়েছি মুতাওয়াস্বিল বা ভরসাকারী, তুমি রূঢ় ও কঠোর হৃদয় এবং বাজারে ঝগড়া-ঝাটি ও হৈছল্লাকারী নও। তিনি কোন মন্দ দ্বারা মন্দকে প্রতিহত করবেন না; বরং তিনি এদেরকে ক্ষমা করে দেবেন এবং মাফ করে দেবেন। আব্দুল্লাহ তাঁকে ততদিন পর্যন্ত দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নেবেন না, যতদিন বক্রপথে চালিত জাতিকে তাঁর দ্বারা সংপথের ওপর প্রতিষ্ঠিত করবেন না। অর্থাৎ, যতক্ষণ লোকজন ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’-এর উপর বিশ্বাসী না হয় এবং তাঁর দ্বারা অন্ধ চক্ষু, বধির কর্ণ এবং বন্ধ অন্তর উন্মুক্ত না হয়ে যায়। -(বোখারী, দারেমী ও আতার সুত্রে ইবনে সালাম থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) তিনটি জিনিস চেয়েছিলেন

হাদীস : ৫৩৮৩ ॥ হযরত খাবাব ইবনুল আরাউ (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) আমাকে নামায পড়ালেন এবং নামায খুব দীর্ঘায়িত করলেন। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি তো আজ এমনভাবে নামায পড়েছেন যে, এরূপ নামায আপনি আর কখনো পড়েননি। তিনি বললেন, হাঁ, ঠিকই বলেছ। কেননা, এটা ছিল রহমতের আশায় আশাবিত এবং আবাবের ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় নামায। আমি এ নামাযের মধ্যেই আল্লাহর কাছে তিনটি জিনিস চেয়েছি। তিনি দুটি আমাকে দিয়েছেন এবং একটি নিষেধ করেছেন। (১) আমি চেয়েছিলাম যেন আমার উম্মতকে (ব্যাপক) দুর্ভিক্ষের দ্বারা ধ্বংস না করা হয়। তিনি আমাকে এটা দান করেছেন। (২) আমি চেয়েছিলাম যেন সকল মুসলমানদের ওপর অমুসলিমদেরকে চাপিয়ে দেয়া না হয়। ইহাও তিনি আমাকে দান করেছেন। (৩) আর আমি এটাও চেয়েছিলাম, যেন আমার উম্মতের কেউ অপরের ওপর অত্যাচার না করে, কিন্তু এটা তিনি আমাকে দান করেননি।

-(তিরমিযী ও নাসাই)

রাসূল (স)-এর উম্মত গোমরাহির ওপর একত্রিত হবে না

হাদীস : ৫৩৮৪ ॥ হযরত আবু মালিক আল আশআরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, হে মুসলমানগণ! মহাপরাক্রমশালী আব্দুল্লাহ তোমাদের তিনটি জিনিস থেকে রক্ষা করেছেন। ১. তোমাদের নবী তোমাদের প্রতিকূলে এমন কোন বদ্-দোয়া করবেন না যাতে তোমরা সবাই ধ্বংস হয়ে যাও। ২. বাতিল ও গোমরাহ সম্প্রদায় কখনো হকপন্থীদের ওপর প্রাধান্য লাভ করতে পারবে না এবং ৩. সমষ্টিগতভাবে আমার উম্মত গোমরাহীর তথা অন্যায়ের ওপরে একত্রিত হবে না। -(আবু দাউদ)

ফাইফ-১১১৮

আব্দুল্লাহ তায়ালা দুই তলোয়ার একত্রিত করবেন না

হাদীস : ৫৩৮৫ ॥ হযরত আওফ ইবনে মালিক (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আব্দুল্লাহ তায়ালা এ মুসলিম উম্মতের ওপর দু’ তলোয়ার একত্রিত করবেন না। এক তলোয়ার মুসলমানদের পক্ষ থেকে এবং অপর তলোয়ার শত্রুদের পক্ষ হতে। -(আবু দাউদ)

আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মোত্তালিবের পুত্র মুহাম্মদ (স)

হাদীস : ৫৩৮৬ ॥ হযরত আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, একবার তিনি কাকেরদেরকে মুখে রাসূল (স)-এর বিরুদ্ধে তিরষ্কারমূলক কিছু কথা শুনতে পেলেন। এতে তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে রাসূল (স)-এর কাছে ছুটে আসলেন এবং কথটি তাঁকে জানালেন। এতদুশ্রবণে রাসূল (স) মিস্বারে দাঁড়িয়ে বললেন, তোমরা বল দেখি, আমি কে? সাহাবীরা উত্তর করলেন, ‘আপনি আব্দুল্লাহর রাসূল।’ তিনি বললেন, আমি হলাম, ‘আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুল মোত্তালিবের পুত্র মুহাম্মদ।’ আব্দুল্লাহ তায়ালা যে সমস্ত মাখলুক সৃষ্টি করেছেন তন্মধ্যে আমাকে উত্তম শ্রেণীতে সৃষ্টি করেছেন। সেই মানুষ শ্রেণীকে আবার দু’ ভাগে (আরও ও আজম) নামে বিভক্ত করেছেন। আর আমাকে তার উত্তম দলে (আরশের মধ্যে) সৃষ্টি করেছেন। তারপর সেই দলকে আবার বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত করেছেন। তাদের মধ্যে আমাকে উত্তম গোত্রে (কুরাইশ গোত্রে) সৃষ্টি করেছেন। আবার সেই গোত্রকেও বিভিন্ন পরিবারে বিভক্ত করেছেন। তন্মধ্যে উত্তম পরবারি (হাশেমী পরিবারে) আমাকে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং ব্যক্তি ও পরিবার হিসেবে আমি সর্বোত্তম। -(তিরমিযী)

ফাইফ-১১১৯

রাসূল (স)-এর নবুয়্যত নির্ধারিত

হাদীস : ৫৩৮৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদিন সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার জন্য নবুওয়্যত কখন থেকে নির্ধারিত করা হয়েছে? তিনি বললেন, সে সময় হতে, যখন হযরত আদম (আ) আত্মা ও দেহের মধ্যবর্তী অবস্থায় ছিলেন। -(তিরমিযী)

খাতামুন নাবীয়্যিন

হাদীস : ৫৩৮৮ ॥ হযরত এরবায় ইবনে সারিয়া (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালায় কাছে আমি তখন 'খাতামুন নাবীয়্যীন'রূপে লিপিবদ্ধ ছিলাম যখন আদম ছিলেন মাটির খামিরায়। আমি তোমাদের আরো বলেছি যে, আমার নবুয়্যতের প্রথম প্রকাশ হল হযরত ইবরাহীম (আ)-এর দোয়া এবং হযরত ইসা (আ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী, আর আমার মায়ের প্রত্যক্ষ স্বপ্ন, যা তিনি আমাকে প্রসবকালে দেখেছিলেন যে, তাঁর সুমনে একটি আলো উদ্ভাসিত হয়েছে, যার আলোতে তিনি সিরিয়ার রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত দেখতে পান। -(শরহে সুন্নাহ) ৫২২০-১১২০

সকল নবীই রাসূল (স)-এর পতাকার নিচে থাকবেন

হাদীস : ৫৩৮৯ ॥ হযরত আবু সাঈদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামতের দিন আমিই হব আদামের সন্তানদের সরদার বা নেতা, এটা গর্ব নয়। আর সেদিন আমার হাতেই থাকবে 'মাকামে হামদের পতাকা' এতেও গর্ব নয়। সেদিন আদম (আ)-সহ সকল নবীগণ আমার পতাকার নিচে এসে সমবেত হবেন। আর সবার আগে আমি করব ফেটে উখিত হব এতেও গর্ব নয়। -(তিরমিযী)

আল্লাহর রাসূল সবচেয়ে সম্মানিত হবেন

হাদীস : ৫৩৯০ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, একদা রাসূল (স)-এর কতিপয় সাহাবী এক স্থানে বসে কথাবার্তা বলছিলেন। এ সময় রাসূল (স) সেদিকে বের হলেন এবং তাদের কাছে পৌঁছে তাদের কথাবার্তা ও আলোচনাগুলো শুনলেন। তাদের একজন বললেন, আল্লাহ তায়ালা হযরত ইবরাহীমকে খলীল বানিয়েছেন। আরেকজন বললেন, হযরত মূসা (কালীমুল্লাহ) ছিলেন এমন, আল্লাহ তায়ালা তাঁর সাথে সরাসরি কথা বলেছেন। অপর একজন বললেন, হযরত ইসা ছিলেন কালেমাতুল্লাহ ও রুহুল্লাহ এবং আরেকজন বললেন, হযরত আদমকে আল্লাহ তায়ালা ছফীউল্লাহ বানিয়েছেন।

এ সময় রাসূল (স) তাদের সামনে উপস্থিত হয়ে বললেন, আমি তোমাদের কথাবার্তা এবং তোমরা যে বিষয় প্রকাশ করেছ তা শুনেছি। ইবরাহীম যে খলীলুল্লাহ ছিলেন এটা ঠিকই। মূসা যে সরাসরি আল্লাহর সাথে কথাবার্তা বলেছেন এটাও সত্য কথা। ইসা যে রুহুল্লাহ ও কালেমাতুল্লাহ ছিলেন এটাও প্রকৃত কথা এবং আদম যে আল্লাহর মনোনীত, মর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন, এটাও সম্পূর্ণ বাস্তব। তবে জেনে রেখ, আমি হলাম, 'আল্লাহর হাবীব' এতে মর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন, এটাও সম্পূর্ণ বাস্তব। তবে জেনে রেখ, আমি হলাম, 'আল্লাহর হাবীব' এতে গর্ব নয় এবং কিয়ামতের দিন আমিই হামদের ঋণী উত্তোলন ও বহনকারী হব, আদম ও অন্যান্য নবীগণ উক্ত ঋণের নিচেই থাকবেন, এতে গর্ব নয়। কিয়ামতের দিন আমিই হব সর্বপ্রথম সাক্ষাৎকারী এবং সর্বপ্রথম আমার সুপারিশই কবুল করা হবে, এতে গর্ব নয়। আমিই সর্বপ্রথম জান্নাতের দরওয়াজার কড়া নাড়া দেব। তখন আল্লাহ তায়ালা আমার জন্য তা খুলে দিবেন এবং আমাকে এতে প্রবেশ করাবেন। আর আমার সাথে থাকবে গরীব ইমামদারগণ, এতে গর্ব নয়। পরিশেষে কথা হল, আর আমিই আগের ও পরের সবার চেয়ে সম্মানিত, এটাও গর্ব নয়। - তিরমিযী ও দারেমী) ১৬X! %&%

সকল মুসলমান কখনো পথভ্রান্ত হবে না

হাদীস : ৫৩৯১ ॥ হযরত আমর ইবনে কায়স (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, আমরা সবার শেষে এসেছি, কিন্তু কিয়ামতের দিন আমরা সবার আগে থাকব। আজ আমি তোমাদের বিশেষ একটি কথা বলব, তবে এতে আমার কোন অহংকার নেই। ইবরাহীম আল্লাহর বন্ধু, মূসা আল্লাহর মনোনীত এবং আমি হলাম আল্লাহর হাবীব। কিয়ামতের দিন হামদের ঋণী আমার সাথেই থাকবে। আল্লাহ আমার উম্মতের বিষয়ে আমার সঙ্গে ওয়াদা করেছেন এবং তিনি তাদেরকে তিনটি বিষয় থেকে নিরাপত্তা দিয়েছেন। ১. ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দ্বারা তাদেরকে ধ্বংস করবে না। ২. শত্রুরা তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করতে পারবে না। এবং ৩. বিশ্বের সকল মুসলমানদের পথভ্রষ্টতা বা গোমরাহীর ওপরে একত্রিত করবেন না। -(দারেমী) ৫২২০-১১২০

রাসূল (স) হবেন নবীদের অগ্রগামী

হাদীস : ৫৩৯২ ॥ হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, (কিয়ামতের মাঠে অথবা বেহেশতে) আমি হব সকল নবীদের পরিচালক বা অগ্রগামী। এটা আমি অহংকার হিসেবে বলেছি না। আমি ইসলাম নবী আগমনের

সিলসিলা সমাপ্তকারী, এতে আমার কোন গর্ব নেই। আর সর্বপ্রথম আমিই হব শাফা'আতকারী এবং সর্বপ্রথম আমার সুপারিশই কবুল করা হবে। এতে আমার কোনো অহংকার নেই। -(দারেমী)

রাসূল (স)-হবেন সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ব্যক্তি

হাদীস : ৫৩৯৩ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামতের দিন যখন মানুষদেরকে কবর থেকে তোলা হবে, তখন আমিই সর্বপ্রথম কবর থেকে বের হয়ে আসব। আর যখন লোকেরা দলবদ্ধ হয়ে আল্লাহ পাকের দরবারে উপস্থিত হওয়ার জন্য রওয়ানা হবে, তখন আমিই হব তাদের অগ্রগামী ও প্রতিনিধি, আর আমিই হব তাদের মুখপাত্র, যখন তারা নীরব থাকবে। আর যখন তারা আটক হয়ে পড়বে, তখন আমি হব তাদের সুপারিশকারী। আর যখন তার হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়বে, তখন আমি তাদেরকে সুসংবাদ প্রদান করব। মর্যাদা এবং কল্যাণের চাবিসমূহ সেদিন আমার হাতে থাকবে। আল্লাহর প্রশংসার ঝাঞ্জা সেদিন আমার হাতেই থাকবে। আমার প্রভুর কাছে আদমের সন্তানদের মধ্যে আমিই সবচেয়ে অধিক মর্যাদাবান ও সম্মানী ব্যক্তি হব। সেদিন হাজারখানেক খাদেম আমার চারপাশে ঘোরাফেরা করবে। যেন তারা সুরক্ষিত ডিম কিংবা রিক্তি মুক্ত।

হাফেজ-১২২৪

-(তিরমিযী ও দারেমী, তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি গরীব।)

রাসূল আরশে এলাহীর ডান পাশে থাকবেন

হাদীস : ৫৩৯৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, আমাকে বেহেশতের পোশাকের একটি পোশাক পরিধান করানো হবে। তারপর আমি আরশে এলাহীর ডান পাশে গিয়ে দাঁড়াব। অথচ আমি ছাড়া আল্লাহর সৃষ্ট মাখলুকের অন্য কেউ উক্ত স্থানে দাঁড়াতে পারবে না। -(তিরমিযী)

হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে 'জামেউল উসুল' গ্রন্থে অপর একটি বর্ণনায় আছে, আমি সর্বপ্রথম ব্যক্তি, যার কবর খুলে যাবে এবং আমাকে সর্বপ্রথম কাপড় পরিধান করানো হবে।

হাফেজ-১২২৫

বেহেশতের সর্বোচ্চ স্থান রাসূল (স)-এর

হাদীস : ৫৩৯৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা আল্লাহর কাছে উসিলা কামনা কর। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! উসিলা কি? তিনি বললেন; তা বেহেশতের সর্বোচ্চ মর্যাদার একটি বিশেষ স্থান, যা কেবলমাত্র এক ব্যক্তিই লাভ করবে। সুতরাং আশা করি আমিই হব সেই ব্যক্তি। -(তিরমিযী)

রাসূল (স) হবেন নবীদের ইমাম

হাদীস : ৫৩৯৬ ॥ হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামতের দিন আমিই হব নবীদের ইমাম ও মুখপাত্র এবং তাদের শাফা'আতের অধিকারী। এতে আমার কোন অহংকার নেই। -(তিরমিযী)।

ইবরাহীম (আ) আল্লাহর বন্ধু

হাদীস : ৫৩৯৭ ॥ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, প্রত্যেক নবীরই নবীদের মধ্যে থেকে একজন বন্ধু আছেন। আর আমার বন্ধু হল আমার পিতা এবং আমার প্রভুর খলীল (হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ)। তারপর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করলেন; 'আব্রাহীম ইবরাহীম (আ)-এর নিকটতম ব্যক্তি, যারা তাঁর আনুগত্য করেছে। আর এ নবী (হযরত মুহাম্মদ (স) এবং যারা ইমান গ্রহণ করেছে; আর আল্লাহ তায়ালা হল মুসলমানদের বন্ধু।

-(তিরমিযী)।

রাসূল (স) উত্তম কার্যাবলীর পরিপূরক

হাদীস : ৫৩৯৮ ॥ হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যাবতীয় উত্তম চরিত্র ও উত্তম কার্যাবলী পরিপূর্ণ করার জন্যই আল্লাহ তায়ালা আমাকে প্রেরণ করেছেন। -(শরহে সুন্নাহ)

হাফেজ-১২২৬

রাসূল (স) আল্লাহর সর্বোৎকৃষ্ট বান্দা

হাদীস : ৫৩৯৯ ॥ হযরত কা'বে (আহবার (রা) তাওরাতের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন, আমরা তাতে লিখিত পেয়েছি যে, মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল, তিনি আমার সর্বোৎকৃষ্ট বান্দা, তিনি দুশত্রির বা বদ-মেজাজ এবং রূড়াধী নন, বাজারে হৈ-হুল্লাকারীও নন। মন্দের প্রতিশোধ মন্দের দ্বারা গ্রহণ করেন, না; বরং মাফ করে দেন আর ক্ষমা করে দেন। তাঁর জন্মস্থান মক্কা এবং হিজরত করবেন মদীনা তাইয়েবায়। সিরিয়াও তাঁর আধিপত্যে আসবে। তাঁর উম্মত হবে খুব বেশি প্রশংসাকারী তথা সুখে-দুঃখে ও আরামে-ব্যারামে সর্বাবস্থায় আল্লাহর গুণগান করবে এবং প্রত্যেক অবস্থান স্থলে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। সউচ্চ জায়গায় আরোহণকালে তারা আল্লাহর তকবীর উচ্চারণ করবে। সূর্যের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখবে, যখনই নামাযের সময় হবে তখনই নামায আদায় করবে। তারা মরীচের মধ্যস্থলে (কোমরে)

ইয়ার বাঁধবে। শরীরের পাশ (হাত-পা ইত্যাদি) ধুয়ে অথু করবে। তাদের ঘোষণাকারী উচ্চ স্থানে দাঁড়িয়ে ঘোষণা (আযান) দেবে। জিহাদে তাদের সারি এবং নামাযেও তাদের সারি হবে একইভাবে। রাতের বেলায় তাদের গুনগুন শব্দ উদ্ভাসিত হবে মোমাহির গুনগুণের মত। - (মাসাবীহ দারেমীও এটা কিষ্টিত শাব্বিক পরিবর্তনসহ বর্ণনা করেছেন।)

ফাইফ - ১১২৭

তাহরাতের রাসূল (স)-এর গুণাবলি লিপিবদ্ধ আছে

হাদীস : ৫৪০০ ॥ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) বলেন, তাহরাত কিভাবে হযরত মুহাম্মদ (স)-এর গুণাবলি লিপিবদ্ধ রয়েছে এবং তাতে এটাও রয়েছে যে, হযরত ইসা ইবনে মারইয়াম (আ)-কে তাঁর সাথে (হযরত আরেশা (রা)-এর হরায়) দাফন করা হবে। আবু মওদুদ (র.) বলেন, হযরত আয়েশার হজরায় আজও (তাঁর দাফনের জন্য) একটি কবরের জায়গা বাকী রয়েছে। - (তিরমিযী) ফাইফ - ১১২৮

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স)-এর মর্যাদা সকল নবী ও ফেরেশতাদের উপরে

হাদীস : ৫৪০১ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আল্লাহ তায়ালা সকল নবীগণের ও সকল ফেরেশতাদের উপরে মুহাম্মদ (স)-কে মর্যাদা দান করেছেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করলেন, হে আবু আব্বাস! আল্লাহ ফেরেশতাদের উপরে কিভাবে তাঁকে ফযীলত দিয়েছেন? ইবনে আব্বাস বললেন, আল্লাহ তায়ালা আকাশবাসীকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন তাদের যে কে এটা বলবে যে, আল্লাহ ছাড়া আমি ইলাহ বা মা'বুদ, আমি তাকে জাহান্নামের শাস্তি প্রদান করব। আর আমি যালিমদেরকে অনুরূপ শাস্তি প্রদান করে থাকি।" আর আল্লাহ পাক মুহাম্মদ (স)-কে লক্ষ্য করে বলেছেন : নিশ্চয় আমি আপনার জন্য বরকত ও কল্যাণের দ্বারসমূহ উন্মুক্ত করে দিয়েছি। এটা এই জন্য যে, আল্লাহ তায়ালা আপনার আগের ও পরের সব গোনাহ মাফ করে দেন। লোকেরা জিজ্ঞেস করলেন, নবীদের ওপরে কিভাবে তাঁকে দেয়া হয়েছে? জবাবে ইবনে আব্বাস বললেন, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন : আমি যখনই কোন নবী প্রেরণ করেছি, তাঁকে আপন সম্প্রদায়ের ভাষা দিয়েই পাঠিয়েছি যেন তিনি তাদেরকে আল্লাহর বিধান প্রকাশ করতে পারেন। তারপর আল্লাহ যাকে চান গোমরাহ করেন। আর আল্লাহ তায়ালা রাসূল (স) সম্পর্কে বলেছেন : হে নবী মুহাম্মদ! "আমি আপনাকে গোটা মানুষ সমাজের জন্য রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছি।" সুতরাং আল্লাহ তায়ালা তাঁকে জ্বিন ও ইনসান উভয় সম্প্রদায়ের কাছেই পাঠিয়েছেন।

রাসূল (স) ওজনেনে সবার চেয়ে ভারি হবেন

হাদীস : ৫৪০২ ॥ হযরত আবু যর গিফারী (রা) বলেন, একদা আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কিভাবে জানতে পারলেন যে, আপনি নবী, এমনকি আপনি এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করলেন? তিনি বললেন, হে আবু যর! একদা আমি মক্কার বাতহা উপত্যকায় ছিলাম। এ সময় দুজন ফেরেশতা আমার কাছে এলেন। তাদের একজন মাটিতে নেমে এলেন এবং অপরজন আসমান ও যমীনের মাঝখানে রইলেন। তারপর তাদের একজন অপরজনকে বললেন, ইনি কি তিনিই? অপরজন উত্তর দিলেন; হাঁ। তখন প্রথমজন বললেন, আচ্ছা, তাঁকে এক ব্যক্তির সাথে ওজন করা যাক। সুতরাং আমাকে এক ব্যক্তির সাথে ওজন করা হল। তখন আমি ঐ ব্যক্তির চেয়ে ভারি হয়ে গেলাম। তারপর বললেন, এবার তাঁকে দশ ব্যক্তির সাথে ওজন করা যাক। সুতরাং আমাকে দশ ব্যক্তির সাথে ওজন করা হল। এবারও আমি তাদের ওপর ভারী হয়ে গেলাম। তারপর বললেন, আচ্ছা, এবার তাঁকে একশতজনের সাথে ওজন করা হোক। সুতরাং আমাকে তাদের সাথে ওজন করা হল। এইবারও আমি তাদের ওপর ভারি হয়ে গেলাম। তারপর বললেন, আচ্ছা, এবার তাঁকে এক হাজার জনের সাথে ওজন করো। সুতরাং আমাকে তাদের সাথে ওজন করা হল। এবারও আমি তাদের ওপর ভারি হয়ে গেলাম। হযুর (স) বলেন, আমার মনে হচ্ছে আমি যেন এখনও তাদেরকে দেখছি। তাদের পাল্লা হালকা হয়ে এমনভাবে ওপরে উঠে গিয়েছে যে, আমার আশংকা হল, তারা যেন আমার ওপরে ছিটকিয়ে পড়বে। হযুর (স) বলেন, তখন তাদের একজন অপরজনকে বললেন, যদি তুমি তাঁর সকল উন্নতের সাথেও ওজন কর, তখন তাঁর পাল্লা ভারি হয়ে যাবে। - (হাদীস দুটি দারেমী বর্ণনা করেছেন।) ফাইফ - ১১২৯

রাসূল (স)-এর উপর কুরবানি ফরয রা হয়েছে

হাদীস : ৫৪০৩ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমার উপরে কুরবানী ফরয করা হয়েছে; আর তোমাদের উপর ফরয করা হয়নি এবং আমাকে চাশতের নামাযের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, আর তোমাদের এর নির্দেশ দেয়া হয়নি। - (দারা কুতনী) ফাইফ - ১১৩০

উনবিংশ অধ্যায়

রাসূল (স)-এর নামের গুণাবলী

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূল (স)-এর পরে আর নবী নেই

হাদীস : ৫৪০৪ ॥ হযরত জুহাইর ইবনে মুতয়িম (রা) বলেছেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, আমার অনেকগুলো নাম রয়েছে। আমি মুহাম্মদ, আমি আহমদ, আমি মাহী। আল্লাহ্ তায়ালা আমার দ্বারা কুফরকে নিশ্চিহ্ন করবেন। আমি আল্ হাশের, (কিয়ামতের দিন) মানুষ জাতিতে আমার পেছনে সমবেত করা হুজ্ব। আর আমিই হলাম আল্ আকেব এবং 'আকেব' এই ব্যক্তি, যার পরে আর কোনো নবী নেই। -(বোখারী ও মুসলিম)

সবাই রাসূল (স)-এর পরে থাকবে

হাদীস : ৫৪০৫ ॥ হযরত আবু মুসা আশআরী (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাদের কাছে তাঁর নিজের নামসমূহ বর্ণনা করতেন। তখন তিনি বললেন, আমি মুহাম্মদ, আহমদ, মুকাফফী (সবার পরে আগমনকারী), হাশেরে সমবেতকারী এবং আমি নবীয়ে রহমত। -(মুসলিম)

রাসূল (স) মহাপ্রশংসিত

হাদীস : ৫৪০৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) সাহাবীগণকে বললেন, এতেও কি তোমরা বিস্মিত হচ্ছ না যে, আল্লাহ তায়ালা কিভাবে কুরাইশদের গাল-মন্দ ও অভিসম্পাতকে আমার ওপর থেকে সরিয়ে দিয়েছেন? তারা 'মুযান্নাম' নামে গাল-মন্দ করে এবং 'মুযান্নাম' কে অভিসম্পাত দেয়। অথচ আমি মহা প্রশংসিত মুযান্নাম নই। -(বোখারী)

রাসূল (স)-এর চেহারা ছিল অত্যন্ত ধারালো

হাদীস : ৫৪০৭ ॥ হযরত জাবির ইবনে সামুরা (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর মাথার এবং দাড়ির অধ্বভাগে সামান্য কিছু শুভ্রতা দেখা দিয়েছিল। যখন তিনি তাতে তেল লাগাতেন তখন তা প্রকাশ পেত না। আর যখন কেশরাজি বিক্ষিপ্ত হত, তখন তা প্রকাশ পেত। তাঁর দাড়ি ছিল খুব বেশি। তখন এক ব্যক্তি বলল, রাসূল (স)-এর মুখমণ্ডল ছিল তলোয়ারের মত। তিনি বললেন, না; বরং তা ছিল সূর্য ও চন্দ্রের মত এবং তাঁর বেহারা ছিল গোলগাল। আর আমি তাঁর কাঁধের কাছে কবুতরের ডিমের মত মোহরে নবুয়্যতও দেখতে পেয়েছি, তার বর্ণ ছিলো তার গায়ের রঙের সদৃশ।

-(মুসলিম)

মোহরে নবুয়্যত

হাদীস : ৫৪০৮ ॥ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সারজাস (রা) বলেন, একদা আমি রাসূল (স)-কে দেখেছি এবং আমি তাঁর সাথে রুটি ও গোস্বত খেয়েছি অথবা বললেন, আমি 'সারীদ' খেয়েছি। তারপর আমি তাঁর পেছনে গিয়ে ঘোরাফেরা করতে লাগলাম। তখন তাঁর উভয় কাঁধের মধ্যস্থলে বাম কাঁধের উপরিভাগে মুষ্টির মত গোলাকার মোহরে নবুয়্যত দেখলাম। তার ওপরে মাস্-এর মত অনেকগুলো তিল ছিল। -(মুসলিম)।

রাসূল (স)-এর মোহরে নবুয়্যত দেখা গেল

হাদীস : ৫৪০৯ ॥ হযরত উম্মে খালেদ বিনতে খালেদ ইবনে সাঈদ (রা) বলেন, একদা রাসূল (স)-এর কাছে কিছু কাপড় আনা হল। এর মধ্যে কাল বর্ণের একটি ছোট পশমী চাদরও ছিল। তখন তিনি বললেন, উম্মে খালেদকে আমার কাছে নিয়ে আস। সুতরাং তাকে বহন করে আনা হল। রাসূল (স) চাদরখানা নিজের হাতে নিলেন এবং তাকে পরিয়ে দিলেন এবং বললেন, এটা পুরাতন ও নিকৃষ্ট হওয়া পর্যন্ত পরিধান কর। আবার পুরাতন ও নিকৃষ্ট হওয়া পর্যন্ত পরিধান কর অর্থাৎ, আল্লাহ যেন তোমাকে দীর্ঘায়ু করেন। চাদরটিতে সবুজ কিংবা হলুদ রংয়ের নকশী ছিল। তারপর তিনি বললেন; হে উম্মে খালেদ! এটা (কতই না) সুন্দর! হাবশী ভাষায় 'সানাহ্' শব্দ সুন্দরের জন্য ব্যবহার হয়। উম্মে খালেদ বলেন, এরপর আমি রাসূল (স)-এর মোহরে নবুয়্যত স্পর্শ করে খেলতে লাগলাম। তখন আমার পিতা আমাকে ধমক দিলেন। তখন রাসূল (স) (আমার পিতাকে) বললেন, তাকে তাকে ছেড়ে দাও। অর্থাৎ তাকে এরূপ করতে দাও। -(বোখারী)

রাসূল (স)-এর চেহারা ছিল অত্যন্ত সুন্দর

হাদীস : ৫৪১০ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেছেন, রাসূল (স) অতিরিক্ত লম্বাও ছিলেন না এবং খাটও ছিলেন না। তিনি ধবধবে সাদাও ছিলেন না, আবার শ্যাম বর্ণও ছিলেন না। তাঁর মাথার চুল খুব বেশি কৌকড়ানো ছিল না এবং সোজাও ছিল না। চল্লিশবছর বয়সে আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে নবুয়্যত দান করেছেন। তারপর তিনি মক্কায় দশ বছর এবং মদীনায় দশবছর অবস্থান করেন। আর আল্লাহ্ তায়ালা তাঁকে ষাট বছর বয়সে ওফাত দান করেন। অথচ তখন তাঁর মাথার চুল ও দাড়িতে বিশটি চুলও সাদা হয়নি। অপর এক রেওয়ায়েতে হযরত আনাস (রা) রাসূল (স)-এর আকৃতির বর্ণনায় বলেছেন, তিনি লোকদের মাঝে মধ্যম ছিলেন। লম্বাও ছিলেন না এবং খাটও ছিলেন না। তাঁর গায়ের রং ছিল উজ্জ্বল। বর্ণনাকারী আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর মাথার চুল উভয় কানের মধ্যবর্তী স্থান পর্যন্ত পৌছত। অপর এক বর্ণনায় আছে-কেশরাজি উভয় কানের এবং কাঁধের মাঝামাঝিতে ছিল। -(বোখারী ও মুসলিম)

বোখারীর অপর এক রেওয়ায়েতে আছে হযরত আনাস (রা) বলেছেন, রাসূল (স)-এর মাথা ছিল বড় এবং উভয় পায়ের পাতা ছিল মাংসে পরিপূর্ণ। আমি তাঁর পূর্বে এবং পরে অনুরূপ আকৃতির আর কাউকেও দেখিনি। আর তাঁর উভয় হাতের তালু ছিল প্রশস্ত। অপর এক রেওয়ায়েতে হযরত আনাস (রা) বলেছেন, রাসূল (স)-এর উভয় পা এবং উভয় হাত ছিল মাংসে পরিপূর্ণ।

রাসূল (স) মধ্যম গড়নের ছিলেন

হাদীস : ৫৪১১ ॥ হযরত বারা (রা) বলেন, রাসূল (স) মধ্যম গড়নের ছিলেন। তাঁর উভয় কাঁধের মধ্যবর্তী স্থান বেশ প্রশস্ত ছিল। তাঁর মাথার চুল তাঁর দুই কানের লতি পর্যন্ত পৌছত। আমি তাঁকে লাল (ডোরাকাটা) পোশাক পরিহিত অবস্থায় দেখেছি। আমি তাঁর চাইতে অধিক সুন্দর আর কাউকেও কখনো দেখিনি। - বোখারী ও মুসলিম। তার মুসলিমের রেওয়ায়েতে আছে, হযরত বারা (রা) বলেছেন, বাবর চুলবিশিষ্ট লাল (ডোরাকাটা) পোশাকে রাসূল (স) অপেক্ষা সুন্দর আর কাউকেও আমি দেখতে পাইনি। তাঁর মাথার চুল কাঁধ স্পর্শ করত এবং তাঁর দু কাঁধের মধ্যবর্তী স্থানটি ছিল বেশ প্রশস্ত। তিনি লম্বাও ছিলেন না, আবার খাটও ছিলেন না।

মানহুমুল আকেবাইন

হাদীস : ৫৪১২ ॥ হযরত সেমাক ইবনে হরব হযরত জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণনা করে বলেন, রাসূল (স) 'যালীউল্ ফাম্, আশ্কাবুর আঈন ও মানহুমুল আকেবাইন' বিশিষ্ট ছিলেন। পরে হযরত সেমাককে এ শব্দগুলোর অর্থ কি জিজ্ঞেস করা হলে, তিনি বললেন, প্রশস্ত মুখ, চক্ষুর পুতুলি ঘোর কাল ও বড় এবং পায়ের গোঁড়ালিতে স্বল্প মাংস। -(মুসলিম)

রাসূল (স) অত্যন্ত লাভণ্যময়ী ছিলেন

হাদীস : ৫৪১৩ ॥ হযরত সাবেত বলেন, একদা হযরত আনাস (রা)-কে দেখেছি। তিনি ছিলেন গৌর বর্ণের লাভণ্যময় এবং তিনি ছিলেন মধ্যম গড়নের। অর্থাৎ প্রত্যেকটির মধ্যে পরস্পর সামঞ্জস্য ছিল। -(মুসলিম)

রাসূল (স)-এর চুল-দাড়ি খুব বেশি পাকেনি

হাদীস : ৫৪১৪ ॥ হযরত সাবেত বলেন, একদা হযরত আনাস (রা)-কে রাসূল (স)-এর খেযাব লাগান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। জবাবে তিনি বললেন, তাঁর চুল এমন সাদা হয়নি যে, তাতে খেযাব লাগাতে হবে। যদি আমি তাঁর সাদা দাড়িগুলো গুনে দেখতে চাইতাম, তবে অনায়াসে গুনতে পারতাম। অপর এক রেওয়ায়েতে আছে- আমি তাঁর মাথার সাদা চুলগুলো গুনে দেখতে চাইলে অনায়াসে গুনতে পারতাম। -(বোখারী ও মুসলিম)

আর মুসলিমের এক রেওয়ায়েতে আছে, হযরত আনাস (রা) বলেছেন, রাসূল (স)-এর ঠোঁটের নিচের পশমে চোখ ও কানের মধ্যবর্তী পশ্চিমে গুঁতলা ছিল এবং মাথার মধ্যেও কয়েকটি চুল সাদা হয়েছিল।

রাসূল (স)-এর ঘাম ছিল মুক্তার মত

হাদীস : ৫৪১৫ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) গৌরবর্ণের ছিলেন। তাঁর ঘাম ছিল মুক্তার মত। হাঁটার সময় তিনি সামনের দিকে কিছুটা ঝুঁকিয়ে চলতেন এবং আমি রাসূল (স)-এর হাতে তালু অপেক্ষা অধিকতর কোমর কোন রেশম কিংবা কোন গরদ স্পর্শ করিনি। আর রাসূল (স)-এর শরীরের সুগন্ধ অপেক্ষা অধিকতর সুগন্ধ কতুরী কিংবা মেশকে আদর আমি কখনো শুনিনি। -(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স)-এর ঘাম ছিল অত্যন্ত সুগন্ধিযুক্ত

হাদীস : ৫৪১৬ ॥ হযরত উম্মে সুলাইম (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) প্রায়ই তাদের সেখানে আসতেন এবং দিনে সেখানে বিশ্রাম করতেন। তখন উম্মে সুলাইম তাঁর জন্য একটি চামড়ার ফরাশ বিছিয়ে দিতেন এবং রাসূল (স) তাতেই

বিশ্রাম করতেন। রাসূল (স)-এর শরীর মোবারক থেকে অত্যধিক ঘাম বের হত। আর উম্মে সুলাইম তাঁর ঘর্মগুলো একত্রিত করে আতর বা সুগন্ধির মধ্যে মিলিয়ে রাখতেন। তখন রাসূল (স) জিজ্ঞেস করলেন, হে উম্মে সুলাইম! তুমি এটা কি করছ? তিনি বললেন, এটা আপনার শরীরের ঘাম। একে আমরা আমাদের সুগন্ধির সাথে মিশ্রিত করব। বস্ত্রত এটা সর্বোত্তম সুগন্ধি। অপর এক বর্ণনায় আছে, উম্মে সুলাইম বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এতে আমরা আমাদের বাচ্চাদের জন্য বরকতের আশা করি। তখন হুযুর (স) বললেন, তুমি ঠিকই করেছ। -(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স) শিশুদের বড়ই ভালবাসতেন

হাদীস : ৫৪১৭ ॥ হযরত জাবির ইবনে সামুরা (রা) বলেন, একদা আমি রাসূল (স)-এর সাথে যোহরের নামায আদায় করলাম। তারপর তিনি ঘরে যাওয়ার উদ্দেশ্যে মসজিদ থেকে বের হলেন এবং আমিও তাঁর সাথে বের হলাম। এ সময় কতিপয় শিশু তাঁর সামনে এসে উপস্থিত হল। তখন তিনি এক একটি করে প্রতিটি শিশুর গালে হাত ফিরিয়ে দিলেন। অবশেষে আমার উভয় গালেও হাত ফিরালেন, তখন আমি তাঁর হাতের শীলতা ও সুগন্ধি অনুভব করলাম। তাঁর হাতখানা এমন সুগন্ধময় ছিল যে, যেন তাকে কোন আতরের ডিব্বা থেকে বের করে এনেছে। -(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) ছিলেন মধ্যমাকৃতির

হাদীস : ৫৪১৮ ॥ হযরত আলী ইবনে আবু তালেব (রা) বলেন, রাসূল (স) লম্বাও ছিলেন না এবং খাটোও ছিলেন না। তাঁর মাথা ছিল বড় এবং দাঁড়ি ছিল ঘন। দু'হাত এবং উভয় পায়ে তালু ছিল পুরু। তাঁর গায়ের রং ছিল লাল-মিশ্রিত। হাড়ের জোড়াসমূহ ছিল মোটা মোটা। বক্ষের উপরে নাভি পর্যন্ত পশমের সরু একটি রেখা ছিল। চলায় সময় সম্মুখের দিকে ঝুকিয়ে চলতেন, যেন তিনি কোন উচ্চস্থান থেকে নিচের দিকে নামছেন। মোটকথা, রাসূল (স)-এর আগে বা পরে তাঁর মত (সগঠন ও সন্দর) কোন মানুষকে আমি দেখতে পাইনি। -(তিরমিযী। তিনি বলেছেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ।)

রাসূল (স) ছিলেন মধ্যম গড়নের

হাদীস : ৫৪১৯ ॥ হযরত আলী (রা) বর্ণিত, তিনি যখন রাসূল (স)-এর আকৃতির বর্ণনা দিতেন, তখন বলতেন, তিনি অত্যধিক লম্বাও ছিলেন না এবং একেবারে খাটোও ছিলেন না; বরং তিনি ছিলেন লোকদের মধ্যে মধ্যম গড়নের। তাঁর মাথার চুল একেবারে কোঁকড়ান ছিল না এবং সম্পূর্ণ সোজাও ছিল না; বরং মধ্যম ধরনের কোঁকড়ান ছিল। তিনি অতি স্থূলদেহী ছিলেন এবং তাঁর চেহারা একেবারে গোল ছিল না; বরং লম্বাটে গোল ছিল। গায়ের রং ছিল লাল-সাদা সংমিশ্রিত। চক্ষুর বর্ণ ছিল কাল এবং পলক ছিল লম্বা লম্বা। হাড়ের জোড়াগুলো ছিল মোটা। গোটা শরীর ছিল পশমহীন, অবশ্য পশমের চিকন একটি রেখা বক্ষ থেকে নাভি পর্যন্ত লম্বা ছিল। হৃদয় ও পদদ্বয়ের তালু ছিল মাংসে পরিপূর্ণ। যখন তিনি হাঁটতেন তখন পা পুরোভাবে ওঠিয়ে যমীনে রাখতেন, যেন তিনি কোন উঁচু স্থান থেকে নিচের দিকে নামছেন। যখন তিনি কোন দিকে তাকাতেন তখন ঘাড় পূর্ণ ফিরিয়ে তাকাতেন। তাঁর উভয় কাঁধের মাঝখানে ছিল মোহরে নবুয়্যত। বস্ত্রত তিনি ছিলেন 'ঋতেমুন নাবিয়্যীন'। তিনি ছিলেন মানুষের মধ্যে আন্তরিকভাবে অধিক দাতা, সর্বাপেক্ষা সত্যভাষী। তিনি ছিলেন সর্বাপেক্ষা কোমল স্বভাবের এবং বংশের দিক দিয়ে ছিলেন সম্ভ্রান্ত। যে ব্যক্তি তাঁকে হঠাৎ দেখত, সে ভয় পেত। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি পরিচিত হয়ে তাঁর সাথে মেলামেশা করত, সে তাঁকে অতি ভালবাসত। রাসূল (স)-এর গুণাবলী বর্ণনাকারী এ কথা বলতে বাধ্য হন যে, আমি তাঁর আগে ও পরে তাঁর মত (স) কাউকে কখনো দেখিনি।

হাদীস — ২২৬০

-(তিরমিযী)

রাসূল (স) চললে বুঝা যেত

হাদীস : ৫৪২০ ॥ হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) যেই রাস্তা দিয়ে চলে যেতেন, পরে কেউ সেই পথে গেলে সে অনায়াসে বুঝতে পারত যে, রাসূল (স) উক্ত পথে গমন করেছেন। আর তা তাঁর গায়ের সুগন্ধির কারণে অথবা (রাবী বলেছেন) তাঁর ঘামের ঘ্রাণের কারণে। -(দারেমী)

রাসূল (স) সূর্যের ন্যায় আলোকিত ছিলেন

হাদীস : ৫৪২১ ॥ হযরত আবু উবায়দা ইবনে মুহম্মদ ইবনে আশ্মার ইবনে ইয়াসির (রা) বলেন, আমি রুবাযিয়' বিনতে মু'আবিয ইবনে আফরা (রা)-কে বললাম, আমাদের রাসূল (স)-এর আকৃতি সম্পর্কে কিছু বলুন। তখন তিনি বললেন, হে ছেলে! যদি তুমি তাঁকে দেখতে, তাহলে তোমার এমনই ধারণা হত যে, সূর্য উদিত হয়েছে। -(দারেমী)

রাসূল (স) উচ্চঃস্বরে হাসতেন না

হাদীস : ৫৪২২ ॥ হযরত জাবির ইবনে সামুরা (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর পায়ের উভয় গোড়ালী হালকা-পাতলা। তিনি মৃদু হাসি ছাড়া খিল খিল করে উচ্চঃস্বরে হাসতেন না। আর আমি যখনই তাঁর দিকে তাকাতাম, তখন আমি মনে মনে বলতাম, তিনি চাক্ষুসে সুরমা লাগিয়েছেন। অথচ তখন তিনি সুরমা ব্যবহার করেননি। -(তিরমিযী)

রাসূল (স) লাল বর্ণের পোশাক পরেছেন ৫৪২৩-২১৬৫

হাদীস : ৫৪২৩ ॥ হযরত জাবির ইবনে সামুরা (রা) বলেন, একদা আমি চাঁদনি রাতে রাসূল (স)-কে দেখলাম। তারপর একবার রাসূল (স)-এর দিকে তাকাতাম আর একবার চাঁদের দিকে। সে সময় তিনি লাল বর্ণের পোশাক পরিহিত অবস্থায় ছিলেন। তখন তাঁকে আমার কাছে চাঁদের চাইতে অধিকতর খুব সুরত মনে হল। -(তিরমিযী ও দারেমী)

৫৪২৪-২১৬৬ রাসূল (স)-এর চেয়ে সুন্দর ও দ্রুতগতি কেউ নেই

হাদীস : ৫৪২৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) থেকে সুন্দর কোন জিনিস আমি কখনো দেখতে পাইনি, মনে হত যেন সূর্য তাঁর মুখমণ্ডলের ভাসছে। আর রাসূল (স) অপেক্ষা চলার মধ্যে দ্রুতগতিসম্পন্ন কাউকেও আমি দেখিনি। তাঁর চলার সময় মনে হত যমীন যেন তাঁর জন্য সংকুচিত হয়ে আসত। আমরা তাঁর সাথে সাথে চলার জন্য আশ্রয় চেষ্টা করে চলতাম। অথচ তিনি স্বাভাবিক নিয়মে চলতেন। - (তিরমিযী) ৫৪২৫-২১৬৮

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইহুদী বালক সাক্ষ্য দিল তিনি নবী

হাদীস : ৫৪২৫ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, এক ইহুদী বালক রাসূল (স)-এর খেদমত করত। এক সময় সে অসুস্থ হয়ে পড়ল। তখন রাসূল (স) তার গুশ্ফার জন্য কাছে গেলেন, তখন তিনি তার পিতাকে তার মাথার কাছে বসে তাওরাত পাঠ করতে দেখলেন। তখন রাসূল (স) তাকে লক্ষ্য করে বললেন, ওহে ইহুদী! আমি তোমাকে সেই আল্লাহ পাকের কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, যিনি হযরত মুসা (আ)-এর ওপর তওরাত কিতাব নাযিল করেছেন। তুমি কি তওরাত কিতাবে আমার পরিচিতি, আমার গুণাবলী এবং আমার আবির্ভাব ইত্যাদি সম্পর্কে কিছু পেয়েছ? সে বলল, না। তখন বালকটি প্রতিবাদ করে বলল; হ্যাঁ, আছে, আল্লাহর কসম; ইয়া রাসূল্লাহ! নিশ্চয় আমরা তওরাত কিতাবে আপনার পরিচিতি, গুণাবলী ও আপনার আবির্ভাব ইত্যাদি সম্পর্কীয় বর্ণনা পেয়েছি। “আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন মা'বুদ নেই এবং নিশ্চয় আপনি আল্লাহর রাসূল।” তখন রাসূল (স) তাঁর সাথীদেরকে বললেন; এ লোকটিকে মাথার কাছ থেকে ওঠিয়ে দাও এবং তোমাদের নওমুসলিম ভাইটির যাবতীয় তত্ত্বাবধান তোমরাই কর। -(বায়হাকী দারয়েমুন নবুয়্যাত গ্রন্থে।)

রাসূল (স) আল্লাহর প্রেরিত রহমত

হাদীস : ৫৪২৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন : নিশ্চয় আমি আল্লাহ তায়ালার প্রেরিত রহমত। -(দারেমী আর বায়হাকী শোআবুল ইমান গ্রন্থে)

রাসূল (স)-এর দাঁত দিয়ে আলো বিচ্ছুরিত হত

হাদীস : ৫৪২৭ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর সামনের দাঁত দু'টির মাঝে কিছুটা ফাঁক ছিল। যখন তিনি কথাবার্তা বলতেন, তখন মনে হত উক্ত দাঁত দু'টির মধ্য দিয়ে যেন আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। -(দারেমী)

৫৪২৮-২১৬৭ হাসলে তাঁর চেহারা আলোকিত হয়ে ওঠত

হাদীস : ৫৪২৮ ॥ হযরত কা'ব ইবনে মালিক (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন কোন বিষয়ে আনন্দিত হতেন তখন তাঁর চেহারা মুবারক উজ্জ্বল হয়ে ওঠত। মনে হত যেন তাঁর মুখমণ্ডল চাঁদের টুকরা। এটা আমরা সবাই তা অনুভব করতে পারতাম। -(বোখারী ও মুসলিম)

বিংশ অধ্যায়

রাসূল্লাহ (স)-এর চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের প্রতি গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) সহিষ্ণু ও হৃদয়বান

হাদীস : ৫৪২৯ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, আমি একাধারে দশ বছর রাসূল (স)-এর খেদমত করেছি। কিন্তু তিনি কোন দিন উহু শব্দটি পর্যন্ত আমাকে বলেননি। এমনকি এ কাজটি কেন করেছ আর এটা কেন করনি? এমন কোথাও কোনদিন বলেননি। -(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স) চাইলে কখনো না বলেন নি

হাদীস : ৫৪৩০ ॥ হযরত জাবির (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর কাছে যখনই কোন জিনিস চাওয়া হয়েছে, তিনি কখনো 'না' বলেননি। -(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স) ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিলেন

হাদীস : ৫৪৩১ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূল (স)-এর কাছে এতোগুলো বকরি চাইল, দু'পাহাড়ের মধ্যবর্তী নিম্নভূমি ভর্তি হয়ে যায়। তখন তিনি তাকে সেই পরিমাণ বকরিই দিয়ে দিলেন। তারপর লোকটি আপন কওমের কাছে এসে বলল, হে আমার কওমের লোকসকল! তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর। কেননা, মুহাম্মদ (স) এত অধিক পরিমাণে দান করেন যে, তিনি অভাবকে ভয় করেন না -(মুসলিম)

রাসূল (স) কৃপণ স্বভাবের নন

হাদীস : ৫৪৩২ ॥ হযরত জুবাইর ইবনে মুতয়িম (রা) থেকে বর্ণিত, হোনাইন যুদ্ধ থেকে ফেরার সময় তিনি রাসূল (স)-এর সাথে সফর করছিলেন। এক সময় পথে কিছুসংখ্যক গ্রাম্য আরব বেদুঈন তাঁকে জড়িয়ে ধরল এবং তাদেরকে কিছু দেয়ার জন্য আবদার করতে থাকল। অবশেষে তারা তাঁকে একটি বাবলা গাছের নিচে যেতে বাধ্য করল। এমন কি তাঁর কাঁটার তাঁর চাদর আটকিয়ে গেল। তখন রাসূল (স) সেখানে দাঁড়িয়ে তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন তোমরা আমার চাদরখানা ছাড়িয়ে দাও। যদি এখন আমার কাছে এ কাঁটা-গাছগুলোর সমসংখ্যক উট ও দুধা থাকত, তাহলে আমি সেগুলো তোমাদের মধ্যে বণ্টন করে দিতাম। এরপর তোমরা বুঝতে পারতে যে, আমি কৃপণ স্বভাব নই, মিথ্যাবাদী নই এবং কাপুরুষও নই-(বোখারী)

রাসূল (স) ছিলেন সবচেয়ে উত্তম চরিত্রের মানুষ

হাদীস : ৫৪৩৩ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল ছিলেন সর্বাপেক্ষা উত্তম চরিত্রের মানুষ। একদা তিনি কোন এক কাজে আমাকে পাঠাতে চাইলেন। তখন আমি বললাম- আল্লাহর কসম! আমি যাব না কিন্তু আমার মনের মধ্যে আছে যে, রাসূল (স) যে কাজের জন্য আমাকে আদেশ করেছেন, অর্থাৎ সে কাজে অবশ্যই যাব। তারপর আমি বের হলাম এবং এমন কতিপয় বালকদের কাছে এসে পৌছলাম যারা বাজারের মধ্যে খেলাধুলা করছিল। এমন সময় হঠাৎ রাসূল (স) গিয়ে পেছন থেকে আমার ঘাড় চেপে ধরলেন। আনাস বলেন, আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তিনি হাসছেন। তখন তিনি স্নেহের সুরে বললেন, হে উনাইস! আমি তোমাকে যে কাজের জন্য আদেশ করেছিলাম সেখানে কি তুমি গিয়েছিলে? জবাবে আমি বললাম, ইয়া রাসূলান্নাহ! এই তো আমি এক্ষুণি যাচ্ছি। -(মুসলিম)

রাসূল (স) রোগে কিছু দিতে বললেন

হাদীস : ৫৪৩৪ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, একদা আমি রাসূল (স)-এর সাথে চলছিলাম। তাঁর গায়ে ছিল মোটা পাড়ের একটি নাজরানী চাদর। এমন সময় একজন গ্রাম্য বেদুঈন তাঁকে পেয়ে তাঁর চাদরটি ধরে জোরে টান দিল। টানের চোটে রাসূল (স) সে বেদুঈনের বক্ষের কাছে এসে পড়লেন। আনাস বলেন, আমি রাসূল (স)-এর কাঁধের প্রতি নজর করে দেখলাম, সে জোরে টানার ফলে তাঁর কাঁধের চাদরের ডোরার চাপ পড়ে গেছে। তারপর বেদুঈনটি বলল, হে মুহাম্মদ! আল্লাহ্ তায়ালার যে সব মালামাল তোমার কাছে আছে, তা থেকে আমাকে কিছু দেয়ার নির্দেশ দাও। এ সময় রাসূল (স) তার দিকে ফিরে তাকালেন এবং হেসে ফেললেন। তারপর তাকে কিছু দেয়ার নির্দেশ দান করলেন।

-(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স) ছিলেন সবচেয়ে সাহসী ও দানশীল

হাদীস : ৫৪৩৫ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) লোকদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরতম, সর্বাপেক্ষা অধিক দানশীল এবং সবার চাইতে বেশি সাহসী ছিলেন। একরাতে মদীনারাসী (কোন শব্দ শুনে) ভীষণ ভয় পেয়েছিল। এতে লোকজন সেই আওয়াযের দিকে ছুটে চলল, তখন রাসূল (স)-কে তাদের সামনে পেল। তিনি সবার আগে সেই আওয়াযের দিকে পৌঁছে গিয়েছিলেন। এ সময় রাসূল (স) বলতে লাগলেন, তোমরা ভয় কর না, তোমরা ভয় কর না। তখন তিনি হযরত আবু তালহা (রা)-এর একটি ঘোড়ার খালি পিঠে জিন-পোষ ছাড়াই আরোহণ করেছিলেন। তাঁর গলায় বুলছিল একখানা তলোয়ার। তারপর রাসূল (স) বললেন, আমি এ ঘোড়াটিকে দরিয়ার মত পেয়েছি।

-(বোখারী ও মুসলিম)

দাস-দাসীরা তাঁর সাক্ষাৎ পেত

হাদীস : ৫৪৩৬ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন ফজরের নামায পরে অবসর হতেন, তখন মদীনাবাসীদের খোদমগণ (দাস-দাসী) পানি ভরা পাত্র নিয়ে সেখানে উপস্থিত হত। তিনি তাদের আনীত যে কোন পাত্রে নিজ হাত ডুবিয়ে দিতেন। তারা কখনো কখনো শীতকালে ভোরে আসত, তখন তিনি তাতে হাত ডুবিয়ে দিতেন।

-(মুসলিম)

রাসূল (স)-এর হাত ধরে ইচ্ছেমত নিয়ে যেত

হাদীস : ৫৪৩৭ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, মদীনাবাসীদের বাঁদীদের মধ্যে এমন একটি বাঁদী ছিল, যে রাসূল (স)-এর হাত ধরে যথায় ইচ্ছে তথায় নিয়ে যেত। -(বোখারী)।

রাসূল (স)-এর সাক্ষাৎপ্রার্থী হল মহিলা

হাদীস : ৫৪৩৮ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, এক দিন এমন একটি মহিলা, যার মথায় কিছুটা গুণ্ডগোল ছিল, সে এসে বলল, ইয়া রাসূলান্নাহ! আপনার সাথে আমার একটু দরকার আছে। উত্তরে তিনি বললেন, হে অমুকের মা! যে গলিতেই তুমি আমাকে নিয়ে যেতে চাও, আমি তোমার কাজের জন্য সেখানে যেতে প্রস্তুত আছি। তারপর রাসূল (স) মহিলাটির সাথে কোন এক রাস্তার পাশে নিরালায় কথাবার্তা বললেন, এমনকি সে তার প্রয়োজন সমাধান করে চলে গেল। -(মুসলিম)

রাসূল অশ্লীল কথা বলতেন না

হাদীস : ৫৪৩৯ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) অশালীন বাক্য উচ্চারণকারী, লা'নতকারী এবং গালি-গালাজকারী ছিলেন না। তিনি যখন কারও প্রতি নারাজ হতেন, তখন কেবল এতোটুকুই বলতেন যে, “তার কি হল? তার কপাল ভুলুষ্ঠিত হোক।” -(বোখারী)

রাসূল (স) অভিসম্পাতকারী নন

হাদীস : ৫৪৪০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একবার রাসূল (স)-এর কাছে প্রস্তাব করা হল, ইয়া রাসূলান্নাহ! কাফের-মুশরিকদের ওপর বদদো'য়া করুন। উত্তরে তিনি বললেন, আমাকে অভিসম্পাতকারী করে পাঠানো হয়নি; বরং আমাকে রহমতস্বরূপ পাঠানো হয়েছে। -(মুসলিম)

রাসূল (স) বড়ই লাজুক ছিলেন

হাদীস : ৫৪৪১ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) পর্দানশীল কুমারী মেয়েদের চাইতেও বেশি লাজুক ছিলেন। যখন তিনি কোন কিছু অপছন্দ করতেন, তখন তাঁর চেহারায় আমরা তার পরিচয় পেতাম।

-(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স) দাঁত খুলে হাসতেন না

হাদীস : ৫৪৪২ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে কখনো মুখ খুলে দাঁত বের করে এমনভাবে হাসতে দেখিনি যে, তাঁর কণ্ঠতালু, পর্যন্ত দেখা যায়; বরং তিনি মুচকি হাসতেন। -(বুখরী)

রাসূল (স) অনর্গল কথা বলতেন না

হাদীস : ৫৪৪৩ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) অনর্গল কথাবার্তা বলতেন না, যেরূপ তোমরা অনর্গল বলতে থাক। বরং তিনি যখন কথাবার্তা বলতেন, তখন ধীরে ধীরে থেমে থেমে কথা বলতেন, এমনকি যদি কোন ব্যক্তি তা শুনতে চাইতে, তবে তা শুনতে পারত। -(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স) গৃহকর্মাদী করতেন না

হাদীস : ৫৪৪৪ ॥ আস'ওয়াদ (রহ) বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূল (স) গৃহের অভ্যন্তরে কি কাজ করতেন? তিনি বললেন, তিনি পারিবারিক কাজ করতেন। অর্থাৎ, পরিবারের কাজ আঞ্জাম দিতেন। আর যখন নামাযের সময় হত তখন নামাযের দিকে বের হয়ে যেতেন। -(বোখারী)

রাসূল (স) ব্যক্তিগত ব্যাপারে প্রতিশোধ নিতেন না

হাদীস : ৫৪৪৫ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স)-কে যখনই দুটি ব্যাপারে এখতিয়ার দেয়া হয়েছে, তখন তিনি যেটি সহজতর সেটি গ্রহণ করেছেন। তবে এ শর্তে যে, সেইটি যেন কোন রকমের গোনাহের কাজ না হয়। কিন্তু যদি তা গোনাহের কাজ হত, তবে তিনি তা থেকে সবার চাইতে অনেক দূরে সরে থাকতেন। আর রাসূল (স) নিজের কোন ব্যাপারে কখনো প্রতিশোধ গ্রহণ করেনি। তবে কেউ যদি আল্লাহর নিষিদ্ধ কোন কাজ করে ফেলত, তখন আল্লাহর জন্য তার কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স) কখনো কাউকে প্রহার করেননি

হাদীস : ৫৪৪৬ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) রাস্তায় জেহাদরত অবস্থা ছাড়া কখনো কাউকেও নিজ হাতে প্রহার করেননি। নিজের স্ত্রীগণকেও না, খাদেমকেও না। আর যদি তাঁর দেহে বা অন্তরে কারো পক্ষ থেকে কোনো প্রকারের কষ্ট বা ব্যথা লাগত, তখন নিজের ব্যাপারে সেই ব্যক্তি হত কোন প্রকারের প্রতিশোধ নিতেন না। কিন্তু যদি কেউ আল্লাহ্র নিষিদ্ধ কাজ করে বসত, তখন আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে শাস্ত দিতেন। -(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ**রাসূল (স) কাউকে তিরস্কার করেননি**

হাদীস : ৫৪৪৭ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, আমার বয়স যখন আট বছর তখন আমি রাসূল (স)-এর খেদমতে যোগ দেই এবং দশ বছর তাঁর খেদমত করি। কোন সময় কোন জিনিস আমার হাতে নষ্ট হয়ে গেলেও তিনি আমাকে কখনো তিরস্কার করেননি। যদি পরিবারবর্গের কেউ আমাকে তিরস্কার করতেন, তখন তিনি বলতেন, তাকে ছেড়ে দাও। কেননা, যা মোকাদ্দার ছিল তা তো হবেই। - এটা মাসাবীহ-এর শব্দ, বায়হাকী শোআবুল ইমানে কিছু পরিবর্তনসহ বর্ণনা করেছেন।

রাসূল (স) ক্ষমাশীল ছিলেন

হাদীস : ৫৪৪৮ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) অশ্রীলভ্যী ছিলেন না এবং অশোভন কথা বলার চেষ্টাও করতেন না। তিনি হাট-বাজারে শোরগোলকারী ছিলেন না এবং তিনি মন্দের প্রতিশোধ মন্দের দ্বারা নিতেন না; বরং তা ক্ষমা করে দিতেন এবং উপেক্ষা করে চলতেন। -(তিরমিযী)

রাসূল (স) রোগীর সেবা করতেন

হাদীস : ৫৪৪৯ ॥ হযরত আনাস (রা) রাসূল (স)-এর চরিত্র প্রসঙ্গে বলেছেন যে, তিনি রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করতেন, জানাযার সাথে যেতেন, গোলামদের দাওয়াত কবুল করতেন এবং গাধায় সওয়ার হতেন। বর্ণনাকারী হযরত আনাস (রা) বলেন, খায়বরের যুদ্ধের দিন আমি তাঁকে এমন একটি গাধায় সওয়ার অবস্থায় দেখেছি, যার লাগাম ছিল খেজুর গাছের ছাত্তের। -(ইবনে মাজাহ ও বায়হাকী) ২২৬৭

রাসূল (স) সমস্ত কাজই করতেন

হাদীস : ৫৪৫০ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) নিজেই নিজের জুতা মেরামত করে নিতেন, কাপড় সেলাই করতেন এবং ঘরের কাজ-কর্ম করতেন, যেমন তোমাদের কেউ নিজের ঘরের কাজ-কর্ম করে থাকে। হযরত আয়েশা এটাও বলেছেন যে, তিনি অন্যান্য মানুষের মত একজন মানুষই ছিলেন। নিজের কাপড়-চোপড় থেকে উকুন বাছতেন, নিজ বকরির দুধ দোহন করতেন এবং নিজের কাজ নিজেই সম্পাদন করতেন। -(তিরমিযী)

রাসূল (স) আলোচনায় অংশ নিতেন

হাদীস : ৫৪৫১ ॥ হযরত য়ায়েদ ইবনে সাবেত (রা)-এর পুত্র খারেজাহ বলেন, একদা কতিপয় লোক হযরত য়ায়েদ ইবনে সাবেতের কাছে এল এবং তাঁকে বলল, আমাদের রাসূল (স)-এর কিছু সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বললেন, আমি ছিলাম তাঁর প্রতিবেশী, যখন তাঁর ওপরে অহী নাযিল হত, তখন তিনি লোক পাঠিয়ে আমাকে ডেকে আনতেন, আমি তাঁকে তা লিখে দিতাম। রাসূল (স)-এর স্বাভাবিক অভ্যাস ছিল, যখন আমরা দুনিয়ার বিষয়ে কোন আলোচনা করতাম, তিনিও আমাদের সাথে সেই আলোচনায় অংশগ্রহণ করতেন। আর যখন আমরা আখেরাত সম্পর্কে কথাবার্তা বলতাম, তখন তিনিও আমাদের সাথে সে আলোচনায় অংশ নিতেন এবং যখন আমরা খানা-পিনার কথা বলতাম, তখন তিনিও আমাদের সাথে সেই আলোচনায় शामिल হতেন। মোটকথা, উল্লেখিত সকল বিষয়গুলো আমি তোমাদের রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করছি। -(তিরমিযী)।

রাসূল (স)-এর শিষ্টতার তুলনা হয় না

হাদীস : ৫৪৫২ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) যখন কোন ব্যক্তির সাথে মোসাফাহা করতেন, তখন তিনি ততক্ষণ পর্যন্ত নিজের হাতখানা সরিয়ে নিতেন না, যতক্ষণ না সেই ব্যক্তি নিজের হাত সরিয়ে নিত। আর তিনি সেই ব্যক্তির দিক থেকে নিজের মুখ ফিরিয়ে নিতেন না, যতক্ষণ না সে রাসূল (স)-এর দিকে আপন চেহারা ফিরিয়ে নিত। আর তাঁকে নিজের সাথে বসা লোকজনের সম্মুখে কখনো হাঁটু বাড়িয়ে বসেত দেখা যায়নি। -(তিরমিযী) ২২৬৮

রাসূল (স) জমা করতেন না

হাদীস : ৫৪৫৩ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) নিজের জন্য আগামী দিনের জন্যে কোন কিছু জমা করে রাখতেন না। -(তিরমিযী)

রাসূল (স) অধিকাংশ সময় নীরব থাকতেন

হাদীস : ৫৪৫৪ ॥ হযরত জাবির ইবনে সামুরা (রা) বললেন, রাসূল (স) অধিক সময় নীরব থাকতেন।

—(শরহে সুন্নাহ)

রাসূল (স)-এর ভাষা ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট

হাদীস : ৫৪৫৫ ॥ হযরত জাবির (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর কথায় ছিল অতি স্পষ্টতা ও ধীর গতি। —(আবু দাউদ)

রাসূল (স) পৃথক উচ্চারণে কথা বলতেন

হাদীস : ৫৪৫৬ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, তোমরা যেভাবে অনর্গল বিরতীহীন কথাবার্তা বল, রাসূল (স) অনুরূপভাবে কথা বলতেন না, বরং তিনি প্রতিটি বাক্যকে পৃথক পৃথকভাবে বলতেন। ফলে যেই ব্যক্তি তাঁর কাছে বসত, সে তা স্মরণ রাখতে পারত। —(তিরমিযী)

রাসূল (স) মুচকি হাসতেন

হাদীস : ৫৪৫৭ ॥ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুল হারেস ইবনে জায্যে বলেন, আমি রাসূল (স)-এর চাইতে অধিক মুচকি হাসির লোক কাউকেও দেখিনি। —(তিরমিযী)

রাসূল (স) আকাশের দিকে তাকাতেন

হাদীস : ৫৪৫৮ ॥ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন বসে কথাবার্তা বলতেন, তখন তিনি বারবার আকাশের দিকে দৃষ্টি ওঠাতেন। —(আবু দাউদ) ২৫৬ - ২৬৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ**রাসূল (স) অধিক স্নেহময় ছিলেন**

হাদীস : ৫৪৫৯ ॥ আমার ইবনে সাঈদ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন, সন্তান-সন্ততির প্রতি অত্যাধিক স্নেহ-মমতা পোষণকারী রাসূল (স)-এর চাইতে অধিক আমি আর কাউকেও দেখিনি। তাঁর পুত্র ইব্রাহীম মদীনার উঁচু প্রান্তে (এক মহল্লায়) ধাত্রী মায়ের কাছে দুধ পান করত। তিনি প্রায়শ তথায় গমন করতেন এবং আমরাও তাঁর সাথে যেতাম। তিনি উক্ত গৃহে প্রবেশ করতেন, অর্ধচ সেই গৃহটি ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকত। কারণ, ইব্রাহীমের ধাত্রী মায়ের স্বামী ছিল একজন কর্মকার। ছয় (স) ইব্রাহীমকে কোলে তুলে নিতেন এবং আদর করে চুমু দিতেন, তারপর চলে আসতেন। বর্ণনাকারী আমার বলেন, যখন ইব্রাহীমের ওফাত হয়ে গেল, তখন রাসূল (স) বললেন, ইব্রাহীম আমার পুত্র। সে দুগ্ধ (পনের) বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেছে। সুতরাং বেহেশত তার জন্য দুজন ধাত্রী রয়েছে, যারা তাকে দুগ্ধ পানের মুন্দত পূর্ণ করবে। —(মুসলিম)

ইহুদি ইসলাম গ্রহণ করল

হাদীস : ৫৪৬০ ॥ হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত, অমুক পাদ্রী নামে এক ইহুদীর রাসূল (স)-এর ওপর কিছু দীনীর (স্বর্ণমুদ্রা) ঋণ ছিল। একদা সে এসে রাসূল (স)-এর কাছে তা চেয়ে বসল। জওয়াবে ছয় (স) তাকে বললেন, হে ইহুদী! তোমাকে দেয়ার মত আমার কাছে কিছুই নেই। ইহুদী বলল, যে পর্যন্ত তুমি হে মুহাম্মদ! আমার ঋণ পরিশোধ করবে না, আমিও তোমাকে ছেড়ে যাব না। এবার রাসূল (স) বলেন, আচ্ছা, আমিও তোমার কাছে বসে থাকব। এ বলে তিনি তার কাছে বসে পড়লেন। তারপর রাসূল (স) সেই এক স্থানে যোহর, আসর, মাগরিব, এশা এবং পরদিন ফজরের নামায আদায় করলেন। এদিকে রাসূল (স)-এর সাহাবিরা ইহুদি লোকটিকে ধমকাচ্ছিলেন এবং ভয় দেখাচ্ছিলেন। রাসূল (স) তাঁদের গতিবিধি বুঝতে পারলেন। তিনি তাদেরকে ইহুদির সঙ্গে কোন রকমের অসদাচরণ করতে নিষেধ করলেন। তখন সাহাবিরা বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! একটি ইহুদি কি আপনাকে আটকিয়ে রাখবে? তখন রাসূল (স) বললেন, আমার রব্ব আমাকে কোন যিন্সী ইত্যাদির ওপর যুলম করতে নিষেধ করেছেন। তারপর যখন দিনের বেলা বেড়ে গেল, তখন ইহুদী বলল, “আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই এবং এটাও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল।” আমি আমার মাল-সম্পদের অর্ধেক আল্লাহর রাস্তায় দান করলাম। মূলত আমি আপনার সঙ্গে যে আচরণ করেছি, তা এ উদ্দেশ্যেই করেছি যে, দেখি তওরাত কিতাবে আপনার স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে যে সব গুণাবলীর কথা উল্লেখ রয়েছে, তা আপনার মধ্যে পাওয়া যায় কিনা? আপনার সম্পর্কে লেখা আছে, মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ, তিনি মক্কায় জনপ্রিয় করবেন ও মদীনায় হিজরত করবেন। সিরিয়া পর্যন্ত তাঁর রাজত্ব হবে। তিনি অশ্রীলভাষী ও কঠোর মনা হবেন না। হাটে-বাজারে চীৎকার করবেন না এবং অশালীন আচরণ করবেন না। তিনি অশোভন উক্তি করবেন না। আমি এ সব কিছু যথাযথভাবে আপনার মধ্যে বিদ্যমান পেয়েছি। আমি দৃঢ় প্রত্যয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, “আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন মাবুদ নেই এবং আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল।” আর এই আমার মাল, আল্লাহর মর্জিমত আপনি যথায় ইচ্ছে তা খরচ করতে

পারেন। বর্ণনাকারী বলেন, উক্ত ইহুদী লোকটি ছিল বহু মাল-সম্পদের মালিক। -(বায়হাকী তাঁর দালায়েলুন নবুয়্যত গ্রন্থে।) **Fj^ — ২২৪০**

রাসূল (স) বিনয় গ্রহণ করলেন

হাদীস : ৫৪৬১ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আয়েশা! যদি আমি চাইতাম তাহলে স্বর্ণের পাহাড় আমার সাথে সাথে চলত। একদা আমার কাছে একজন ফেরেশতা আসলেন, তার কোমর ছিল কাবা শরীফের সমপরিমাণ। তিনি এসে বললেন, আপনার রব আপনাকে সালাম জানিয়েছেন এবং বলেছেন, যদি আপনি ইচ্ছে করেন, তাহলে রাসূল এবং বান্দা হওয়া' গ্রহণ করতে পারেন কিংবা যদি ইচ্ছে করেন, তাহলে নবী এবং বাদশাহু হওয়া' গ্রহণ করতে পারেন। হুযূর (স) বলেন, যখন আমি হযরত জিবরাঈল (আ)-এর দিকে তাকালাম, তখন তিনি আমার দিকে ইংগিত করলেন, নিজেকে নিম্নস্তরে রাখ। অপর এক রেওয়ায়েতে আছে- হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, উল্লেখিত কথা শুনে রাসূল (স) জিবরাঈলের দিকে তাকালেন, যেন তিনি তার কাছে মশওয়রা চাইছেন। তখন জিবরাঈল হাতে ইশারা করলেন যে, আপনি বিনয় গ্রহণ করুন। কাজেই জবাবে বললেন, আমি “নবী এবং বান্দা” এটা থাকতে চাই। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, এর পর থেকে রাসূল (স) আর কখনো হেলান দিয়ে খেতেন না; বরং তিনি বলতেন, আমি সেখানে খাবার খাব, যেভাবে একজন গোলাম খায় এবং সেভাবে বসবো যেমনিভাবে একজন গোলাম বসে। -(শরহে সুন্নাহ) **২২৪০ — ২২৪২**

রাসূল (স) সবচেয়ে বেশি জিকিরকারী ছিলেন

হাদীস : ৫৪৬২ ॥ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) বলেন, রাসূল (স) বেশি বেশি আল্লাহর যিকির করতেন। নিরর্থক কথা খুব কমই বলতেন, নামাযকে দীর্ঘায়িত করতেন, কিছু খুতবা সংক্ষেপে দিতেন। তিনি কোন বিধবা নারী বা গরীব-মিস্কীনদের সাথে চলতে কোন রকম সংকোচ মনে করতেন না। এমনকি তাদের প্রয়োজন মেটাতে। -(নাসাঈ ও দারেমী)

সীমালঙ্ঘনকারীরা আল্লাহর আয়াত অস্বীকার করে

হাদীস : ৫৪৬৩ ॥ হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত, একদা আবু জাহল রাসূল (স)-কে বললো, আমরা তোমাকে মিথ্যাবাদী মনে করি না, তবে আমরা তাকেই মিথ্যা মনে করি যা তুমি আমাদের কাছে নিয়ে এসেছ। যা তুমি আল্লাহর অহী বলে দাবী করেছ। তখন আল্লাহু তায়ালা সে সব বেঈমানদের প্রসঙ্গে নাযিল করলেন, “এ সব কাফের-বেঈমানরা আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে আখ্যায়িত করে না, কিন্তু সে সব সীমালঙ্ঘনকারী যালিমরা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে।” -(তিরমিযী) **২২৪০ — ২২৪২**

একবিংশ অধ্যায়

রাসূল (স)-এর প্রতি অহীর গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূল (স)-এর ওফাত

হাদীস : ৫৪৬৪ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, আল্লাহ তায়ালা রাসূল (স)-কে ষাট বছর বয়সে ওফাত দান করেছেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

অহী থেকে হিজরত

হাদীস : ৫৪৬৫ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স)-কে চল্লিশ বছর বয়সে নবুয়্যত প্রদান করা হয়েছে। এরপর তিনি তের বছর মক্কায় অবস্থান করেছেন এবং তাঁর কাছে অহী আসতে থাকে। তারপর তাঁকে হিজরতের নির্দেশ দেয়া হয়। হিজরত করে তিনি (মদীনায়) দশ বছর জীবিত ছিলেন, অবশেষে তেষটি বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স) ফেরেশতার আওয়াজ পেতেন

হাদীস : ৫৪৬৬ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) নবুয়্যতের পর মক্কায় পনের বছর অবস্থান করেছেন, সাত বছর পর্যন্ত ফেরেশতার আওয়াজ শুনতেন এবং আলো দেখতে পেতেন, এছাড়া আর কিছুই দেখতেন না। আট বছর তাঁর কাছে অহী পাঠানো হতে থাকে। আর দশ বছর মদীনায় অবস্থানের পর পঁয়ষাট বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স) আবু বকর ও ওমর (রা) একই বয়স পেয়েছিলেন

হাদীস : ৫৪৬৭ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (স) ৬৩ বছর বয়সে ইনতেকাল করেছেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) এবং হযরত ওমর ফারুক (রা) তেঁাঁটি বছর বয়সে ওফাত পেয়েছেন। - (মুসলিম)

ইমাম মুহম্মদ ইবনে ইসমাঈল বোখারী (রহ) বলেছেন, অধিকাংশ রেওয়ায়েতে ছয়রের বয়সকাল ৬৩ বছর রয়েছে।

প্রথম অহী

হাদীস : ৫৪৬৮ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর প্রতি সর্বপ্রথম অহীর সূচনা হয় সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে। তিনি যে স্বপ্ন দেখতেন তা ভোরের আলোর মতই ফলত। এরপর তাঁর কাছে নির্জনতা পছন্দনীয় হতে লাগল। তাই তিনি একাধারে কয়েকদিন পর্যন্ত নিজের পরিবার-পরিজনদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে হেরা পর্বতের গুহায় নির্জন পরিবেশে আল্লাহর এবাদতে মগ্ন থাকতে লাগলেন। আর এ উদ্দেশ্যে তিনি কিছু খাবার সাথে নিয়ে যেতেন। তা শেষ হয়ে গেলে তিনি বিবি খাদীজা (রা)-এর কাছে ফিরে এসে আবার এ পরিমাণ কয়েক দিনের জন্য কিছু খাবার সাথে নিয়ে যেতেন। অবশেষে হেরা গুহায় থাকাকালে তাঁর কাছে অহী এল। জিব্রাঈল ফেরেশতা তথায় এসে তাঁকে বললেন, 'পড়ুন!' রাসূল (স) বললেন, আমি তো পড়তে পারি না। তিনি বলেন, ফেরেশতা তখন আমাকে ধরে এমন জোরে চাপলেন যে, এতে আমি চরম কষ্ট অনুভব করলাম। তারপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'পড়ুন!' আমি বললাম, এবারও আমি বললাম, আমি পড়তে পারি না। রাসূল (স) বলেন, ফেরেশতা তৃতীয়বার আমাকে ধরে দৃঢ়ভাবে চেপে ধরলেন। এবারও আমি বিশেষভাবে কষ্ট পেলাম। তারপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, (অর্থাৎ) "আপনার রব-এর নামে পড়ুন। যিনি সৃষ্টি করেছেন। জমাট রক্ত থেকে যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। পড়ুন! আর আপনার রব সব চেয়ে বেশি সম্মানিত। তিনিই কলম দ্বারা এলম শিখিয়েছেন। তিনি মানুষকে তাই শিখিয়েছেন যা সে জানত না।" তারপর রাসূল (স) আয়াতগুলো আয়ত্ত করে ফিরে এলেন। তখন তাঁর হৃদয় কাঁপছিল। তিনি বিবি খাদীজার কাছে এসে বললেন, আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও। আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও। তখন আমি তাঁকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন। অবশেষে তাঁর ভীতি কেটে গেলে তিনি হযরত খাদীজার কাছে ঘটনা বর্ণনা করে বললেন, আল্লাহর কসম! আমি আমার নিজের জীবন সম্পর্কে আশংকাবোধ করেছি। তখন হযরত খাদীজা সান্ত্বনা দিয়ে দৃঢ়তার সাথে বললেন, আমি আল্লাহর কসম করে বলছি; এরূপ কখনো হতে পারে না। আল্লাহ তায়ালা কখনোই আপনাকে অপমানিত করবেন না। কারণ, আপনি আল্লাহ-রাজনের সাথে সদ্যবহার করেন, সবসময় কথা বলেন, আপনি অক্ষমদের বোঝা বহন করেন। নিঃস্বদের উপার্জন করে সাহায্য করেন, অতিথিদের মেহমানদারী করেন এবং প্রকৃত বিপদস্বস্তদেরকে সাহায্য করেন।

এরপর বিবি খাদীজা রাসূল (স)-কে সাথে নিয়ে আপন চাচাতো ভাই ওরাকা ইবনে নওফল-এর কাছে চলে গেলেন। (ওরাকা ইস্যায়ী ধর্মগ্রন্থ করেছিলেন।) খাদীজা তাঁকে বললেন, হে চাচাত ভাই! তোমার ভাতিজা কি বলে তা একটু শোন! তখন ওরাকা তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, হে ভাতিজা, তুমি কি দেখেছ! তারপর রাসূল (স) যা দেখেছিলেন তা সবিস্তারে বর্ণনা করলেন। ঘটনা শুনে ওরাকা তাঁকে বললেন, এ তো সেই রহস্যময় ফেরেশতা জিব্রাঈল, যাকে আল্লাহ তায়ালা মূসা (আ)-এর কাছে পাঠিয়েছিলেন। হায়! আমি যদি তোমার নবুয়্যতকালে যুবক থাকতাম! হায়! আমি যদি সে সময় জীবিত থাকতাম যখন তোমার কণ্ঠ তোমাকে মক্কা থেকে বের করে দেবে! তখন রাসূল (স) বললেন; তারা কি সত্যিই আমাকে বের করে দেবে? ওরাকা বললেন, হ্যাঁ, তুমি যা নিয়ে দুনিয়াতে এসেছ, অনুরূপ কোন কিছু নিয়ে যেই ব্যক্তিই এসেছে, তার সঙ্গে শত্রুতাই করা হয়েছে। আমি তোমার সেই যুগ পেলে সর্বশক্তি দিয়ে তোমার সাহায্য করব। এর অব্যবহিত পর ওরাকা ওফাত পেয়ে গেলেন। এদিকে অহীর আগমনও বন্ধ হয়ে গেল। - (বোখারী ও মুসলিম)

আর বোখারী অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, এতে এটুকু আছে যে, অহী আসা স্থগিত হওয়ায় রাসূল (স) খুব চিন্তামগ্ন হয়ে পড়েন। এমনকি তিনি কয়েকবার ভোরে এ উদ্দেশ্যে পাহাড়ের চূড়ায় উঠেছিলেন যে, সেখান থেকে নিজেকে নিচে নিক্ষেপ করবেন। যখনই তিনি নিজেকে নিক্ষেপ করার উদ্দেশ্যে পাহাড়ের চূড়ায় ওঠতেন, তখন হযরত জিব্রাঈল এসে তাঁর সামনে হাজির হতেন এবং বলতেন, হে মুহম্মদ! আপনি সত্য সত্যই আল্লাহর রাসূল (দৈর্ঘধারণ করুন, অস্থিরতার কিছুই নেই), তখন জিব্রাঈল আশ্বাস বাণীতে তাঁর অস্থিরতা দূর হয়ে হৃদয়ে প্রশান্তি আসে।

অহী কিছু দিন বন্ধ থাকল

হাদীস : ৫৪৬৯ ॥ হযরত জাবির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি অহী বিরত হওয়া সম্পর্কে রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছেন, এক দিন আমি পথে চলছিলাম, এমন সময় আমি আসমানের দিক থেকে একটি আগুয়াজ শুনতে পেলাম। তখন আমি ওপরে তাকিয়ে দেখি, হেরা গুহায় যিনি আমার কাছে এসেছিলেন, সেই ফেরেশতা আসমান ও যমীনের

মাঝখানে একটি কুরসীতে বসে আছেন। তাঁকে দেখে আমি ভয়ে ঘাবড়িয়ে গেলাম, এমনকি আমি মাটিতে লুটিয়ে পড়লাম, তারপর (উঠে) পরিবারের কাছে বাড়িতে চলে এলাম এবং বললাম, আমাদের চাদর জড়াও! আমাদের চাদর জড়াও! তারা আমাকে চাদর চড়িয়ে দিল। এ সময় আল্লাহ্ তায়ালা নাযিল করলেন, “হে চাদর জড়ান ব্যক্তি! ওঠ, আর সতর্ক কর। আর তোমার প্রভুর মাহাত্ম্য ঘোষণা কর। তোমার কাপড় পবিত্র কর এবং অপবিত্রতা ত্যাগ কর।” এরপর থেকে অহী পুরোদমে একের পর এক নাযিল হতে লাগল। –(বোখারী ও মুসলিম)

কঠিন অহী

হাদীস : ৫৪৭০ ॥ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, এক দিন হারেস ইবনে হেশাম রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করলেন; ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আপনার কাছে অহী কিভাবে আসে? রাসূল (স) বললেন, অহী কোন সময় আমার কাছে ঘণ্টার আওয়াজের মত আসে। আর তাই আমার পক্ষে সবচেয়ে কঠিন প্রকৃতির অহী। তবে এ অবস্থায় ফেরেশতা যা বলে, তা শেষ হতেই আমি তার কাছ থেকে তা আয়ত্ত্ব করে ফেলি। আবার কোন সময় ফেরেশতা আমার কাছে মানুষের আকৃতিতে এসে আমার সাথে কথা বলেন, তিনি যা বলেন আমি তা সাথে সাথেই আয়ত্ত্ব করে ফেলি। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, বস্ত্রত আমি প্রচণ্ড শীতের দিনেও তাঁর ওপর অহী নাযিল হতে দেখেছি, যখন তার অবসান হত তখন তাঁর কপাল থেকে ঘাম ঝরে পড়ত। –(বোখারী ও মুসলিম)

অহীর সময়ে চেহারা বিবর্ণ হয়ে পড়ত

হাদীস : ৫৪৭১ ॥ হযরত উবাদা ইবনে সামেত (রা) বলেন, যখন রাসূল (স)-এর উপর অহী নাযিল হত, তখন তিনি কষ্ট অনুভব করতেন বলে মনে হত এবং তাঁর চেহারার বর্ণ পরিবর্তন হয়ে যেত। অপর এক বর্ণনায় আছে- অহী নাযিল হওয়ার সময় তিনি মাথা ঝুঁকিয়ে ফেলতেন এবং তাঁর সাথে উপস্থিত সাহাবীগণও (আদবের খাতিরে) আপন মাথা নত করে নিতেন। অহী আসা শেষ হলে স্বীয় মথা ওঠাতেন। –(মুসলিম)

আবু লাহাব অভিশপ্ত হল

হাদীস : ৫৪৭২ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, যখন (ভীতি প্রদর্শন সম্পর্কীয়) আয়াত, “তুমি তোমার নিকটতম আত্মীয়দেরকে হুঁশিয়ার করে দাও” নাযিল হল, তখন রাসূল (স) সাফা পাহাড়ে আরোহণ করে- হে বনী ফিহর! হে বনী আদী! বলে কুরাইশদের গোত্রসমূহকে ডাক দিলেন। অবশেষে সেখানে সুবাই সমবেত হল। এমনকি যারা নিজেরা উপস্থিত হতে পারেন, তারা প্রতিনিধি পাঠিয়ে জানতে চাইলেন যে, ব্যাপার কি? বিশেষতঃ আবু লাহাব এবং কুরাইশের সর্বসাধারণ লোকেরাও এল। এখন রাসূল (স) বললেন, বল তো! যদি আমি তোমাদের বলি যে, শত্রুপক্ষের একদল অশ্বারোহী এই পাহাড়ের অপর প্রান্ত থেকে অপর কে বর্ণনামতে -এদল অশ্বারোহী উপত্যকার এক প্রান্ত থেকে বের হয়ে অতর্কিতে তোমাদের ওপর আক্রমণ করতে চায়, তোমরা কি আমার এ কথাটি বিশ্বাস করবে? তারা সবাই বলে উঠল; হাঁ, নিশ্চয়ই। কেননা, বিগত দিনে তোমাকে আমমরা সত্যবাদীই পেয়েছি? তখন রাসূল (স) বললেন, তোমাদের সামনে আগত এক কঠিন আঘাব বিষয়ে আমি তোমাদের সতর্ক করেছি। এতদ্বশবণে আবু লাহাব বলে ওঠল, তোমার সর্বনাশ হোক! এজন্যই কি তুমি আমাদের একত্রিত করেছ? বর্ণনাকারী বলেন, তখনই আয়াত (অর্থী), “আবু লাহাবের উভয় হাত ধ্বংস হোক, এবং সে ধ্বংস হয়েছে,” নাযিল হল। –(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স)-এর অভিশাপে জড়িত হল

হাদীস : ৫৪৭৩ ॥ হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) কা'বা শরীফের কাছে নামায পড়েছিলেন। এ সময় কুরাইশদের একদল লোক সেখানে বসেছিল। তখন তাদের মধ্যে থেকে একজন বলল, তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে অমুক গোত্রের উটের নাড়ি-ভুঁড়ি এনে কিছুক্ষণ দেরি করবে, তারপর এ ব্যক্তি রাসূল (স)-এর দিকে ইংগিত করে বলল, যখন সিজদায় যাবে তখন তা তার দুই কাঁধের মাঝখানে রেখে দিবে। তারপর তাদের মধ্য থেকে সবচেয়ে বড় পাপিষ্ঠটি উঠে গেল। যখন রাসূল (স) সিজদায় গেলেন তখন সে তা তাঁরই দুই কাঁধের মাঝখানে রেখে দিল। এমতাবস্থায় রাসূল (স) সিজদারত রইলেন। সেই পাপিষ্ঠরা খুব হাসাহাসি করতে লাগল, এমনকি হাসতে হাসতে একজন আরেকজনের ওপর চলে পড়ল। এমন সময় জনৈক ব্যক্তি হযরত ইবনে মাসউদ (রা) ফাতেমার কাছে গিয়ে বললেন, তিনি দৌড়ে আসলেন। অথচ রাসূল (স) তখনো আগের সিজদায় রয়েছিলেন। ফাতেমা নাড়িভুঁড়িটি মহানবী (স)-এর উপর থেকে সরিয়ে ফেললেন এবং ঐ সব পাপিষ্ঠ কাফেরদের লক্ষ্য করে গাল-মন্দ করলেন।

বর্ণনাকারী হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) নামায শেষ করে তিনবার বললেন, ‘হে আল্লাহ্! তুমি কুরাইশদেরকে পাকড়াও কর’ আর হযরত (স)-এর নিয়ম ছিল, তিনি যখন কোন বিষয়ে দো' বা বদ-দোয়া করতেন কিংবা আল্লাহর কাছে চাইতেন, তখন তিনি তিনবার বাক্যগুলো উচ্চারণ করতেন। তারপর তিনি (কাফেরদের এ সাত বাক্তির

নাম) বললেন, হে আল্লাহ! তুমি ১. আমার ইবনে হেশাম (আবু জাহল), ২. উত্বা ইবনে রবিয়া, ৩। শাইবা ইবনে রবিয়া, ৪. ওলীদ ইবনে উত্বা, ৫. উমাইয়া ইবনে খালফ, ৬। উক্বা ইবনে আবু মু'আইত এবং ৭. উমারাহা ইবনুল ওলীদ-এদেরকে পাকড়াও কর। বর্ণনাকারী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আল্লাহর কসম! রাসূল (স) যেসব লোকের নাম নিয়ে বদ্-দো'য়া করেছিলেন, আমি বদরের যুদ্ধে তাদের লাশ মাটিতে পড়ে থাকতে দেখিছি তারপর তাদেরকে টেনে বদরের একটি অনাবাদ কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়েছে। এরপর রাসূল (স) বলেছেন, এ কূপে যাদেরকে নিক্ষেপ করা হল, তাদের ওপর লা'নতের পর লা'নত রয়েছে। -(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স) অভিশাপ দিলেন না

হাদীস : ৫৪৭৪ ॥ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত, একদা তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূল্লাহ! ওহুদের দিনের চেয়ে অধিক কষ্টের কোন দিন আপনার জীবনে এসেছিল কি? বললেন, হ্যাঁ, তোমার কণ্ঠ থেকে যে আচরণ পেয়েছি তা হতেও অধিক কষ্টদায়ক ছিল। তাদের কাছ থেকে সর্বাধিক বেদনাদায়ক যা আমি পেয়েছি তাহল 'আকাবার দিনের আঘাত' যে দিন আমি তায়েফের বনী সাকীফ নেতা ইবনে আব্দে ইয়ালীদ ইবনে কোলালের কাছে ইসলামের দাওয়াত নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলাম। আমি যা নিয়ে তার সামনে উপস্থিত হয়েছিলাম সে তাতে কোন সাড়া দেয়নি। তখন আমি অতি ভারাক্রান্ত হৃদয়ে সামনের দিকে চলতে লাগলাম, 'কারণে সাআলিব' নামুথানে পৌঁছার পর আমি কিছুটা স্বস্তি হরাম। তখন আমি ওপরের দিকে মাথা তুলে দেখতে পেলাম, এক খণ্ড মেঘ আমাকে ছায়া করে রেখেছে। পুনরায় লক্ষ্য করলে তাতে হযরত জিবরাঈলকে দেখলাম। তখন তিনি আমাকে সম্বোধন করে বললেন, আপনি আপনার কণ্ঠের কাছে যে কথা বলেছেন এবং তার জওয়াবে তারা আপনাকে যা বলেছে, এসব আল্লাহ তায়ালা শুনেছেন। এখন তিনি পাহাড়-পর্বত তদারককারী ফেরেশতাকে আপনার খেদমতে পাঠিয়েছেন। সুতরাং ঐ সকল লোকদের সম্পর্কে আপনার যা ইচ্ছে তাকে নির্দেশ দিতে পারেন। রাসূল (স) বলেন, তারপর 'মালাকুল জিবাল' আমার নাম নিয়ে আমাকে সালাম করলেন এবং বললেন, হে মুহম্মদ! আল্লাহ তায়ালা আপনার কণ্ঠের উক্তিসমূহ শুনেছেন। আমি 'মালাকুল জিবাল' (পাহাড়-পর্বত নিয়ন্ত্রণকারী (ফেরেশতা), আপনার রব্ব আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। অতএব, আপনার যা ইচ্ছে আমাকে নির্দেশ করতে পারেন, আপনি ইচ্ছে করলে এ পাহাড় দু'টি তাদের ওপর চাপিয়ে দেব। উত্তরে রাসূল (স) বললেন, আমি এটা চাই না, বরং আশা করি আল্লাহ তায়ালা তাদের ওরসে এমন বংশধরের জন্য দেবেন যারা এক আল্লাহর এবাদত করবে, তাঁর সাথে কাউকেও শরীক করবে না। -(বোখারী ও মুসলিম)

ওহুদের যুদ্ধে রাসূল (স)-এর একটা দাঁত শহীদ হয়েছিল

হাদীস : ৫৪৭৫ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, ওহুদের যুদ্ধের দিন রাসূল (স)-এর সামনে পাশের একটি দাঁত ভেঙ্গে গিয়েছিল এবং তাঁর মাথায় জখম হয়েছিল। এ সময় তিনি নিজের রক্ত মুছতে মুছতে বললেন, সেই জাতি কিভাবে সফলকাম হবে, যারা তাদের নবীর মাথায় জখম করল এবং তাঁর একটি দাঁত ভেঙ্গে ফেল। -(মুসলিম)

রাসূল (স)-কে আঘাতকারী আল্লাহর রোযানলে নিপতিত

হাদীস : ৫৪৭৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) তাঁর ভাঙ্গা দাঁতের প্রতি ইশারা করে বললেন, আল্লাহ তায়ালা সেই কণ্ঠের ওপর ভীষণ রাগান্বিত, যারা আল্লাহর নবীর সাথে এ দুর্ব্যবহার করেছে। তিনি আরো বলেছেন, সে ব্যক্তিও আল্লাহর ভীষণ রোযানলে নিপতিত হয়েছে যাকে আল্লাহর রাসূল (স) রাস্তায় (জেহাদের ময়দানে) কতল করেছেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) অহী লাভ করলেন

হাদীস : ৫৪৭৭ ॥ ইয়াহুইয়া ইবনে আবু কাসীর (রহ) বলেন, একদা আমি আবু সালামা ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা)-কে কুরআনের সর্বপ্রথম নাযিল হওয়া আয়াত সম্পর্কে ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা)-কে কুরআনের সর্বপ্রথম নাযিল হওয়া আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, **إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا** আমি বললাম, লোকেরা তো বলে, **بِسْمِ اللَّهِ** আবু সালামা বললেন, এ বিষয়ে আমি হযরত জাবিরকে জিজ্ঞেস করেছিলাম এবং তুমি আমাকে যা বললে, আমিও তাঁকে অবিকল তাই বলেছিলাম। জবাবে হযরত জাবির আমাকে বললেন, রাসূল (স) আমাদের কাছে যা বলেছেন, আমিও তোমাকে হুবহু তাই বলব। রাসূল (স) বলেছেন, আমি হেরা গুহায় এক নাগাড়ে একমাস অতিবাহিত করেছি। সেখানে অবস্থানকাল শেষ করে আমি সমতল ভূমিতে অবতরণ করলাম। এ সময় আমাকে কেউ ডাক দিল। আমি ডানে তাকালাম, কিন্তু কিছুই দেখতে পেলাম না, আবার বাম দিকে তাকালাম তখন কিছু দেখলাম না, আবার গিছনে তাকালাম এবারও কিছুই দেখলাম না। এরপর আমি মাথা তুলে উপরের

দিকে তাকালাম। এবার বিরাট কিছু (জিবরাঈলকে তাঁর আসল আকৃতিতে) দেখতে পেলাম। তারপর আমি বিবি খাদীজার কাছে এসে বললাম, ‘আমাকে কবল দ্বারা আবৃত কর’ তারা আমাকে কবল দ্বারা আবৃত করল এবং আমার গায়ে ঠাণ্ডা পানি ঢালল, তখন নাখিল হল— “হে কবল আচ্ছাদিত ব্যক্তি! ওঠ! সবাইকে সতর্ক-সাবধান কর। তোমার রব্বের মাহাত্ম্য ঘোষণা কর। তোমার পোশাক-পরিচ্ছদ পবিত্র রাখ এবং অপবিত্রতা (মূর্তিপূজা) থেকে পৃথক থাক।” এটা নামায ফরয হওয়ার আগের ঘটনা। —(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বাবিংশ অধ্যায়

নবুয়্যত প্রাপ্তির নিদর্শন ও গুরুত্ব

প্রথম পরিচ্ছেদ

ছিন্নভিন্ন হত আবু জাহল

হাদীস : ৫৪৭৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, এক দিন আবু জাহল (মক্কার কাফের কুরাইশদেরকে) বলল, তোমাদের সামনে মুহাম্মদ (স) কি তার চেহারা মাটিতে লাগায়? অর্থাৎ, সে নামায পড়ে? বলা হল, হ্যাঁ। তখন আবু জাহল বলল, লাত ও উয্যার কসম! যদি আমি তাকে এরূপ করতে দেখি, তাহলে আমি (পা দিয়ে) তার ঘাড় মাড়িয়ে দেব। তারপর সে রাসূল (স)-এর কাছে এল, তখন তিনি নামায পড়ছিলেন। তখন আবু জাহল রাসূল (স)-এর দিকে এই উদ্দেশ্যে আসছিল, যে, তাঁর গর্দান মাড়াবে। যখনই সে সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলো, তৎক্ষণাৎ দেখা গেল, সে তড়িৎবেগে পিছনের দিকে হাটছে এবং উভয় হাত দ্বারা নিজেকে আত্মরক্ষা করে চলেছে। তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হল, তোমার কি হয়েছে? সে বলল, আমি দেখেছি আমার ও মুহাম্মদের মাঝখানে আগুনে পরিখা ও ভয়ঙ্কর দৃশ্য এবং ডানাবিশিষ্ট দল। উক্ত ঘটনা প্রসঙ্গে রাসূল (স) বলেছেন, যদি সে (আবু জাহল) আমার কাছাকাছি হত, তাহলে ফেরেশতাগণ তএর এক এক অঙ্গ ছিঁড়ে টুকরা টুকরা করে ফেলত। —(মুসলিম)

বালক নবী (স)-এর বক্ষ বিদারক

হাদীস : ৫৪৭৯ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, একদা রাসূল (স) সমবয়সী বালকদের সাথে খেলাধুলা করছিলেন। এমন সময় হযরত জিবরাঈল (আ) তাঁর কাছে এলেন এবং তাঁকে ধরে মাটিতে শোয়ে ফেললেন। তারপর তাঁর বক্ষ বিদীর্ণ করে কলিজা থেকে এক খণ্ড রক্তপিণ্ড বের করে বললেন, তোমার দেহের অভ্যন্তরে এটা শয়তানের অংশ। তারপর তাকে একটি স্বর্ণ-পাত্রে রেখে যমযমের পানি দ্বারা ধৌত করল। তারপর উক্ত পিণ্ডটিকে যথাস্থানে রেখে জোড়া রাগিয়ে দিলেন। এ ঘটনা দেখে খেলার সাথী বালকেরা দৌড়ে এসে তাঁর দুধ-মা হালিমার কাছে বলল যে মুহাম্মদকে হত্যা করা হয়েছে। এ সংবাদ শুনে তারা ঘটনাস্থলে এসে তাঁকে সুস্থ পেল, তবে তাঁর চেহারার বর্ণ অতিশয় বিষণ্ণ। বর্ণনাকারী হযরত আনাস (রা) বলেন, আমি প্রায়শঃ হযুর (স)-এর বক্ষের সেলাইটি দেখতে পেতাম।

—(মুসলিম)

পাথর রাসূল (স)-কে সালাম দিত

হাদীস : ৫৪৮০ ॥ হযরত জাবির ইবনে সামুরা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমি মক্কার ঐ পাথরকে এখনও চিনি, যে আমার নবুয়্যত লাভের আগে আমাকে সালাম করত। —(মুসলিম)

রাসূল (স)-এর ইশরায় চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হল

হাদীস : ৫৪৮১ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, এক দিন মক্কার লোকেরা রাসূল (স)-কে বলল, আপনি আমাদেরকে কোন একটি নিদর্শন (মু’জযা) দেখান, তখন তিনি চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত করে দেখালেন। তখন তারা উভয় খণ্ডের মাঝখানে হেরা পর্বত দেখতে পেল। —(বোখারী ও মুসলিম)

খণ্ডিত চাঁদ পাহাড়ের উপর এবং নিচের দিকে ছিল

হাদীস : ৫৪৮২ ॥ হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর যমানায় চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়। তার একখণ্ড পাহাড়ের ওপরের দিকে এবং অপর খণ্ড পাহাড়ের নিম্নদিকে ছিল। তখন রাসূল (স) বললেন, তোমরা সাক্ষী থাক।

—(বোখারী ও মুসলিম)

হীরা থেকে কাবা একটি নিশ্চিন্ত পৌছানোর ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হল

হাদীস : ৫৪৮৩ ॥ হযরত আদী ইবনে হাতেম (রা) বলেন, একদা আমি (স)-এর খিদমতে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় তাঁর কাছে এক লোক এসে দরিদ্রতার অনুযোগ করল। এরপর আরেক ব্যক্তি এসে রাস্তায় ডাকাতির অনুযোগ

করল। তখন হযূর (স) আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে আদী! তুমি কি কখনো হীরা শহরটি দেখেছ? এটা কুফার একটি প্রসিদ্ধ শহর। বর্তমানে ইরাকের একটি প্রদেশ। যদি তুমি দীর্ঘ দিন বেঁচে থাক তাহলে অবশ্যই দেখতে পাবে যে, একটি মহিলা হীরা থেকে সফর করে মক্কায় গমন করবে এবং নির্বিঘ্নে কা'বা শরীফ তওয়াফ করবে, অথচ এক আল্লাহ্ ছাড়া তার অন্তরে আর কারো ভয় থাকবে না।

আর যদি তুমি দীর্ঘদিন বেঁচে থাক তাহলে দেখতে পাবে, অচিরেই পারস্যের ধনভাণ্ডার বিজিত হবে (অর্থাৎ, তা গনীমত হিসেবে মুসলমানদের হাতে আসবে), আর যদি তুমি দীর্ঘজীবী হও, তাহলে এমনও দেখবে যে, এক ব্যক্তি দান-খয়রাত করার উদ্দেশ্যে মুষ্টিভরে সোনা অথবা রূপা নিয়ে বের হয়েছে এবং তা গ্রহণ করার জন্য লোক তাল্লাশ করছে। কিন্তু তার কাছ থেকে তা গ্রহণ করার মত কোন একজন লোকও সে খুঁজে পাবে না। আর নিশ্চয়ই তোমাদের কেউ একদিন আল্লাহ্র সামনে এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে, তার মাঝে ও আল্লাহ্র মাঝে এমন কোন ব্যক্তি থাকবে না, যে তার অবস্থা আল্লাহ্র সামনে পেশ করবে। তখন আল্লাহ্ পাক তাকে জিজ্ঞেস করবেন, আমি কি তোমার কাছে কোন রাসূল পাঠাইনি, যিনি দ্বীন-শরীআতের কথা তোমার কাছে পৌছাবে? সে বলবে, হ্যাঁ, নিশ্চয় পাঠিয়েছেন। আল্লাহ্ আবার জিজ্ঞেস করবেন; আমি কি তোমাকে ধন-সম্পদ দান করিনি এবং আমি তোমার ওপর অনুগ্রহ করিনি। সে বলবে, হ্যাঁ, করেছেন। তারপর সে নিজের ডান দিকে তাকাবে, কিন্তু জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না। এ দৃশ্য বর্ণনার পর হযূর (স) বললেন, তোমরা খেজুরের এক টুকরা দান করা হলেও নিজেকে দোষের আশুন থেকে বাঁচাও। যদি কেউ এতোটুকুও না পাও, তবে অন্তত মিষ্টি কথা দ্বারা আত্মরক্ষা কর। বর্ণনাকারী আদী বলেন; রাসূল (স)-এর বাণী মোতাবেক একজন মহিলাকে হীরা থেকে একাকিনী সফর করে কা'বা শরীফ তওয়াফ করতে আমি নিজে দেখেছি। অথচ সে আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকেও ভয় করেনি। আর কিসরা ইবনে হরমূয়ের (অর্থাৎ, পারস্যের) ধনভাণ্ডার যাঁরা উন্মুক্ত করেছেন, আমিও তাঁদের সাথে শরীক ছিলাম। তারপর বর্ণনাকারী হযরত আদী (রা) তাঁর পরবর্তী লোকদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেন, যদি তোমরা দীর্ঘায়ু হও তাহলে নবী আবুল কাসেম (স)-এর এ ভবিষ্যদ্বাণী “কোন ব্যক্তি মুষ্টি ভরিয়া” -ও দেখতে পাবে। -(বোখারী)

আল্লাহ্ ছাড়া কাউকে ভয় করবে না

হাদীস : ৫৪৮৪ ॥ হযরত খাব্বার ইবনুল আরত (রা) বলেন, একদা আমরা রাসূল (স)-এর কাছে অভিযোগ করলাম। তখন তিনি একখানা চাদর মাথার নীচে রেখে কা'বা ঘরের ছায়ায় কা'বা ঘরের ছায়ায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। যেহেতু মুশরিকদের পক্ষ থেকে আমাদের ওপর কঠোর নির্যাতন চলছিল, তাই আমরা বললাম- আপনি আল্লাহ্র কাছে কেন দো'য়া করেন না? এ কথা শুনে তিনি সোজা হয়ে বসলেন। এ সময় তাঁর চেহারা মুবারক লাল হয়ে গেল। তখন তিনি বললেন, (তোমাদের ওপর এমন আর কি নির্যাতন চলেছে?) তোমাদের পূর্ববর্তী যুগে যারা ঈমানদার ছিল, এক আল্লাহ্র বন্দেগী করত, তাদের কারো জন্য মাটিতে গর্ত খোঁড়া হয়েছে। তারপর তাকে সেই গর্তে রেখে তার মাথার ওপর করাত চালিয়ে তাকে দ্বিখণ্ড করা হয়েছে। তবুও ঐ নির্যাতন তাকে তার দ্বীন ও ঈমান থেকে ফেরাতে পারেনি। আবার কারো কারো শরীরের হাড় পর্যন্ত যাবতীয় গোশইশরা লোহার চিরুনি দ্বারা আঁচড়িয়ে ফেলা হয়, তবুও সেই নির্যাতন তাকে তার দ্বীন থেকে ফেরাতে পারেনি। আল্লাহ্র কসম! নিশ্চয়ই এই দ্বীন ইসলামকে আল্লাহ্ তায়ালা পরিপূর্ণ করবেন এবং সর্বত্র নিরাপত্তা নিরাজ্য করবে। এমন কি তখন একজন উষ্ট্রারোহী সানুআ' থেকে হায়রামাইত পর্যন্ত (এতটা নির্ভয়ে) পার হবে যে, সে আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকেও ভয় করবে না। অথবা (স) বলেছেন, সে নিজের মেঘপাল সম্পর্কে নেকড়ে বাঘ ছাড়া অপর কিছুই ভয় করবে না। কিন্তু আমি দেখছি, তোমরা খুব বেশি তাড়াহুড়া করেছ। -(বোখারী)

স্বপ্নে রাসূল (স)-এর সমুদ্র যাত্রার ভবিষ্যদ্বাণী

হাদীস : ৫৪৮৫ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) প্রায়শঃ উম্মে হারাম বিনতে মিলহান (রা)-এর বাড়িতে যাওয়া-আসা করতেন। (তিনি হযুরের দুধ-খালা হিসেবে মাহরাম ছিলেন।) উম্মে হারাম ছিলেন প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত উবাদাহ ইবনে সামেত (রা)-এর স্ত্রী। একদিন রাসূল (স) তাঁর বাড়িতে গেলে উম্মে হারাম তাঁকে খানা খাওয়ালেন। তারপর উম্মে হারাম হযূর (স)-এর মাথায় উঁকুন দেখতে বসলেন। ইতিমধ্যে রাসূল (স)-ও ঘুমিয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর তিনি হাসতে হাসতে জেপে ওঠলেন। উম্মে হারাম বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আপনাকে কিসে হাসাচ্ছে? তিনি সামনে উপস্থিত করা হয়। তারা বাদশাহী জাঁকজমকে কথা বলেছেন। বাদশাহ্র ন্যায় জাঁকজমকে সমুদ্রের বুকে সফর করেছে। উম্মে হারাম বলেন, তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আল্লাহ্র কাছে দো'য়া করুন, যেন আল্লাহ্

আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তখন তিনি তার জন্য দো'য়া করলেন এবং তিনি মাথা রেখে আবার ঘুমিয়ে পড়লেন এবং কিছুক্ষণ পরে পুনরায় হাসিমুখে জেগে ওঠলেন। উম্মে হারাম বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কি কারণে হাসছেন? জবাবে তিনি বললেন, এই মাত্র স্বপ্নে আমার উম্মতের কিছু লোককে আল্লাহর পথে জিহাদরত অবস্থায় আমার নামে উপস্থিত করা হয়... ঠিক তেমনিই বলেছেন যেমনিটি তিনি প্রথমবার বলেছিলেন। উম্মে হারাম বলেন, আমি আরয় করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর কাছে দো'য়া করুন যেন তিনি আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। জবাবে তিনি বললেন, তুমি তাদের প্রথম দলের অন্তর্ভুক্ত। রাবী বলেন, তারপর উম্মে হারাম হযরত মুয়াবিয়া (রা)-এর শাসনকালে জিহাদের উদ্দেশ্যে সমুদ্র সফরে যাত্রা করেন এবং সমুদ্র থেকে অবতরণের পর সওয়ারীর পৃষ্ঠ থেকে পড়ে ইস্তেকাল করে। -(বোখারী ও মুসলিম)

যিমাদ রাসূল (স)-এর হাতে বায়আত হল

হাদীস : ৫৪৮৬ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, 'আযদে শানুয়া' গোত্রের 'যিমাদ' নামে এক ব্যক্তি একদা মক্কার আগমণ করল। যিমাদ মক্কা দ্বারা জ্বিন-ভূতের ঝাড়-ফুক করত। সে মক্কার জাহেল নির্বোধ লোকদের কাছে শুনতে পেল যে, মুহাম্মদ (স) পাগল হয়ে গেছে। এটা শুনে সে বলল, যদি আমি ঐ ব্যক্তিকে (অর্থাৎ মুহাম্মদ (স)-কে) দেখা'ম তাহলে চিকিৎসা করতাম। হযরত আমার চিকিৎসায় আল্লাহ তাকে আমার হাতে সুস্থ করে দিতে পারেন। রাবী বলেন, তারপর 'যিমাদ' রাসূল (স)-এর খেদমতে এল এবং বলল, হে মুহাম্মদ! আমি জ্বিন-ভূতের মক্কা পড়ে ঝাড়-ফুক করি। যদি তুমি বল আমি তোমার চিকিৎসা করব। তার কথা শুনে রাসূল (স) পাঠ করলেন, "সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আমি তাঁরই প্রশংসা করি এবং তাঁর সাহায্য কামনা করি। তিনি যাকে হেদায়ত দান করেন তাকে কেউ গোমরাহ করতে পারে না। আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেউই সোজা পথ দেখাতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই এবং তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও রাসূল।" তারপর (রাসূল (স) এই পর্যন্ত বলার পর) যিমাদ বলল, আপনি উক্ত বাক্যগুলো আমাকে পুনরায় শোনান। তখন রাসূল (স) বাক্যগুলো তিনবার পাঠ করলেন। এ কালেমা শুনে যিমাদ বলল, আমি গণকের কথাও শুনেছি, জাদুকরের কথাও শুনেছি এবং কবিদের কথাও শুনেছি। কিন্তু আপনার এ বাক্যগুলোর মত এমন বাক্য আমি আর বখনো শুনতে পাইনি। বস্তুতঃ আপনার প্রতিটি বাক্য অতীত-সাগরের তলদেশ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে। (মোট কথা, এটা কোন পাগলের প্রলাপ হতে পারে না)। সুতরাং আপনি আপনার হাতখানা প্রশস্ত করুন। আমি আপনার হাতে ইসলামের বায়আত করব। রাবী বলেন, তখনই সে হযরের হাতে বায়আত করল। -(মুসলিম)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হিরাক্রিয়াসের দরবারে আবু সুফিয়ান

হাদীস : ৫৪৮৭ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আবু সুফিয়ান ইবনে হরব অন্য কোন ব্যক্তির মাধ্যমে ছাড়াই হাদীসটি সরাসরি আমাকে বলেছেন। তিনি বলেন, আমার ও রাসূল (স)-এর মধ্যে সন্ধি। অর্থাৎ, হোদায়বিয়ার সন্ধিকালে আমি (তেজারতী সফল উপলক্ষে) সিরিয়া সফর করি। সে সময় তথায় রোম সম্রাট হিরাক্রিয়াসের নামে রাসূল (স)-এর একখানা চিঠি এল। আবু সুফিয়ান বলেন, উক্ত চিঠিখানা দেহ ইয়ায়ে কাল্বীই এনেছিলাম। দেহ ইয়ায়ে কাল্বী পত্রখানা বুসরার শাসনকর্তার কাছে প্রদান করলেন এবং বুসরার শাসনকর্তা তখন পত্রখানা হিরাক্রিয়াসের কাছে পেশ করলেন। তখন হিরাক্রিয়াস উপস্থিত লোকজবকে বলল, এই যে আরব কুরাইশের এক ব্যক্তি নবুয়্যতের দাবি করেন, বর্তমানে এখানে (অর্থাৎ সিরিয়ায়) তার কওমের কোন লোক আছে কি? লোকেরা বলল, হ্যাঁ, আছে। আবু সুফিয়ান বলেন, কুরাইশদের একটি দলের সাথে আমাকে (হিরাক্রিয়াসের দরবারে) ডাকা হল। আমরা হিরাক্রিয়াসের কাছে গেলে আমাদের তার সামনে বসান হল। তারপর সে আমাদেরকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করল, যে ব্যক্তি নিজেকে নবী বলে দাবি করে তোমাদের মধ্যে বংশের দিক থেকে কে তার নিকটতম? আবু সুফিয়ান বললেন, আমি। তখন (সম্রাটের নির্দেশে) লোকেরা আমাকে তার একেবারে নিকট-সম্মুখে এনে বসিয়ে দিল। আর আমার সঙ্গীদেরকে আবার পিছনে বসাল। তারপর সম্রাট তার দোভাষীকে ডাকল এবং বলল, তুমি এই লোকদেরকে (আবু সুফিয়ানের সঙ্গীদেরকে) বল, আমি তাকে (আবু সুফিয়ানকে) ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে কিছু কথা জিজ্ঞেস করব, যিনি নবী বলে দাবি করে। ঐ ইনি মিথ্যা বলেন, তবে তারা যেন তাকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করে। আবু সুফিয়ান বলেন, আল্লাহর কসম! লোকেরা আমার নামে মিথ্যা রটাবে বলে যদি আমার ভয় না হত, তাহলে আমি নিশ্চয়ই তাঁর (রাসূলুল্লাহর) সম্পর্কে মিথ্যা বলতাম।

তারপর সম্রাট হিরাক্লিয়াস তার দোভাষীকে বলল, তাকে (আবু সুফিয়ানকে) জিজ্ঞেস কর, 'তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তির (নবুয়্যাতের দাবিরের) বংশ-মর্যাদা কেমন? আমি বললাম, তিনি আমাদের মধ্যে উচ্চ বংশজাত। সে জিজ্ঞেস করল; তাঁর বাপ-দাদাদের মধ্যে কেউ কি বাদশাহ ছিলেন? আমি বললাম, 'না'। সে জিজ্ঞেস করল, সম্ভ্রান্ত লোকেরা তাঁর অনুসরণ করে, না মিথ্যার অপবাদ দিতে? আমি বললাম, 'না'। সে জিজ্ঞেস করল, সম্ভ্রান্ত লোকেরা তাঁর অনুসরণ করে, না দুর্বল ও নিম্নশ্রেণীর লোকেরা? আমি বললাম বরং দুর্বল লোকেরা। সে জিজ্ঞেস করল, তাঁর অনুসারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে না কমছে? আমি বললাম বরং বাড়ছে। সে জিজ্ঞেস করল; তাদের মধ্যে কেউ কি উচ্চ দ্বীনে প্রবেশ করার পর তার প্রতি অসন্তুষ্ট বা বীতশ্রদ্ধ হয়ে তা ত্যাগ করে? আমি বললাম, 'না'। সে জিজ্ঞেস করল, তাঁর সাথে তোমরা কখনো যুদ্ধ করেছ কি? আমি বললাম, তাঁর ও আমাদের মধ্যে যুদ্ধের অবস্থা হয়েছে পালাক্রমে পানির বালতির মত। কখনো তিনি পান আর কখনো আমরা পাই। কখনো কখনো তিনি আমাদের পক্ষ থেকে আক্রান্ত হন, আবার কখনো কখনো তাঁর পক্ষ থেকে আমরা আক্রান্ত হই। সে জিজ্ঞেস করল, তিনি কি অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন? আমি বললাম, 'না'। তবে আমরা তাঁর সাথে একটি সন্ধি-চুক্তিতে আবদ্ধ আছি (অর্থাৎ, হোদাইবিয়ার সন্ধি)। জানি না, তিনি এই সময়ের মধ্যে কি করবেন। আবু সুফিয়ান বলেন, এই শেষোক্ত কথাটি ছাড়া তাঁর বিরুদ্ধে অন্য কিছু বলার সুযোগ আমি পাইনি। সে জিজ্ঞেস করল, তোমাদের মধ্যে থেকে কেউ কি তাঁর আগে কখনো এই ধরনের কথা বলেছিল? আমি বললাম, 'না'। এরপর হিরাক্লিয়াস তার দোভাষীকে বলল; এবার তুমি তাকে (আবু সুফিয়ানকে) বল আমি তোমাকে তাঁর বংশ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তুমি উত্তর বলেছ, তিনি তোমাদের উচ্চ বংশজাত। বস্তুত এরূপেই নবী-রাসূলদেরকে তাঁদের জাতির উচ্চ বংশে পাঠানো হয়। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম তাঁর বাপ দাদাদের মধ্যে কেউ বাদশাহ ছিল কিনা? তুমি বলেছ, 'না'। এতে আমি বল, যদি তাঁর বাপ দাদাদের মধ্যে কেউ বাদশাহ থাকত, তবে আমি বলতাম তিনি এমন এক ব্যক্তি যিনি তাঁর পিতুরাজ্য পুনরুদ্ধার করতে চান। আমি তোমাকে তাঁর অনুসারীদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তারা কি কওমের মধ্যে দুর্বল নাকি শরীফ-সম্ভ্রান্ত? তুমি বলেছ বরং দুর্বল লোকেরাই তাঁর অনুসারী। আসলে (প্রথমাবস্থায়) এরূপ লোকেরাই রাসূলগণের অনুসারী হয়ে থাকে। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম; তাঁর এই কথা বলা: 'আগে তোমরা কখনো তাঁকে মিথ্যায় অভিযুক্ত করেছ কি? তুমি বলেছ 'না'। অতএব, আমি বুঝতে পারলাম, তিনি মানুষের সাথে মিথ্যা পরিহার করে চলেন; আর আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যা বলতে যাবেন এটা কখনো হতে পারে না। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কেউ কি তাঁর দ্বীনে দাখিল হওয়ার পর তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে তা ত্যাগ করে? তুমি বলেছ 'না'। প্রকৃতপক্ষে ঈমানের দীপ্তি ও সজীবতা অন্তরের সাথে মিশে গেলে তখন এরূপই হয়। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম, তাঁর অনুসারী লোকের সংখ্যা বাড়ছে নাকি কমছে? তুমি বলেছ; বরং বাড়ছে। প্রকৃতপক্ষে ঈমানের অবস্থা এরূপই হয়, অংশে শেষে তা পূর্ণতা লাভ করে। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম, তাঁর সাথে তোমার কোন যুদ্ধ করেছ কি? জবাবে তুমি 'না' বলা, যুদ্ধ হয়েছে এবং তার ফলাফল পালাক্রমে পানির বালতির মত। কখনো তিনি লাভবান হন আর কখনো তোমরা লাভবান হও। আসলে এভাবে রাসূলদ্বয়কে পরীক্ষা করা হয়। পরিণামে বিজয় তাঁদেরই জন্য। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম তিনি কখনো অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন কি? তুমি বলেছ 'না', ভঙ্গ করেন না। রাসূলদের চরিত্র এরূপই হয় যে, তাঁরা কখনো অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন না। আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমাদের মধ্যে থেকে কেউ কি তাঁর আগে কখনো এমন কথা (নবী হওয়ার কথা) বলেছিল? তুমি বলেছ 'না'। এতে আমি বুঝতে পারলাম, তাঁর আগে কেউ যদি এ কথা (নবী হওয়ার কথা) বলে থাকত, তবে আমি বলতাম এ ব্যক্তি আগের কথার অনুবৃত্তি করেছে।

আবু সুফিয়ান বলেন, এরপর সে জিজ্ঞেস করল, তোমাদেরকে কি বিষয়ে আদেশ দেন? আমরা বললাম, তিনি আমাদের নামায পড়ার, যাকাত দেয়ার, আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সদ্ব্যবহার করার এবং যাবতীয় পাপাচার থেকে সতর্ক থাকার জন্য নির্দেশ করেন। এতদ্রূপে হিরাক্লিয়াস বলল, তুমি এই যাবত যা কিছু বলেছ, তা যদি সত্য হয়, তাহলে তিনি নিশ্চয়ই নবী। অবশ্য আমি জানতাম তিনি আবির্ভূত হবেন। কিন্তু তিনি তোমাদের (আরবদের) মধ্যে থেকে বের হবেন আমার এ ধারণা ছিল না। আর আমি যদি তাঁর কাছে পর্যন্ত পৌছতে পারব বলে বিশ্বাস করতাম, তাহলে আমি অবশ্যই তাঁর সাক্ষাতের প্রত্যাশী হতাম। আর যদি আমি তাঁর কাছে থাকতাম, তবে নিশ্চয়ই তাঁর পদদ্বয় ধুয়ে দিতাম। (জেনে রাখ!) অচিরেই তাঁর রাজত্ব আমার এ দুই পায়ে নীচ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। অর্থাৎ তিনি অল্প দিনের মধ্যেই গোটা রোম সাম্রাজ্যের মালিক হবে। আবু সুফিয়ান বলেন, এরপর সে রাসূল (স)-এর সেই চিঠি এনে পাঠ করল।

-(বোখারী ও মুসলিম)

গ্রন্থটি সম্পর্কে তথ্য

১. পুরো বইটি নেয়া হয়েছে সোলেমানিয়া বুক হাউস পাবলিকেশন্স থেকে।
২. আরবী ইবারত নেই শুধুমাত্র বাংলা বিদ্যমান
৩. অনবাদ ও টীকা অনুবাদক কর্তৃক সংযোজিত
৪. হাদীসগুলো তাহক্বীক শায়খ নাসিরুদ্দীন আলবানী (রহ) রচিত তাহক্বীক মিশকাত থেকে নেয়া হয়েছে।
৫. মুযাফফর বিন মুহসিন রচিত মিশকাতে যইফ ও জাল হাদীস এর ১ম ও ২য় খন্ড থেকে ক্রমিক নম্বর অনুযায়ী কলম দিয়ে লেখা হয়েছে
৬. বিস্তারিত তাহক্বীক এর জন্য তাহক্বীক মিশকাত পড়ার অনুরোধ রইলো
৭. হাদীসের পরিচ্ছেদ গুলোর নামকরণ অনুবাদক কর্তৃক সংযোজিত
৮. কিছু কিছু ক্ষেত্রে হাদীস মিসিং রয়েছে সেগুলো পরবর্তীতে সাজিয়ে সংযোজন করার চেষ্টা করা হবে ইনশাআল্লাহ
৯. বইটি পছন্দ হলে বাজার থেকে অবশ্যই কিনবেন | বইটির দাম বেশী না| কোন প্রকাশক বা লেখকের ক্ষতি করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়।
১০. যে কোন প্রকার পরামর্শ, সমালোচনা ও মন্তব্যের জন্য আমাদের ফেসবুকে পেজ এ লিখুন অথবা মেইল করুন এই ঠিকানা |

Mail : pureislam4u@gmail.com

Facebook Page: www.facebook.com/WaytoJannahCom

